ভারতীয় স্মৃতি

কথা ও চিত্র

ভারতীয় স্মৃতি

কথা ও চিত্র

শ্রীসমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মা

কলিকাতা
৪৬ বেচু চাটার্য্যি ষ্ট্রীট, হেয়ার প্রেসে মুদ্রিত
সন ১৩৩৩ সাল

Published by
PRAMATHANATH DEB BARMA



ওঁ পিতাস্বর্গঃ পিতাধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥

অবতরণিকা

কয়েকটী প্রদেশ পরিভ্রমণ কালে আমি সেই সমস্ত স্থানে অবস্থিত প্রাচীন কীর্ত্তি-চিহ্ন-নিচয়ের যে সমুদয় আলোক-চিত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধে কোন পুস্তক যে প্রকাশ করিব এইরূপ ভরসা কিংবা ধারণা আমার মনে কখনও উদিত হয় নাই। কেবল—সুহৃদ্‌বর ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভৃতি কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে আমি এই কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে সাহসী হইয়াছি। বিশেষতঃ—আমার একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁহার জীবদ্দশায় অনেক দিন হইতেই আমাকে এই বিষয়ে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পুস্তক খানি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে পারিলাম না, এই জন্য চিরদিনের তরে দুঃখ রহিয়া গেল।

পুরাতন স্মারক চিহ্নের বিষয় লিখিতে গেলে তৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিবরণও উল্লেখ করিতে হয়; কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসের জটিল প্রশ্ন মীমাংসা করা আমার সাধ্যাতীত। অতএব এই পুস্তকে যে সমুদয় ঐতিহাসিক বিবরণের উল্লেখ হইয়াছে, তাহাতে ভ্রমপ্রমাদ থাকিবার সম্ভাবনাই অধিক। ইতিহাস লেখাও আমার উদ্দেশ্য নহে; স্বীয় কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য আমি নানাস্থানের প্রাচীন মূর্ত্তি ও গৃহাদির ভগ্নাবশেষ প্রভৃতির যে সমস্ত আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছি, তন্মধ্যস্থ কতকগুলির আলোক-চিত্র-সহ বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য। তবে প্রয়োজনানুসারে তৎসমুদয়ের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যাহা উল্লেখ করিতে হইয়াছে, তাহা অতি সংক্ষেপেই করিয়াছি। পরম্পরাগত কিংবদন্তী ও স্থানীয় প্রবাদসমূহ—সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক—পাঠকগণের চিত্তবিনোদক হইতে পারে মনে করিয়া প্রবন্ধভুক্ত করা হইয়াছে।

এই পুস্তকে বর্ণিত প্রবন্ধ-নিচয়ে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই। প্রসিদ্ধ ইতিহাসকার পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক—ইংরাজি, বাঙ্গলা ও পারস্য ভাষায় বিরচিত ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং সংস্কৃত পুরাণাদি গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বকই এই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছি। প্রধানতঃ গভর্ণমেণ্ট গেজেটিয়র সমূহের উপরই নির্ভর করিয়াছি।

উড়িষ্যার অন্তর্গত "ভুবনেশ্বর", "উদয়গিরি", "খণ্ডগিরি" ও "কণারক" বা "চন্দ্রভাগা" প্রভৃতি প্রাচীন কীর্ত্তিমালা পরিপূর্ণ সুপ্রসিদ্ধ স্থান সমূহের সম্বন্ধে খ্যাতনামা ইতিহাসকার ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বিরচিত গ্রন্থাদি যখন বর্ত্তমান রহিয়াছে— এই অবস্থায় আমার কিছু বলা বাহুল্য বোধে, উক্ত স্থাননিচয়ের সম্বন্ধে এই পুস্তকে কোন কথা উল্লেখ করা হইল না। কিন্তু "বরুণী গড়" ও "ধবলী" নামে খ্যাত সুপ্রাচীন স্থানের সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় লিখিত কোন প্রবন্ধ কিংবা পুস্তক আছে কি না অবগত নহি, সেই জন্য উড়িষ্যার অন্তর্গত ঐ দুইটী স্থানের বিষয় মাত্র এই পুস্তকে বিবৃত হইল।

পাটনা জিলার অন্তঃপাতী সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন বৌদ্ধ জনপদ নালন্দের ও জরাসন্ধের রাজধানী রাজগৃহের এবং এলাহাবাদ শহরের অন্তর্ভূ্ত—অম্বরাধিপতি মানসিংহের ভগিনী, জাহাঙ্গীরের প্রধানা মহিষী শাহ্‌বেগম্‌ ও তদীয় পুত্র খুশরুর সমাধি প্রতিষ্ঠিত খুশ্‌রুবাগ্‌ প্রভৃতির—এতদ্ব্যতিরেকে বারাণসীর সুবিখ্যাত ঘাট সমূহের ও সারনাথ প্রভৃতি অন্যান্য স্থানের আলোক-চিত্র গ্রহণ করা হইলেও প্রাগুক্ত কারণ বশতঃ ঐ সমুদয়ের বিবরণ এই পুস্তকে উল্লেখ করা হয় নাই। বস্তুতঃ—যে সমুদয় প্রাচীন কীর্ত্তিমালার বিষয় পুস্তকান্তরে বিবৃত হইতে দেখি নাই তৎসমুদয়ের বিষয় বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য।

এই পুস্তকের কয়েকটী প্রবন্ধ পূর্ব্বে ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সময়াভাবে তৎকালে ঐ সমস্তের সম্বন্ধে যথাযথ অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। এই কারণে প্রবন্ধ কয়েকটীতে ভ্রম-প্রমাদ থাকিয়া যায়। এইবার সেই সমুদয় যথাসম্ভব সংশোধন করতঃ এবং তৎসম্বন্ধে আরও যাহা কিছু নূতন তথ্য অবগত হইয়াছি, তাহাদের সমাবেশ পূর্ব্বক প্রবন্ধ নিচয় বিস্তারিত রূপে লিখিয়া এই পুস্তকে সন্নিবেশ করা হইল।

এই পুস্তক প্রণয়ন সম্বন্ধে আমি পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণের নিকট নানাবিষয়ের অনেক সাহায্য পাইয়াছি, এই জন্য উপসংহারে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীসমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মা

৫৯-১, বালীগঞ্জ সারকুলার রোড্‌
২০শে শ্রাবণ, ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দ।

সূচী

ভারতীয় স্মৃতি
কথা ও চিত্র

পুরী জিলা



বরুণাগড়ের ধ্বংসাবশেষ-মধ্যস্থ একটা প্রস্তরের ভগ্নগৃহ (৫ পৃষ্ঠা)



বরুণাগড়ের প্রস্তর নির্ম্মিত বিধ্বস্ত প্রাকার (৫ পৃষ্ঠা)

বরুণী গড়

পুরী জিলার অন্তঃপাতী খুরধা উপবিভাগে বরুণী নামক পর্ব্বতের প্রান্তদেশে জঙ্গলাকীর্ণ যে একটী দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়, বিধি-বিড়ম্বনায় এই স্থানেই উৎকল হিন্দুরাজলক্ষ্মী চিরকালের জন্য অন্তর্হিতা হন।

যে উৎকল রাজ্যেশ্বরগণ বাহুবল ও সুকৃতির জন্য খ্যাতনামা পুরুষ বলিয়া একদা সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন, ভুবনেশ্বর, পুরী ইত্যাদি অঞ্চলস্থিত ভুবনবিখ্যাত মন্দিরাদি যাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী সুপ্রাচীন কাল হইতে সর্ব্বজন-সমক্ষে প্রচার করিতেছে, তাঁহাদের বিবরণ এবং হরিচন্দন মুকুন্দদেব নামক জনৈক উৎকলাধিপতি যে একদা বাহুবলে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহার বিখ্যাত কথা যেমন ইতিহাস অক্ষয় অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে, তেমনই জনগণের মুখে মুখেও প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়া থাকে। হুগলী জিলার অন্তর্গত ত্রিবেণী গ্রামের গঙ্গাতীরে শেষোক্ত উৎকলাধিপের প্রতিষ্ঠিত স্নানঘাট ও মন্দির তাহার নিদর্শন স্বরূপ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

উক্ত প্রবল প্রতাপান্বিত মহীপগণের পরবর্ত্তী উৎকল নৃপতিগণ নিয়তির কুটিল বিবর্ত্তনে এরূপ হীনবল হইয়া পড়েন যে, মহারাষ্ট্রীয় ও মুসলমানদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা তাঁহাদিগের পক্ষে সাধ্যাতীত হইয়া উঠে। এই জন্য উৎকলরাজ রামচন্দ্রদেব আত্মরক্ষার্থ খুরধা প্রদেশে

আগমন পূর্ব্বক উল্লিখিত শত্রুগণের অশ্বসাদী ও পদাতিক সৈন্যের অগম্য অরণ্য মধ্যে বরুণী পর্ব্বতের প্রান্তদেশে বরুণী গড় নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎকালাবধিই তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণ উৎকলাধিপতি নামের পরিবর্ত্তে খুরধ-রাজ বা খুরধার রাজা নামে পরিচিত হইতে লাগিলেন।

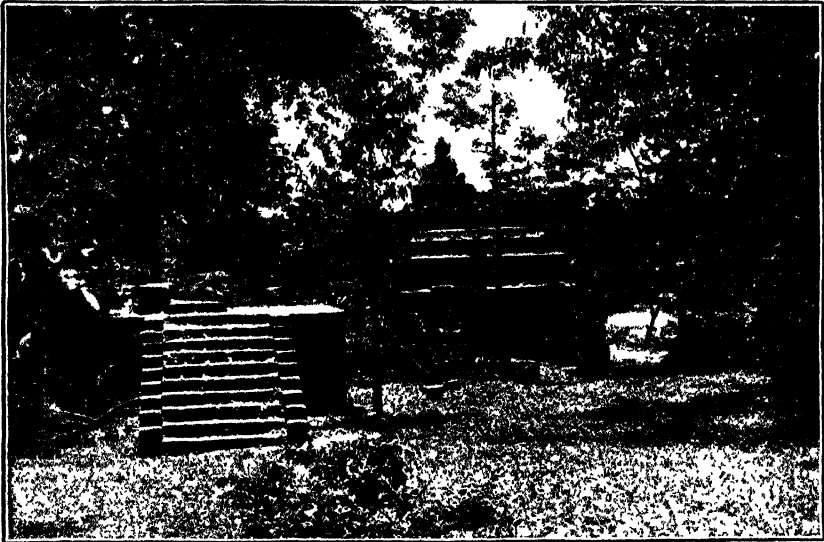
রাজা রামচন্দ্র উৎকল রাজদণ্ড ধারণ করিয়া নানাবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তিনিই কালাপাহাড় কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত মন্দিরাদির সংস্কার করিয়া জগন্নাথদেবের নষ্টাবশিষ্ট-কলেবর নবীভূত করতঃ মহাসমারোহে পুরীর মন্দিরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সময়াবধিই জগন্নাথদেবের কলেবর-পরিবর্ত্তন প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে উৎকলের হিন্দু স্বাধীনতার অবসান রাজা হরিচন্দন মুকুন্দদেবেরই সহিত হইয়াছে বলিলেই চলে; তথাপি তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণের যৎসামান্য স্বাধীনতা যাহা ছিল তাহা কোনরূপে রক্ষা করিয়া তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী কয়েক পুরুষ এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা দ্বিতীয় মুকুন্দদেব দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ বৃটিশরাজের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলে সেই স্বাধীনতাও বিলুপ্ত হয়।

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রদেশের শেষরাজা উল্লিখিত দ্বিতীয় মুকুন্দদেব ইংরেজ রাজের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলে তাঁহার সহিত বৃটিশরাজের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হয়। যুদ্ধপ্রারম্ভে উৎকল-সৈনিকেরা এরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল যে তাহাদিগের আক্রমণ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া বৃটিশ সৈনিকগণকে খুরধার নিকটবর্ত্তী পিপ্পলী গ্রাম পর্য্যন্ত পশ্চাৎপদ হইতে হয়। অবশেষে আরও একদল সৈন্য আগমন পূর্ব্বক বিতাড়িত ইংরেজ সৈন্যকে সাহায্য করিলে, উভয়দল একত্র হইয়া প্রচণ্ডবেগে রাজা মুকুন্দদেবকে আক্রমণ করে। উৎকলবাহিনী প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও সেই আক্রমণে বাধা প্রদান করিতে অশক্ত হইয়া বরুণী গড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। সেই সময় বৃটিশ সৈনিক কর্ত্তৃক তিন সপ্তাকালব্যাপী



বখ্‌শী-পুকুরের তীরদেশ হইতে বরুণীপর্ব্বত ও মন্দিরের দৃশ্য (৫ পৃষ্ঠা)



বখ্‌শী-পুকুরের তীরদেশস্থ একটী প্রাচীন মন্দির (৫ পৃষ্ঠা)

প্রচণ্ডবেগে আক্রমণে বর্ণিত দুর্গ ও তন্মধ্যস্থিত রাজনিকেতনাদি সমস্তই বিধ্বস্ত হয়। দুর্গাদির ভগ্নাবশেষ যাহা কিছু বিদ্যমান ছিল, সেই সমুদয় কালক্রমে আরও জীর্ণ হইয়া ইদানীং অতি শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। দুর্গটীর ধ্বংসাবশিষ্ট প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাকারের অধিকাংশই আবর্জ্জনা রাশিতে আবৃত হইয়া এরূপ জঙ্গলময় হইয়াছে যে দূর হইতে ঐ প্রাকার লক্ষ্য করাই দুষ্কর। কণ্টকসঙ্কুল গুল্মলতাদিতে পরিপূর্ণ দুর্গাভ্যন্তরের কোন কোন স্থানে বিকীর্ণ ভগ্নস্তম্ভাদি এবং বৃক্ষলতাদিতে পরিবৃত দুই এক খানি প্রস্তরনির্ম্মিত ভগ্নগৃহ, তৎকালের সেই ঘোর সংগ্রামের প্রমাণ প্রদান করিতেছে। প্রস্তর-সোপান শ্রেণীতে বেষ্টিত যে একটী জলাশয় আছে তন্মধ্যে শৈবাল ও জলজ লতাদি জন্মিয়া ইহার সলিল প্রায় দৃষ্টির বহির্ভূত করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই স্থানের আর কোন পূর্ব্ব গৌরব-চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। এই যৎসামান্য কয়েকটী ধ্বংসাবশিষ্ট অংশই যেন অতীত গৌরবচিহ্নের পরিবর্ত্তে শোক-চিহ্ন স্বরূপ এই বিজন প্রান্তরে বিদ্যমান রহিয়া এই স্থানের দুঃখকাহিনী জ্ঞাপন করিতেছে। যে দুর্গাভ্যন্তর একদা রাজপ্রাসাদাদিতে সুশোভিত ও বহুজন-সমাকীর্ণ ছিল এবং না জানি যাহাতে কতরূপ আমোদ উৎসব হইত, ইদানীং সেই স্থান মর্কট ও বিষধর ভুজঙ্গাদির বাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

এই অঞ্চলে যে কয়েকটী দেব-মন্দির আছে, তন্মধ্যে কতকগুলির অবস্থা ভাল; আর কয়েকটীর অবস্থা উত্তম বলিয়া বোধ হইল না। একটী মন্দির বৃক্ষলতাদি পরিবৃত হইয়া ধ্বংসপথে দাঁড়াইয়াছে। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, বহুদিন পূর্ব্বে জনৈক ব্যক্তি এই মন্দির প্রস্তুত করিয়াছিল; কিন্তু ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হওয়ার কিয়দ্দিবস পরই সেই ব্যক্তি কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় উক্ত মন্দিরে কোন দেব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তৎকালাবধি ইহা পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকাতে এবংবিধ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে।

বরুণী-পর্ব্বত-প্রান্তদেশে জনৈক "বখ্শী" অর্থাৎ উৎকল দেশের প্রধান সেনাপতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "বখ্শী পুকুর" নামক যে সরোবর আছে, তাহার দুই তীরে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন খুরধার রাজগণের স্থাপিত কয়েকটী পুরাতন

মন্দির অবস্থিত। মন্দির ও পর্ব্বতমালা সহিত এই জলাশয়ের সমগ্র দৃশ্য অতিশয় মনোরম।

এতদ্ভিন্ন এই প্রদেশস্থ প্রাচীন মন্দির ও নিকেতনাদি সমস্তই প্রস্তর-নির্ম্মিত বলিয়া সমধিক সুদৃশ্য এবং ইহার অধিকাংশই পুরাতন রাজগণের প্রতিষ্ঠিত। এই স্থানে এই সমুদয় হিন্দু মন্দির ও গৃহাদি ব্যতিরেকে মুসলমানগণের কোন কীর্ত্তিচিহ্ন পরিদৃষ্ট হইল না।

বরুণী গড় হইতে ন্যূনাধিক এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী অরণ্যাকীর্ণ জনমানবহীন বরুণী পর্ব্বতের এক অংশে যে একটী মন্দির আছে, তন্মধ্যে এক প্রস্তরাসনোপরি "বরুণী" ও "করুণী" ঠাকুরাণী নামক দুইখানি পৃথক্ প্রস্তর ফলকে খোদিত মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। স্থানীয় লোকে মূর্ত্তি দুইখানিকে দুই ভগিনী কহে, এবং দুইটীই একত্রে পূজিত হয়। এই স্থানে পশুবলি হইয়া থাকে, পূজকেরা শাক্তমতাবলম্বী। উক্ত দেবীপূজকদিগের নিকট জ্ঞাত হওয়া যায় যে, উৎকল নৃপতিগণ এই প্রদেশে আগমন পূর্ব্বক রাজধানী স্থাপন করিবার পূর্ব্বেই এই অঞ্চল নিবাসী খণ্ডাইতগণ কর্ত্তৃক বরুণী ও করুণী ঠাকুরাণীদ্বয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

উৎকল রাজগণ এই স্থানে আগমন করিয়া উক্ত দেবীমূর্ত্তিদ্বয় স্বকীয় অধিকারে আনয়ন করেন। অদ্যাপি পূর্ব্বকথিত খণ্ডাইতগণ প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তির কিয়দংশ বিদ্যমান আছে, এবং তাহা দ্বারাই বরুণী-করুণীঠাকুরাণীর সেবা পূজাদি কোন প্রকারে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

বরুণী-করুণী ঠাকুরাণী দ্বয়ের পাদপীঠ খানি একটু বিশেষ কৌশলে নির্ম্মিত। ইহার নিম্নদেশস্থ একটী রন্ধ্র পথ মন্দিরের পশ্চাদ্দেশে অবস্থিত এক জলাধারের সহিত সংযুক্ত। বরুণী পর্ব্বত হইতে একটী ক্ষুদ্র ঝরণার জল আসিয়া উক্ত জলাধারে পতিত হইলে, উহা পাদপীঠের রন্ধ্র পথে নির্গত হইয়া এক পয়োনালী দ্বারা মন্দিরের সম্মুখস্থ কূপ মধ্যে পতিত হয়। ধূর্ত্ত পূজারী ব্রাহ্মণেরা স্বার্থসিদ্ধি কল্পে ঐ বারিধারার জল দেবীদ্বয়ের দেহনির্ম্মুক্ত পবিত্র সলিল বলিয়া অশিক্ষিত জনসাধারণকে প্রদান করে।



"বরুণা" "করুণা" ঠাকুরাণীর মন্দির (৬ পৃষ্ঠা)



বরুণী পর্ব্বতের প্রান্তদেশস্থ কতিপয় মন্দির (৫ পৃষ্ঠা)

এই মন্দির ও রন্ধনাদি কার্য্যে ব্যবহৃত দুইটী পর্ণকুটীর ব্যতিরেকে এই স্থানে আর অন্য লোকালয় নাই। দেবীপূজকগণের নিকট জানা যায় যে, প্রায়শঃ সন্ধ্যার পরক্ষণেই এই অরণ্যসঙ্কুল গিরিশিখর হইতে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে উপদ্রব করে, এবং সুযোগ প্রাপ্ত হইলেই নিকটবর্ত্তী পল্লীবাসিগণের পালিত পশু হনন পূর্ব্বক নিবিড় অরণ্যে লইয়া যায়। এই জন্য জীবনাশঙ্কায় পূজারিগণ সূর্য্যাস্তের প্রাকালেই পূজাদি সমস্ত কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করিয়া বরুণী পর্ব্বত হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরবর্ত্তী তাহাদিগের গ্রামে গমন করে।

প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তিতে এই স্থানে তিন দিবস ব্যাপী জনাকীর্ণ এক মেলা হয়। তদুপলক্ষে তৎকালে বহু ছাগ বলিদান পূর্ব্বক দেবীদ্বয়ের ষোড়শোপচারে পূজা হইয়া থাকে। এই অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণকে ভুবনেশ্বর, পুরী ও সাক্ষীগোপালের পাণ্ডাদিগের ন্যায় ভিক্ষার্থী অর্থলোভী উত্যক্তকারী বলিয়া মনে হইল না. সাধারণ লোকেও ঐ সকল অঞ্চলস্থ লোকের ন্যায় ভিক্ষাবৃত্তি ও অন্যান্য নীচ প্রবৃত্তির কার্য্য না করিয়া কৃষিকর্ম্মাদি দ্বারা নির্ব্বিবাদে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

বরুণী পর্ব্বতে অনেকগুলি গুহা আছে। তন্মধ্যে পাণ্ডব নামে খ্যাত গুহাটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে শতাধিক লোক থাকিতে পারে। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে উক্ত গুহাসমূহে সংসারত্যাগী যোগী-ঋষিগণ ভগবচ্চিন্তায় দিনযাপন করিতেন। তাঁহাদিগের দ্বারা শিলাগাত্রে উৎকীর্ণ নানা যুগের নানাবিধ লিপি অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে তিন খানি প্রাচীন কালের কুটিলাক্ষরে লিখিত। মকরধ্বজ নামক জনৈক যোগীর লিপিখানি নবম শতকের। কিন্তু ঐ নবম শতক কোন্ সনের তাহার নির্দ্দেশ নাই। উহা চেদী সন হইতে পারে বলিয়া সম্ভাবিত হয়। এতদ্ব্যতিরেকে ঐ স্থানে আর একটী ৭৮০ সংবতের লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। গুহা সমূহ অধুনা ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক প্রায়শঃ অধিকৃত হইয়া থাকে; এজন্য লোকে সচরাচর তথায় যাইতে সাহস করে না।

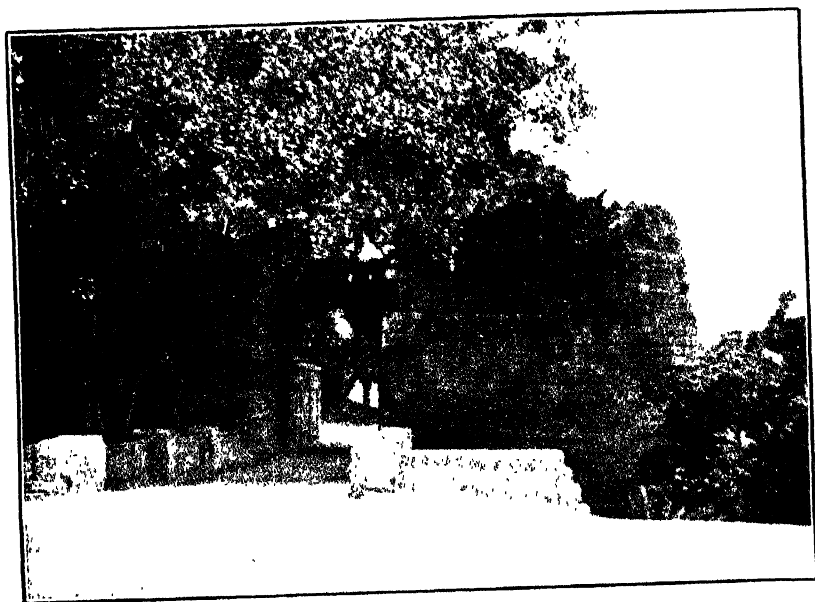
বরুণী ও করুণী দেবীর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত একটী কৌতুকাবহ প্রবাদ স্থানীয় জনসাধারণ মধ্যে প্রচলিত আছে।

রাজা দ্বিতীয় মুকুন্দ দেবের সহিত বৃটিশরাজের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে এক রজনীতে রাজা স্বপ্নযোগে উক্ত দেবীদ্বয় কর্ত্তৃক আদিষ্ট হন যে, যদি যুদ্ধে জয় কামনা থাকে তাহা হইলে জনৈক গর্ভবতী নারীকে দেবীদ্বয়ের সম্মুখে বলিদান করিয়া তাঁহাদিগের শোণিতপিপাসা নিবারণ পূর্ব্বক অভীষ্ট বরলাভ করিতে হইবে। নতুবা যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ইহা অতি নৃশংস ও গর্হিত কার্য্য মনে করিয়া রাজা মুকুন্দ দেব স্বীয় অদৃষ্ট ও পুরুষকারের উপর নির্ভর করতঃ ঐ পাশব কার্য্য হইতে বিরত হন। এই জন্য বরুণী ও করুণী দেবী তাঁহাদিগের আদেশ অমান্য করার অপরাধে রাজার প্রতি ক্রোধান্বিতা হইয়া বিমুখী হইয়াছিলেন এবং তাহাতেই নাকি মুকুন্দদেব সংগ্রামে পরাজিত হইয়া রাজ্যচ্যুত হন।

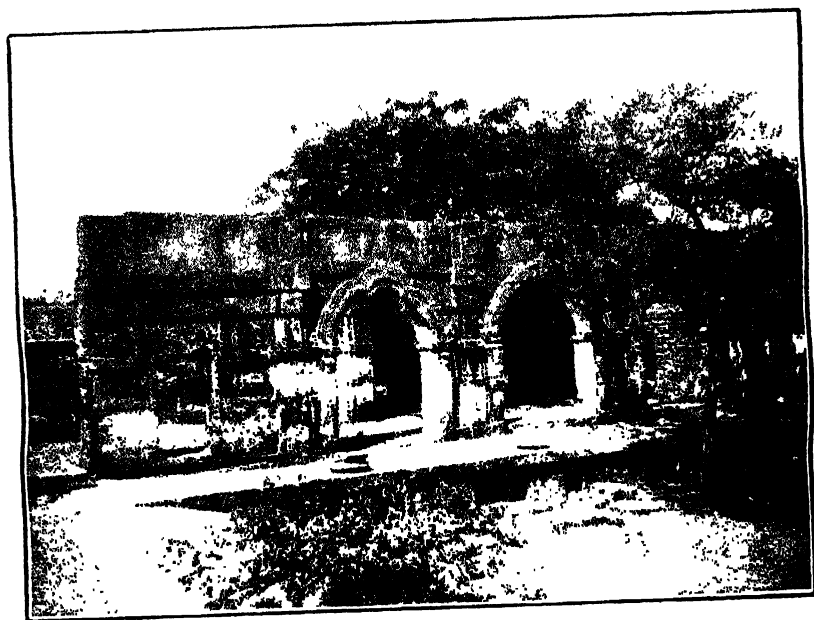
বুদ্ধিভ্রমে স্বীয় শক্তি অবধারণ করিতে অক্ষম হইয়া প্রবলপরাক্রান্ত ইংরাজের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হওয়াতেই হউক, অথবা বরুণী ও করুণী ঠাকুরাণী বিমুখী হওয়াতেই হউক, রাজা মুকুন্দদেব রণে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। কিন্তু জীবন রক্ষার উপায় না দেখিয়া অবশেষে উৎকল-রাজমুকুট বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করিলে বৃটিশ রাজ তাঁহাকে "বারবাটী" নামক কটকপ্রদেশস্থ দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ করিয়া তদীয় রাজ্য অধিকার করেন।

হতভাগ্য মুকুন্দদেব কটকের যে দুর্গে অবরুদ্ধ হন, উহা অনঙ্গভীম নামক উৎকলের জনৈক নৃপতি কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। নিয়তির চক্রে তাঁহারই পূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক উৎকল-রাজ-নির্ম্মিত দুর্গে রাজা মুকুন্দদেব বন্দী হইলেন, ইহা অদৃষ্টের এক কঠোর পরিহাস!

উক্ত দুর্গের বিষয় এই স্থানে উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না মনে করিয়া ইহার বিষয় সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হইল।



বারবাটী নামক বিধ্বস্ত দুর্গের প্রবেশ দ্বার—কটক (৯ পৃষ্ঠা)



পুরানানহর"—পুরী (১০ পৃষ্ঠা)

কালের বিচিত্র গতিতে উৎকলাধিপতিগণ ক্রমশঃ ক্ষমতাবিহীন হইয়া পড়িলে উল্লিখিত "বারবাটী" নামে খ্যাত কটকের দুর্গ তাঁহাদিগের হস্তচ্যুত হইয়া একাদিক্রমে মুসলমান, মহারাষ্ট্রীয় ও ইংরাজের হস্তগত হয়। যখন উড়িষ্যা দেশ মোগল-শাসনাধীন, সেই সময়ে উক্ত প্রদেশের বন্দর সমূহে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভের জন্য তিন জন ইংরাজ ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কটকে আগমন করে। উল্লিখিত দুর্গের অভ্যন্তরস্থিত প্রাসাদেই মোগল রাজপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক, উক্ত কোম্পানীর প্রার্থনানুযায়ী ক্ষমতা ঐ ইংরাজত্রয়ের হস্তে প্রদত্ত হয়। কথিত আছে যে তৎকালের মোগল দরবারের আড়ম্বর দৃষ্টে তাহারা বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল।

উক্ত প্রস্তর নির্ম্মিত সুদৃঢ় দুর্গ সম্বন্ধে জনৈক কল্পনাপ্রবণ ফরাসী পরিব্রাজক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রুতিগোচর হয় যে ইহা নিরীক্ষণ করিয়া লণ্ডন নগরস্থ উইণ্ডসর ক্যাসল নামক প্রসিদ্ধ দুর্গের কথা তাঁহার স্মৃতিতে জাগরিত হইয়া উঠে। একদা এই দুর্গ যে সুবিখ্যাত ছিল, এক্ষেত্রে তাহাই প্রমাণিত হয়।

অধুনা উক্ত দুর্গের তোরণ ও মুসলমান অধিকারকালে নির্ম্মিত দুর্গ-মধ্যস্থ একটী মস্‌জিদ্ ব্যতীত দুর্গ-প্রাকার কিংবা প্রাসাদ ইত্যাদির চিহ্নমাত্রও বিদ্যমান নাই। পর্ব্বত শ্রেণীতে বেষ্টিত পরিখার কিয়দংশ জলময় থাকিলেও কোন কোন স্থান মৃত্তিকাপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে স্থানীয় লোকে কৃষিকর্ম্ম করে।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দদেব বৃটিশরাজ অধিকৃত তদীয় সম্পত্তি হইতে মালিকানা স্বরূপ বৃত্তি পাইয়া মুক্তিলাভ করেন, এবং সেই সঙ্গে জগন্নাথদেবের পূজার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া পুরীতে আগমন পূর্ব্বক বাস করেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে খুরধার পাইকেরা বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। এই বিদ্রোহানল পার্শ্ববর্ত্তী বহু স্থানে পরিব্যাপ্ত হয়। তৎকালে দুর্ভাগ্য ও দুর্ম্মতি-বশতঃ তিনিও তাহাতে লিপ্ত হন। এই হেতু তাঁহাকে পুনরায় কারাবরণ

করিতে হইয়াছিল, কিন্তু অধিক দিন কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। উক্ত খৃষ্টাব্দেই কারাগারে তাঁহার ইহলীলার শেষ হয়।

রাজা মুকুন্দদেবের সময় অবধিই তদীয় বংশধরগণ সাধারণ বৃত্তিভোগীরূপে পরিণত হইয়া নামে মাত্র পুরীর রাজা বলিয়া জনসমাজে পরিচিত হইতেছেন। যাঁহারা একদা মহারাজ চক্রবর্ত্তী উপাধিতে বিভূষিত হইতেন এবং বাহুবলে মান্দ্রাজ হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের অবস্থা এইরূপ। ইহাকেই বলে চঞ্চলা ভাগ্যলক্ষ্মী। যাহা হউক উৎকল-রাজগণের ভাগ্যরবি চিরকালের জন্য অস্তমিত হইলেও "চলন্তিবিষ্ণু" অর্থাৎ জগন্নাথদেবের প্রতিনিধি বলিয়া উড়িষ্যাবাসী সর্ব্বসাধারণে তাঁহাদিগকে দেবরাজ আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করে।

জগন্নাথদেব মন্দিরের পশ্চাৎ দিকে বালিসাহী নামক স্থানে রাজা মুকুন্দদেব যে সমুদয় নিকেতনাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র রামচন্দ্র সেই ভবনাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজপথের পার্শ্বদেশে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস স্থাপন করেন। সেই সময়াবধি তাঁহার বংশধরগণ ইহাতে বাস করিতেছেন।

রাজা রামচন্দ্র কর্ত্তৃক তদীয় পিতৃভবন এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়া অরক্ষিত অবস্থায় থাকাতে ক্রমেই উহা ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে। এই সমস্ত ভগ্ন গৃহাদিকে স্থানীয় সর্ব্বসাধারণে পুরাণা নহর, নবর, বা নর কহে। এই শব্দ উড়িয়া ভাষায় রাজনিকেতন জ্ঞাপক। উক্ত নিকেতনাদির ভগ্নাবশেষ ব্যতীত এই স্থানে একটী পুষ্করিণী, দুইটী দেবমন্দির ও একটী দোলমঞ্চ আছে। একটী মন্দিরে কালী অপরটীতে গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। এই সমস্তই হতভাগ্য রাজা মুকুন্দদেবের শেষ কীর্ত্তিচিহ্ন স্বরূপ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। মন্দির দুইটী সুরক্ষিত। ইহাতে নিত্য নিয়মিত পূজার্চ্চনা হইয়া থাকে।



ধবলীপর্ব্বতের প্রান্তদেশস্থ অশ্বত্থামা নামক হস্তিমূর্ত্তি

(১২ পৃষ্ঠা)

ধবলী

(ধৌলী)

প্রাচীন কালের উৎকল-নৃপতিগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বহুসংখ্যক মন্দিরে পরিপূর্ণ "একাম্রকানন" বা ভুবনেশ্বর নামে সুপ্রসিদ্ধ যে জনপদ উড়িষ্যা দেশে আছে ; তাহার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ন্যূনাধিক দুই ক্রোশ দূরে "দয়া" নদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র গ্রামটী "ধৌলী" নামে পরিচিত। তত্রস্থ মন্দিরাদি ও অপরাপর প্রাচীন চিহ্ন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সম্ভাবিত হয় যে, এই স্থান পুরী, ভুবনেশ্বর, কনারক (পদ্মক্ষেত্র) প্রভৃতি অতীত কীর্ত্তিমালায় পরিপূর্ণ অঞ্চলনিচয় হইতে সমধিক পূর্ব্বকালের।

সাধারণ কতিপয় গ্রাম্য ব্যক্তির বাসভূমি বর্ত্তমান "ধৌলী" নামক ক্ষুদ্র গ্রামটী একদা এক সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল বলিয়া ইহার নানা লক্ষণেই অনুমিত হয়। কিন্তু কাল বিবর্ত্তনে অধুনা ইহা সামান্য এক পল্লীগ্রামে পরিণত হইয়া পুরাকালের কীর্ত্তিচিহ্নস্বরূপ কেবল কয়েকটী মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

এই স্থানে যে দুইটী অনতি উচ্চ গিরিশ্রেণী সমান্তরালে অবস্থিত, তন্মধ্যস্থ দক্ষিণ দিকের পর্ব্বতমালার ১৫ ফিট্ দীর্ঘ ও ১০ ফিট্ উচ্চ মসৃণীকৃত গাত্রে ভুবনবিখ্যাত সম্রাট অশোকের আদেশবাণী (শিলালিপি) উৎকীর্ণ আছে। উক্ত শিলালিপিনিচয় চারিটী পৃথক্ ফলকে বিভক্ত ; তৎসমস্ত অবলোকন করিয়া অনুমিত হয় যে শিলালিপি সমুদয় বিভিন্ন সময়ে

খোদিত হইয়াছিল। প্রথম ফলকের পরবর্ত্তী দুইটী ফলকের লিপি সমূহ আকারে বৃহৎ এবং যত্নের সহিত খোদিত নহে। গভীর রেখা-বেষ্টনীর মধ্যস্থ চতুর্থ ফলকের লিপি সমুদয় সর্ব্বাপেক্ষা যত্নে খোদিত। গত সপ্তবিংশ বর্ষ মধ্যে ঐ সমস্ত শিলালিপির অনেক অক্ষর লুপ্ত হওয়ায় অবশিষ্ট লিপি সমুদয় যাহাতে নষ্ট না হয় তদুদ্দেশে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঐ সমস্ত শিলালিপির ঊর্দ্ধভাগে পর্ব্বতগাত্র হইতে একটি প্রস্তর-অলিন্দ ইদানীং নির্ম্মিত হইয়াছে। তদূর্দ্ধদেশে পূর্ব্বকালের নির্ম্মিত ১৬ ফিট দীর্ঘ ১৪ ফিট্ প্রস্থ যে এক অলিন্দ রহিয়াছে তাহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত পাষাণস্তূপ খোদিত করিয়া হস্তীর সম্মুখ-ভাগের অনুরূপ এক মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার নির্ম্মাণ কার্য্যে বিশেষ শিল্পনৈপুণ্য লক্ষিত হয়। সর্ব্বসাধারণে উক্ত মূর্ত্তিকে "অশ্বত্থামা" নামে অভিহিত করে।

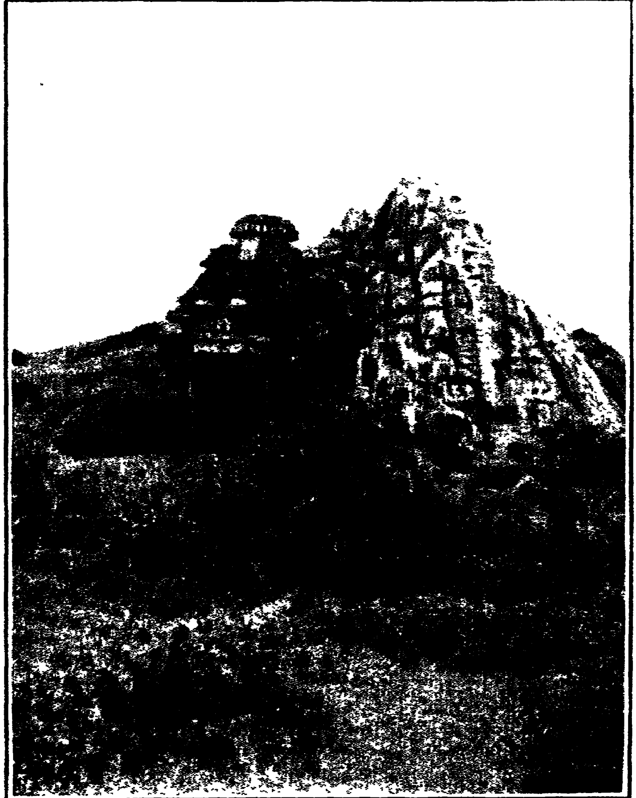
বর্ণিত হস্তিমূর্ত্তি কোন্ সময়ে কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল এই বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় না। যাহা হউক— যদি ইহা প্রাগুক্ত শিলালিপি সমূহের সমকালীন হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুরাকালে যে সমস্ত প্রস্তরমূর্ত্তি ভারতবর্ষে নির্ম্মিত হইয়াছিল তন্মধ্যে ইহাও অন্যতম; এবং উক্ত মূর্ত্তি যে তৎকালে নির্ম্মিত হয় নাই ইহাতে সন্দেহ করিবার বিশেষ কোন কারণ লক্ষিত হয় না। যে পাষাণখণ্ড খোদিত করিয়া উল্লিখিত হস্তিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে, তদ্‌গাত্রে কতকগুলি নৈসর্গিক গুহা দৃষ্টিগোচর হয়।

আদৌ অশ্বত্থামা নামক বর্ণিত হস্তিমূর্ত্তিটী গৌতমবুদ্ধের নিদর্শনস্বরূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ এইরূপ অনুমান করেন; কিন্তু ন্যূনকল্প অর্দ্ধশতাব্দীকাল অবধি হিন্দুগণ কর্ত্তৃক এই মূর্ত্তি পূজিত হইয়া আসিতেছে। স্থানীয় লোকের নিকট অবগত হওয়া যায় যে, পূর্ব্বে সংবৎসরান্তে একবার মাত্র পল্লীবাসী এক ব্রাহ্মণ আগমন করিয়া উক্ত হস্তিমূর্ত্তির অভিষেক কার্য্য সম্পাদনান্তে তদ্‌গাত্রে সিন্দূর প্রলেপ প্রদান পূর্ব্বক ইহার পূজা করিয়া যাইত; কিন্তু ইদানীং নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমুদয়ের হিন্দু অধিবাসিগণ এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক প্রায়শঃ ইহার পূজা করিয়া থাকে ও কোন বিষয়ের প্রতিজ্ঞা করিতে



ধবলীপর্ব্বতের বিরাট গহ্বর

(১৩ পৃষ্ঠা)



ধবলীপর্ব্বতের [illegible]দেশস্থ শিবম[illegible]

[illegible]১৩ পৃষ্ঠা)

হইলে ধবলেশ্বরী মাতা বলিয়া ইঁহার উদ্দেশে শপথ গ্রহণ করে। ঐ হস্তিমূর্ত্তির সমীপে শৈলশিখরে অবস্থিত এক সমতল মঞ্চের ঊর্দ্ধদেশে এবং শৈলমালার অপরাপর অংশে বহু সংখ্যক ইষ্টক বিকীর্ণ রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে অনুমিত হয় যে কোন এক কালে এই স্থানে দুইটী বৌদ্ধস্তূপ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

উত্তরদিকস্থিত পর্ব্বতমালার পশ্চিমাংশে, সর্ব্বশেষ সীমায় বহুসংখ্যক নৈসর্গিক ও কৃত্রিম গুহা লক্ষিত হয়। শৈলমালার পৃষ্ঠদেশের উত্তরাংশে ১৫০ × ১০০ ফিট্ পরিমিত মঞ্চের ঊর্দ্ধভাগে, যে এক প্রস্তর-নির্ম্মিত চতুষ্কোণ শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত, তাহার শিলাখণ্ডনিচয় কোনরূপ যোজক পদার্থের দ্বারা সংযুক্ত নহে, লৌহকীলকের দ্বারা পরস্পর সংলগ্ন। মন্দিরটীর সমস্ত উত্তরাংশ ভূমিসাৎ হইয়াছে। অপরাপর অংশ অত্যন্ত জীর্ণ হইলেও এযাবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মন্দিরটী নিতান্ত সাধারণ ধরণের নহে, ইহাতে নির্ম্মাণগত কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব লক্ষিত হয়।

বর্ণিত মন্দিরের পূর্ব্বদিকে, অল্প নিম্নে যে এক বিশাল গহ্বর দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তদভ্যন্তর হইতে "খণ্ডগিরি ও "উদয়গিরি" পর্য্যন্ত গমনাগমন করিবার জন্য ভূমিনিম্নগামী এক পথ আছে বলিয়া স্থানীয় লোকের মধ্যে এক প্রবাদ প্রচলিত আছে। শুনা যায় যে উক্ত পথে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিতে গমন করিবার উদ্দেশ্যে জনৈক ব্যক্তি বর্ণিত কন্দরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই।

উল্লিখিত গহ্বরের ঊর্দ্ধদেশস্থিত একটী গণ্ডশৈল গাত্রে কতকগুলি লিপি ক্ষুদ্র অক্ষরে তিন পংক্তিতে উৎকীর্ণ আছে। ইহার অধস্থলে পর্ব্বতের ক্রমনিম্ন দক্ষিণ গাত্রস্থ একটী কৃত্রিম গুহার সমীপে কতকগুলি অর্দ্ধখনিত গুহা লক্ষিত হয়। উক্ত গুহানিচয়ের নিম্নদেশে দুইটী পর্ব্বত-মধ্যস্থলের পশ্চিম প্রান্তে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত শিবমন্দির অবস্থিত। পল্লীবাসিগণ প্রায়শঃ এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক মন্দিরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির পূজা অর্চ্চনা করে, এই জন্য মন্দিরটী অদ্যাপি বিনাশকবলে পতিত হয় নাই। এই মন্দিরের সমীপে গণেশ প্রভৃতি বিক্ষিপ্ত কতিপয় ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি লক্ষিত হয়।

প্রাগুক্ত পর্ব্বতমালার পূর্ব্বদিকে "কৌশল্যা গঙ্গা" নামে খ্যাত এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা দৃষ্টিপথে পতিত হয়। গঙ্গেশ্বর নামক এই প্রদেশ নিবাসী জনৈক নৃপতি কর্ত্তৃক কৌশল্যা নাম্নী তদীয় দুহিতার নামানুসারে উক্ত দীর্ঘিকা কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তের মানসে খনিত হইয়াছিল। জগন্নাথদেব মন্দিরে রক্ষিত তালপত্রের মাদল পঞ্জিতে এই বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়।

কথিত আছে যে, পূর্ব্বে উক্ত দীর্ঘিকার বিস্তার দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এক ক্রোশ ছিল। ইদানীং যদিও ইহার কিয়দংশ মৃত্তিকাপূর্ণ হইয়াছে এবং তদুপরি গ্রামবাসীরা কৃষিকর্ম্ম করে, তথাপি যে অংশ এ যাবৎ জলপূর্ণ রহিয়াছে, তাহা দীর্ঘে ন্যূনকল্প দেড় মাইল এবং প্রস্থে পাঁচ ফার্লঙ্গ্ বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। ইহার অধিকাংশই এরকা ও জলজ গুল্মলতাদিতে প্রচ্ছাদিত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে সংখ্যাতীত বহুবিধ জলচর পক্ষী কুলায় নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতেছে।

বর্ণিত দীর্ঘিকা এক পয়োনালীর দ্বারা "দয়া" নদীর সহিত সংযুক্ত; সম্ভবতঃ এই জন্য নদীর বালিরাশি ক্রমশঃ ইহাতে সঞ্চিত হইয়া এবংবিধ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া থাকিবে। উক্ত পয়ঃপ্রণালীর ঊর্দ্ধদেশস্থ একটী সেতুর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

যে পয়ঃপ্রণালীর দ্বারা উল্লিখিত দীর্ঘিকা "দয়া" নদীর সহিত সংযুক্ত, তাহার পশ্চিম দিকে বহু সংখ্যক নিকেতনাদির প্রস্তরভিত্তি, নানাবিধ দ্রব্যের ভগ্ন খণ্ড এবং বিকীর্ণ ইষ্টকরাশি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ঐ সমস্ত প্রাচীন নিদর্শন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহাই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, অধুনাতন ধৌলী নামক গ্রামটী একদা সমৃদ্ধিশালী এক জনপদ ছিল।

পূর্ব্ব বর্ণিত "কৌশল্যা গঙ্গা" নামক দীর্ঘিকার মধ্যে এক দ্বীপ আছে। তাহার উপর জঙ্গলাকীর্ণ যে এক অতি প্রাচীন নিকেতনের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা এই প্রদেশের জনৈক নৃপতির রাজপ্রাসাদ ছিল, জনসাধারণ মধ্যে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে; কিন্তু উক্ত নৃপতির



ধবলীপর্ব্বতের দেশস্থ শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ

(১৩ পৃষ্ঠা)

কি নাম এবং তিনি কোন সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন সে কথা কেহই বলিতে সক্ষম নহে। যদি প্রাগুক্ত গঙ্গেশ্বর নামক নৃপতির বিষয় প্রকৃত হয়, তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক এই দীর্ঘিকা খনিত হওয়া অসম্ভব নহে।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, পূর্ব্বকালে জনৈক নৃপতিতনয় রাজপ্রতিনিধিস্বরূপ "তোসালী" নামক যে নগরীতে অবস্থান পূর্ব্বক তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহ শাসন করিতেন, এইরূপ কথিত আছে "ধৌলী" নামক বর্ত্তমান পল্লীগ্রামটীই সেই প্রসিদ্ধ নগরী। এতদ্ব্যতিরেকে এই স্থান টলেমীর মানচিত্রে নির্দ্দিষ্ট "দোসর", পেরিপ্লসের উল্লিখিত "দোসেরণ" কিংবা মহাভারতোক্ত "দর্শন"ও হইতে পারে এইরূপও অনুমিত হয়। এই সমুদয়ই অনুমানের কথা—ইহার প্রকৃত ইতিহাস অদ্যাপি নির্ণিত হয় নাই। যাহা হউক, এই স্থান যে অতি প্রাচীন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

উল্লিখিত ধৌলীর বিজন প্রান্তরে অবস্থিত পর্ব্বতোপরি মল্লিকা ও অপরাপর কয়েকপ্রকার পুষ্পবৃক্ষ অবলোকন করিলে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কোন্ সময়ে কে ঐ সমুদয় পুষ্পবৃক্ষ এই জনমানব-পরিত্যক্ত পর্ব্বতোপরি রোপণ করিয়াছে ইহা নির্ণয় করা যায় না। পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীবাসিগণের নিকট অনুসন্ধানে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, চিরকাল তাহারা ঐ পুষ্পবৃক্ষনিচয় এই স্থানে এইরূপ দেখিয়া আসিতেছে।

ভারতীয় স্মৃতি
কথা ও চিত্র

গয়া জিলা





কাওয়াডোল পর্ব্বত

কাওয়া ডোল

সুপ্রসিদ্ধ গয়া নগরীর উত্তরদিকে তের মাইল দূরে "বেলা" নামে খ্যাত যে এক প্রাচীন গণ্ডগ্রাম আছে, তাহার পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে কতকগুলি শৈলমালা পরিলক্ষিত হয়। সেই সমুদয় পর্ব্বতরাজির মধ্যস্থ ফল্গু নদীর পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী "কাওয়া ডোল" "বরাবর" "নাগার্জ্জুন" ও "ধরাওত" গ্রাম মধ্যস্থিত গিরিনিচয়ে প্রাচীন কালের হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের নানাবিধ কীর্ত্তি-চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। গয়া জিলা যেরূপ পুরাকালের কীর্ত্তি-মালায় পরিপূর্ণ, বিহার প্রদেশের অন্তর্বর্ত্তী আর কোন জনপদ তদ্রূপ নহে।

উল্লিখিত বেলা নামক গ্রাম হইতে ন্যূনাতিরেক ছয় মাইল দূরবর্ত্তী এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে অপরাপর গিরিশ্রেণী হইতে সম্পূর্ণরূপ পৃথক ভাবে যে পর্ব্বতটী অবস্থিত, তাহা "কাওয়া ডোল" নামে প্রসিদ্ধ; এবং তাহার প্রান্তদেশস্থিত পল্লীটীও পর্ব্বতের নামানুসারে "কাওয়া ডোল গ্রাম" বলিয়া পরিচিত। এই সুবিখ্যাত গিরির উচ্চতা ন্যূনকল্প পাঁচ শত ফিট্ হইবে—এইরূপ অবগত হওয়া যায়।

উক্ত পর্ব্বত "কাওয়া ডোল" নামে অভিহিত হওয়ার সম্বন্ধে এবংবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ইহার সর্ব্বোচ্চ শিখরে স্তূপ সদৃশ যে এক পাষাণ-খণ্ড লক্ষিত হয়, পূর্ব্বে তদূর্দ্ধদেশে আরও একটী শিলাখণ্ড ঐ ভাবে অবস্থিত ছিল—তদুপরি কাক উপবিষ্ট হইলে শেষোক্ত প্রস্তর স্বতঃই দোলায়মান

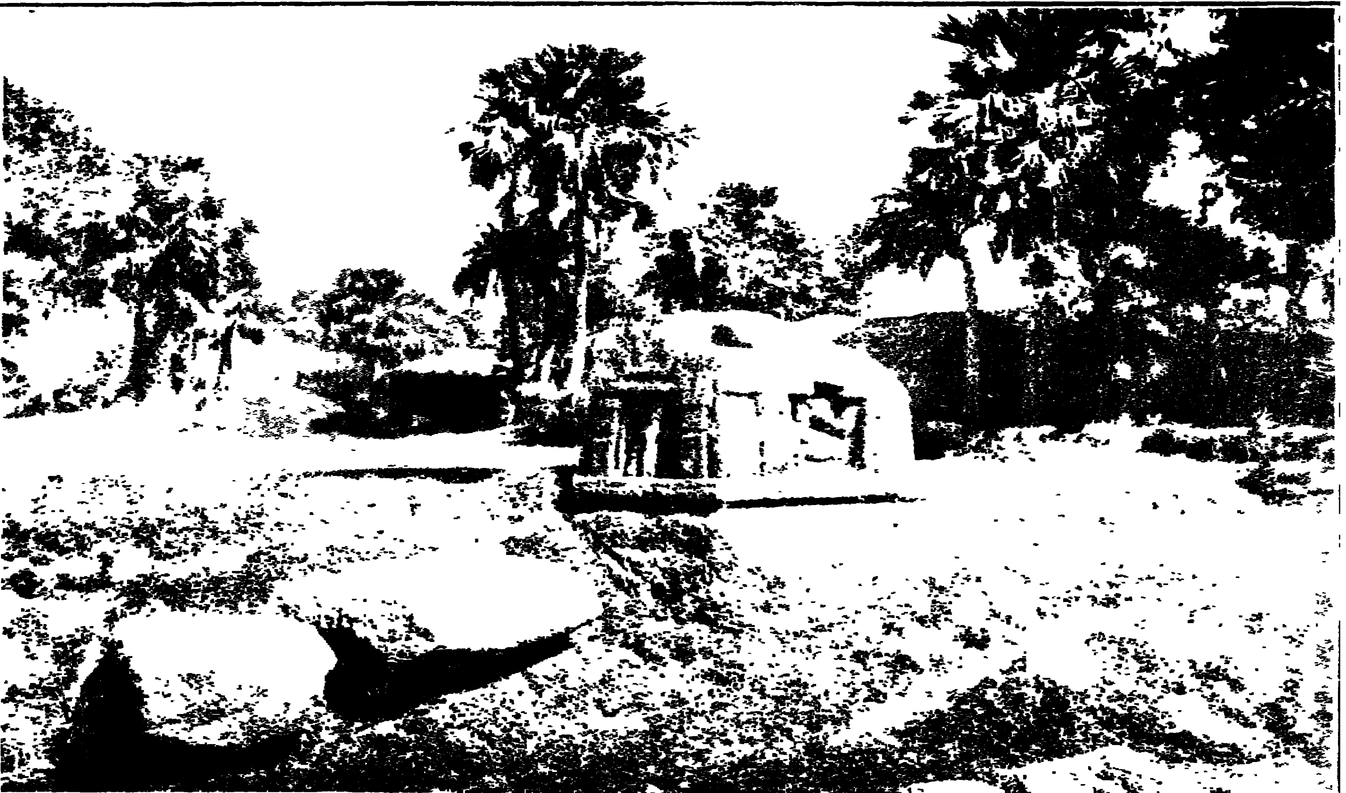
হইত; এই কারণ বশতঃ উক্ত পর্ব্বত "কাওয়া ডোল" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। (পশ্চিমাঞ্চলে ও পূর্ব্ববঙ্গে কাককে কাওয়া বলে)।

বর্ণিত পর্ব্বতের প্রান্তদেশে, প্রাচীন কালের নির্ম্মিত ভবনাদির কতক-গুলি ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। সেই সমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অবধারণ করেন যে, শীলভদ্র নামক স্বনামখ্যাত বৌদ্ধ শ্রমণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত তৎকালপ্রসিদ্ধ যে বৌদ্ধ বিহার ছিল, ঐ ভগ্নাবশেষ-নিচয় উক্ত বিহারেরই বিধ্বস্ত অংশ।

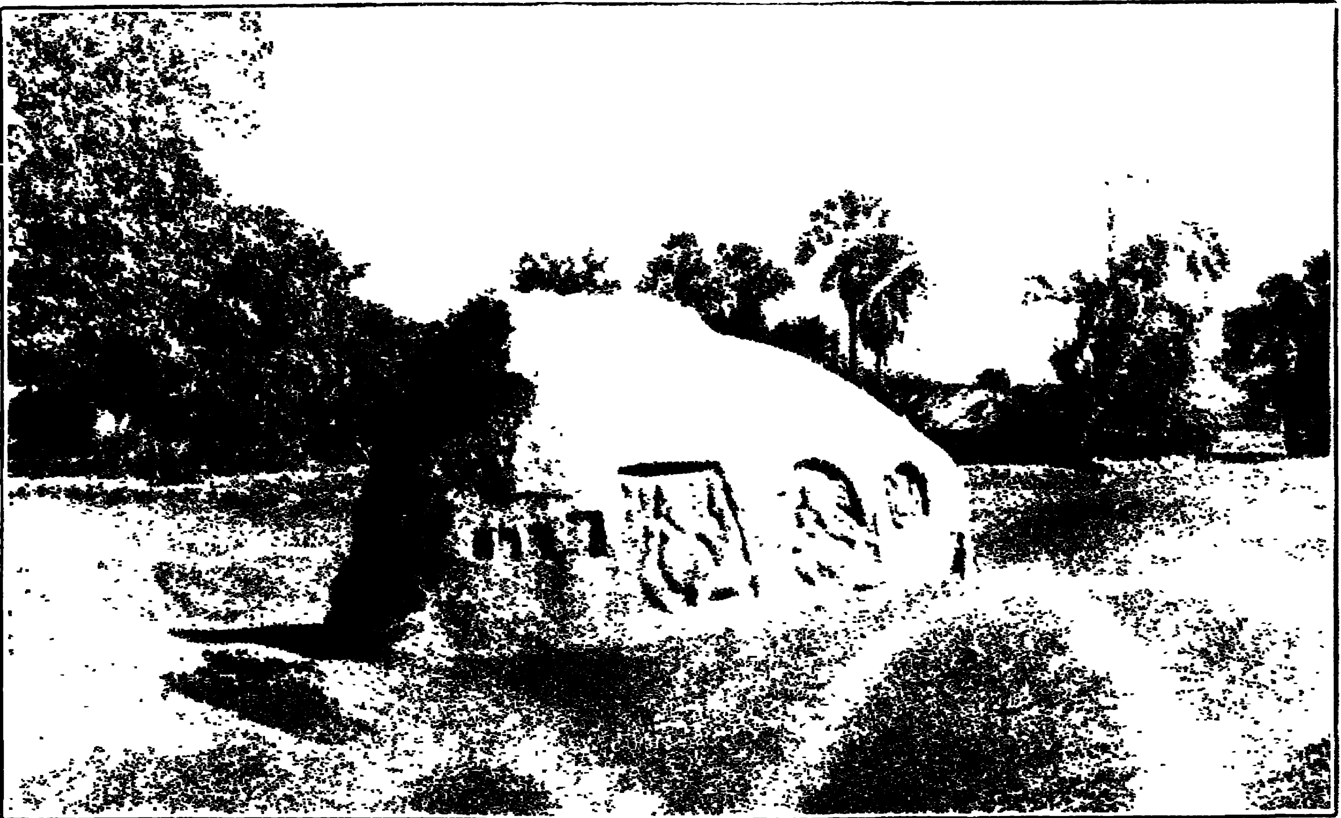
উল্লিখিত বিহারের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে ঃ—ভারতবর্ষ-ব্যাপী বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচলন কালে, সমতট (নিম্নবঙ্গ) দেশস্থ রাজকুলোদ্ভব, বৌদ্ধধর্ম্মে অদ্বিতীয় পণ্ডিত খ্যাতনামা "শীলভদ্র", মগধ দেশের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তীর্থ "নালন্দ" নগরীতে বাস করিতেন। সেই সময়ে জনৈক বৌদ্ধবিদ্বেষী পণ্ডিত মগধ-দেশাধিপতির রাজসভায় উপস্থিত হইয়া উক্ত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিচার করিবার অভিলাষ রাজসমীপে জ্ঞাপন করেন।

বৌদ্ধধর্ম্মে শীলভদ্রের ব্যুৎপত্তির বিষয় পূর্ব্বাবধি সর্ব্বত্র বিজ্ঞাত ছিল। এই জন্য তিনি মগধ-নরেশ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া রাজসভায় আগমন করিলে উল্লিখিত পণ্ডিতের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার করিতে আদিষ্ট হন। তখন তিনি রাজার আদেশ অনুসারে উক্ত বৌদ্ধদ্রোহী পণ্ডিতের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বহু বাদানুবাদান্তে তাঁহাকে বিচারে পরাজিত করেন। কথিত আছে যে, এই বিচার উপলক্ষে বহু পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই প্রকারে শীলভদ্র বিচারে বিজয়লাভে সক্ষম হওয়াতে মগধাধিপতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে এক সমৃদ্ধিশালী জনপদ প্রদান করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ সংসারত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষু শীলভদ্র এবংবিধ সংসার-মায়া-জড়িত পুরস্কার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু মগধ নরেশ এই বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষরূপ অনুরোধ করিলে, রাজানুজ্ঞা হেলন ভদ্রোচিত নহে এবং ধৃষ্টতা ও দাম্ভিকতার পরিচয় বিবেচনায়,



কাওয়াডোল প্রান্তদেশস্থ প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহের ধ্বং বশেষ
২ পৃষ্ঠা)



কাওয়াড়ে পর্ব্বতের কটবর্ত্তী ণেশমূর্ত্তি খোদিত ওশৈল



শীলভদ্র বিহারের তিনটী প্রস্তরস্তম্ভ
(২১ পৃষ্ঠা)



ক। ওয়াড়োল পর্ব্বত গাত্রে খোদিত কতিপয় দেবমূর্ত্তি
(২৩ পৃষ্ঠা)

অবশেষে তিনি উক্ত জনপদের পরিবর্ত্তে কেবল ইহার সংবৎসরের রাজস্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন; এবং তাহা দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিকল্পে প্রাগুক্ত বিহার এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইরূপে উক্ত বিহার তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হওয়াতে "শীলভদ্র বিহার" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

এই সুপ্রসিদ্ধ বিহার একদা জনসমাজে ইহার প্রতিষ্ঠাতা শীলভদ্রের মহিমা প্রচার করিয়া স্বীয় গৌরব বিকাশ করিত; কালের কুটিল চক্রে আজ ইহা ধ্বংস কবলে পতিত। অধুনা ইহার যৎসামান্য বিধ্বস্ত অংশ মাত্র, এই নির্জ্জন পর্ব্বত-প্রান্ত হইতে, যেন অতি দুঃখপূর্ণ হৃদয়ে পূর্ব্বের সেই গৌরব-কাহিনী প্রচার করিতেছে।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের নানা দেশ পরিদর্শন পূর্ব্বক খ্যাতনামা চীন দেশীয় পরিব্রাজক "হিউএন্‌ত্‌সেঙ্গ্‌" যে এক ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন, তাহা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, "গুণমতী" নামক তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ বিহার যে পর্ব্বতে অবস্থিত, সেই স্থান হইতে ২০ লি (৩½ মাইল) দূরবর্ত্তী স্তূপ সদৃশ শিখর বিশিষ্ট এক পর্ব্বতে শীলভদ্র বিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল।

উল্লিখিত "গুণমতী" নামক সেই সময়ের সুপ্রসিদ্ধ বিহারটী বর্ত্তমান "ধরাওত" নামে পরিচিত গ্রামস্থ পর্ব্বতে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে। উক্ত দুই স্থানের ব্যবধান এবং শীলভদ্র বিহার যে পর্ব্বতের প্রান্তদেশে অবস্থিত ছিল—তাহার আকৃতি হিউএন্‌ত্‌সেঙ্গ্‌ কর্ত্তৃক যেরূপ তদীয় বৃত্তান্তে বিবৃত হইয়াছে, এতদুভয় দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কাওয়া ডোল নামক এই পর্ব্বতপ্রান্তেই বর্ণিত সুপ্রসিদ্ধ শীলভদ্র বিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল। বস্তুতঃ—উক্ত পর্ব্বতশিখরস্থিত প্রস্তরখণ্ড দূর হইতে একটী ভগ্ন স্তূপ সদৃশই পরিলক্ষিত হয়।

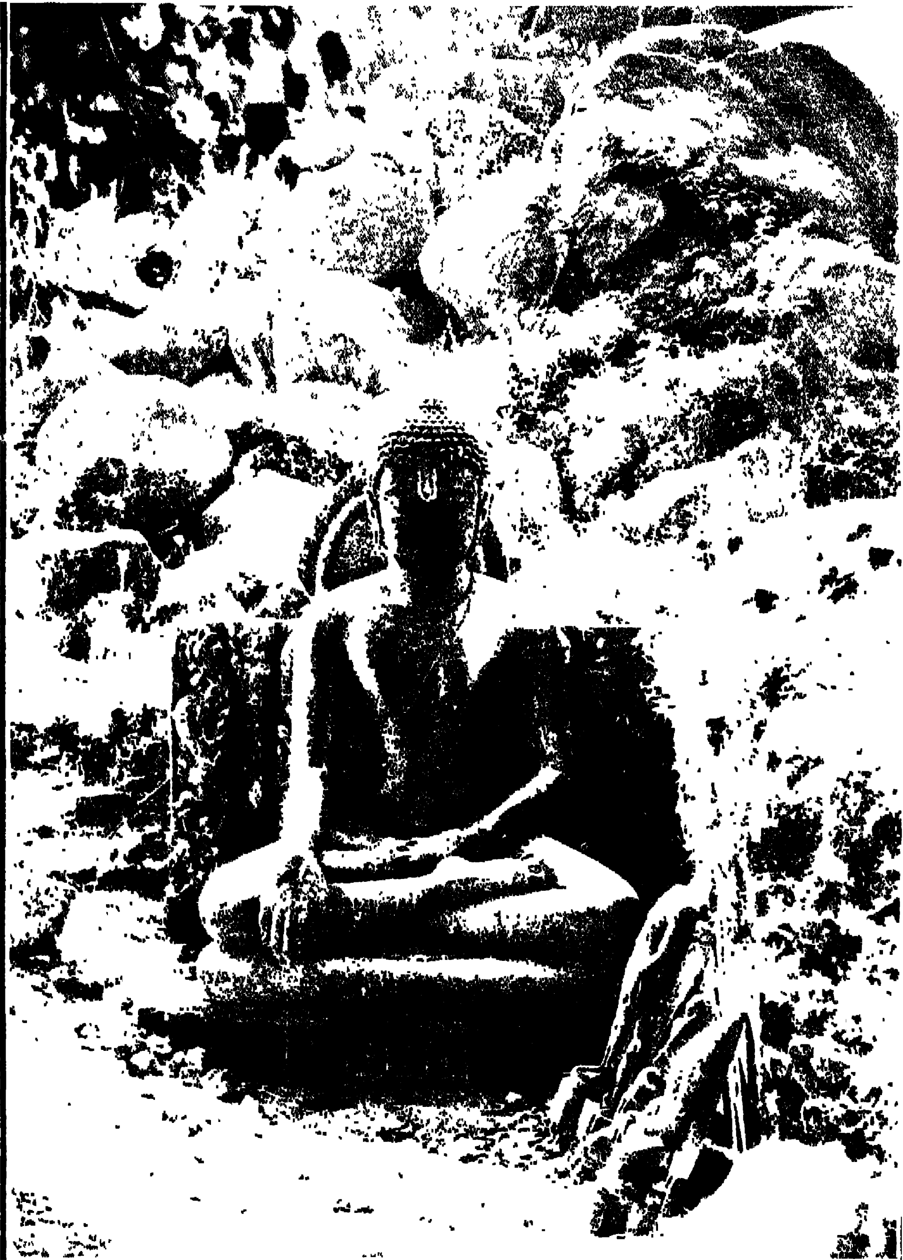
কাওয়া ডোল পর্ব্বতের দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্তদেশে ত্রয়োদশটী পাষাণ স্তম্ভ এবং প্রস্তরনির্ম্মিত ভবনাদির কতিপয় ধ্বংশাবশিষ্ট অংশ শীলভদ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রাগুক্ত বিহারের নিদর্শন স্বরূপ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। উক্ত

প্রস্তরস্তম্ভ-নিচয়ের সন্নিহিত শৈলের পাদদেশস্থ বহুবিধ আকারের বহু ভগ্ন বিধ্বস্ত প্রস্তরখণ্ড ও বিকীর্ণ ইষ্টক রাশির মধ্যে যে একটী ইষ্টকনির্ম্মিত প্রকোষ্ঠের যৎসামান্য অবশিষ্টাংশ বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে পদ্মাসনে আসীন এক প্রস্তরনির্ম্মিত প্রকাণ্ড বুদ্ধ মূর্ত্তি অবস্থিত। এই সুনির্জ্জন পর্ব্বতপ্রান্তদেশস্থিত উক্ত মূর্ত্তি দূর হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিলে এইরূপ হৃদয়ঙ্গম হয়—যেন কোন সংসারত্যাগী পুরুষ এবংবিধ জনমানব-পরিত্যক্ত ভূমিতে একাকী অবস্থান পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে ভগবচ্চিন্তায় নিমজ্জিত রহিয়াছেন।

বর্ণিত বুদ্ধমূর্ত্তি উচ্চে আট ফিট্, উভয় স্কন্ধের পরিসর চারি ফিট্, এবং জানুদ্বয়ের ব্যবধান ছয় ফিট্ বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। নালন্দতে—প্রাচীন কালের ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীরের বেষ্টনীর মধ্যে যে এক সুবিশাল বুদ্ধমূর্ত্তি অবস্থিত, এই মূর্ত্তি প্রায় তৎতুল্য আকৃতির হইবে। উক্ত উভয় মূর্ত্তিই সর্ব্বসাধারণের নিকট "ভৈরব নাথ" নামে পরিচিত। গয়া জিলার মধ্যে যে সমস্ত বৃহৎ মূর্ত্তি আছে, সেই সমুদয়কেই তৎপ্রদেশস্থ জনসাধারণে "ভৈরবনাথ" আখ্যা প্রদান করে।

স্থানীয় লোকমুখে অবগত হওয়া যায় যে, কাওয়া ডোল পর্ব্বত-পাদদেশে অবস্থিত বুদ্ধমূর্ত্তিটী দর্শন করিবার মানসে, নানা অঞ্চল হইতে হিন্দুগণ প্রায়শঃ এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক ইহার পূজা অর্চ্চনা করিয়া যায়। পল্লীনিবাসী লোকেরা উক্ত পর্ব্বতপ্রান্তের নানা স্থান হইতে আরও কতকগুলি মূর্ত্তি সংগ্রহ করতঃ ইহার সন্নিকটে স্থাপন করিয়াছে।

উল্লিখিত বুদ্ধ মূর্ত্তি তদঞ্চলমধ্যে বিশেষ একটী দর্শনযোগ্য পদার্থ বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়—ইহার মুখ এবং দেহেরও সামান্য কতিপয় অংশ অস্ত্রবিশেষের আঘাতে যেন বিনষ্ট হইয়াছে। বেদী সংলগ্ন ইহার পশ্চাৎবর্ত্তী প্রস্তরফলকের কারুকার্য্যে নির্ম্মাণ-কর্ত্তার বিশেষ শিল্পচাতুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। এই স্থান নিবাসী হিন্দুগণ উক্ত বুদ্ধ মূর্ত্তির ললাট ও বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধপুণ্ড্রকে বিভূষিত করিয়া রাখে।



কাওয়াডোল পর্ব্বত পাদদেশস্থ বিশাল বুদ্ধমূর্ত্তি (২২ পৃষ্ঠা)

এতদঞ্চলে ও অপরাপর দেশে যে সমস্ত মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়, তৎসমুদয়ের মধ্যস্থ অধিকাংশ প্রতিমূর্ত্তিরই সম্পূর্ণ মুখ বিনষ্ট কিংবা নাসিকা ছেদিত। ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বকালে প্রাচীন যুগের নির্ম্মিত মূর্ত্তি-সমুদয় সর্ব্বত্রই এইরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছে।

এই স্থানে কেবল যে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পর্কীয় নিদর্শন অবস্থিত এরূপ নহে; হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তিও যথেষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন—কাওয়া ডোল পর্ব্বতগাত্রে খোদিত চতুর্ভুজ বিশিষ্ট মহিষমর্দ্দিনী, দশভুজা দুর্গা ও গণেশ প্রভৃতি হিন্দু দেব দেবীর নানা আকার প্রকারের প্রতিমূর্ত্তিনিচয়। এতদ্ব্যতিরেকে উক্ত পর্ব্বতের অনতিদূরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে যে এক পাষাণ স্তূপ অবস্থিত, তদ্‌গাত্রে কতকগুলি গণেশমূর্ত্তি খোদিত আছে।

এই বৌদ্ধ তীর্থে বর্ণিত হিন্দু দেবমূর্ত্তি সমূহ কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা খোদিত হইয়াছিল ইহা জ্ঞাত হওয়া দুষ্কর। সম্ভবতঃ—বৌদ্ধধর্ম্ম অবনতিমুখে ধাবিত হইলে হিন্দুধর্ম্মের যে সময় পুনরুত্থান আরম্ভ হয়,—সেই সময় কোন কোন হিন্দু নৃপতি কিংবা ধর্ম্মপ্রচারক কর্ত্তৃক ঐ সমস্ত হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী মূর্ত্তি পর্ব্বতগাত্রে খোদিত হইয়া থাকিবে। যাহা হউক—খ্রীষ্টীয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে ক্রমশঃ সম্মিলন সাধিত হইয়াছিল, তাহা উক্ত দুই ধর্ম্মানুযায়ী মূর্ত্তির একত্র সমাবেশ পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায়।

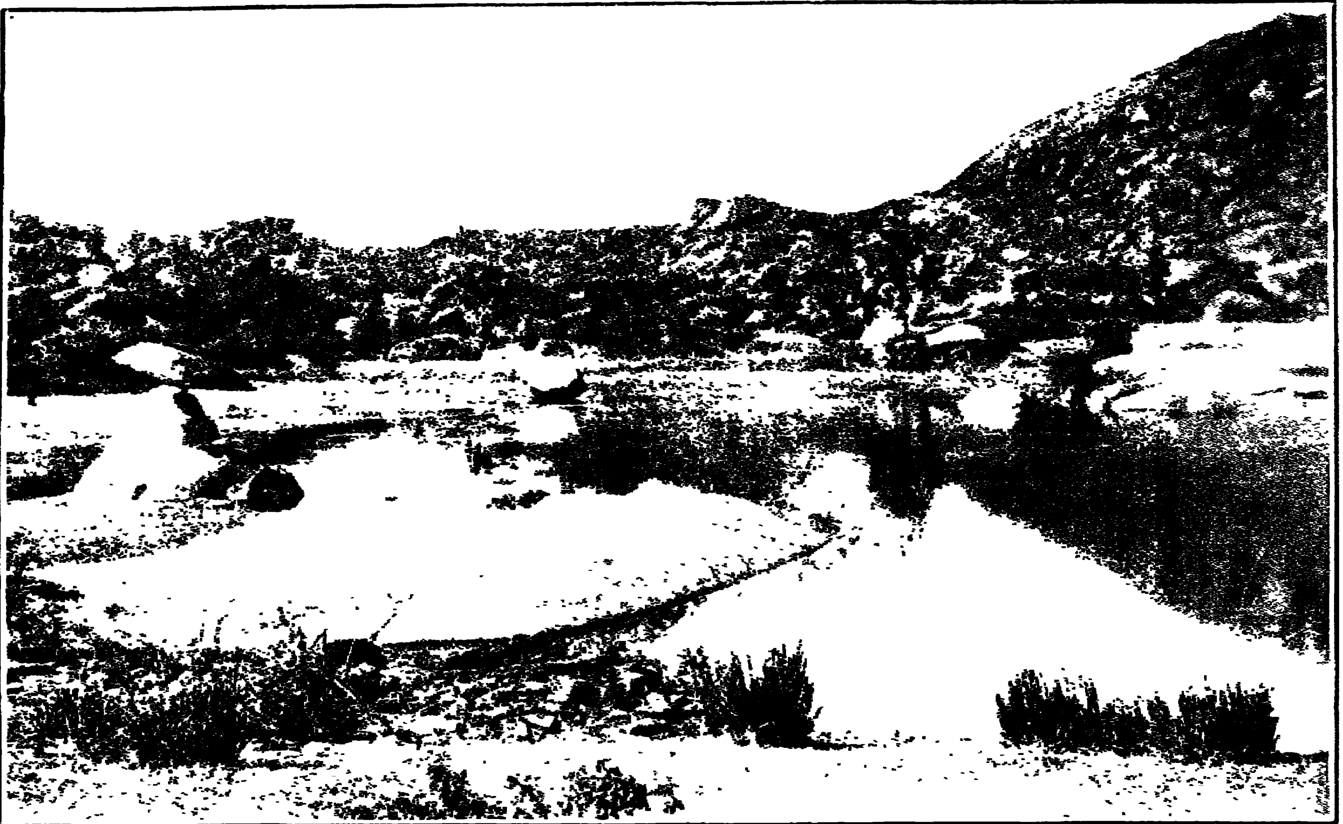
কাওয়া ডোল নামে খ্যাত বর্ণিত পর্ব্বতের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে ন্যূনকল্প দুইশত হস্ত দূরে—ইহার নাম সদৃশ যে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, তাহার অধিবাসী হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে অধিকাংশেই কৃষিকর্ম্ম ও ইক্ষুগুড় প্রস্তুত দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। গ্রামের উত্তর প্রান্তবর্ত্তী এক অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নদেশস্থ বেদীর উপর বহুসংখ্যক ভগ্ন প্রস্তর মূর্ত্তি ও কারুকার্য্যবিশিষ্ট পাষাণ খণ্ড পুঞ্জীভূত রহিয়াছে। পল্লীনিবাসী হিন্দুগণ সেই সমুদয়ে সিন্দূর প্রলেপ প্রদান পূর্ব্বক ভক্তিভরে পূজা করিয়া থাকে।

গ্রামস্থ হিন্দুগণের এইরূপ বিশ্বাস যে উক্ত ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি ও প্রস্তর-খণ্ডনিচয়ের একটীও এইস্থান হইতে অপসারিত করিলে গ্রামমধ্যে নানা প্রকার উৎপাত উপস্থিত হইবে; এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা সেই সমুদয়ের মধ্যস্থ কোন মূর্ত্তি কিংবা প্রস্তরখণ্ড কাহাকেও প্রদান করিতে স্বীকৃত হয় না। কিন্তু মুসলমান অধিবাসিগণ এই বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপন করে না, বরং তাহারা উহাতে সম্মতই হইয়া থাকে।

কাওয়াডোল-পর্ব্বতপৃষ্ঠে ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ জন্তু বাস করে বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। তাহার নিদর্শন স্বরূপ পর্ব্বতোপরি কখনও কখনও ব্যাঘ্র-শাবকাদির বিচরণ পরিলক্ষিত হয়। এবংবিধ শ্বাপদসঙ্কুল পর্ব্বতোপরি মধ্যাহ্নকালেও কোন ব্যক্তি সহজে যাইতে স্বীকার করে না। পল্লীবাসী লোকেরা কহে যে নিশাযোগে প্রায়শঃ পর্ব্বতস্থিত হিংস্র জন্তু পল্লী মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ উপদ্রব করে ও পালিত পশু হনন করে। এই জন্য তাহারা অধিকাংশ রজনীই একান্ত সন্ত্রস্তচিত্তে অতিবাহিত করে।



কাওয়াডোল পর্ব্বতগাত্রে খোদিত দেবমূর্ত্তি (২৩ পৃষ্ঠা)



"বরাবর" পর্ব্বতোপরি কিস্তী নামক সরোবর (২৬ পৃষ্ঠা)

বরাবর পর্ব্বত

গয়া জিলার মধ্যে প্রাচীন কীর্ত্তি-চিহ্নে পরিপূর্ণ যে সমুদয় পর্ব্বতমালা আছে, তন্মধ্যে "বরাবর" নামক পর্ব্বতটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। কতকগুলি উচ্চশৃঙ্গ বিশিষ্ট এই গিরিশ্রেণী "বেলা" গ্রাম হইতে আট মাইল দূরে পূর্ব্ব-বর্ণিত কাওয়াডোলের উত্তরপশ্চিমকোণে অবস্থিত। ইহার শৃঙ্গরাজির মধ্যস্থ উত্তর দিকের এক চূড়া "মূরলী" এবং দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী দুইটী চূড়ার মধ্যে একটী "সিদ্ধেশ্বর চূড়া" ও অপরটী "ষণ্ডগিরি" নামে জনসাধারণ কর্ত্তৃক অভিহিত হয়।

উক্ত সিদ্ধেশ্বর চূড়া নামক গিরিশৃঙ্গোপরি ক্ষুদ্রাকারের এক মন্দিরমধ্যে "সিদ্ধেশ্বরনাথ" নামে সুপ্রসিদ্ধ একটী লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সর্ব্ব-সাধারণের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস যে, উক্ত লিঙ্গমূর্ত্তিটী জাগ্রত; এবং কেহ কোন বিষয়ের মানস করিয়া ইহার শরণাপন্ন হইলে সে বিষয়ে নিশ্চয়ই তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণ এবং অন্যান্য বহুলোক স্বীয় পরিবারস্থ ব্যক্তিবিশেষের মঙ্গলকামনায় প্রায়শঃ এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক ভক্তিভরে উক্ত মহাদেবের পূজা অর্চ্চনা করে।

বর্ণিত সিদ্ধেশ্বরনাথ মূর্ত্তিখানি অতি প্রাচীন কাল অবধি এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়া পরম্পরাগত প্রবাদ প্রচলিত আছে; এবং ইহার

প্রমাণ স্বরূপ কথিত হয় যে, পুরাণোক্ত দ্বাপর যুগে বাণাসুর কর্ত্তৃক ইহা পূজিত হইয়াছিল। যাহা হউক উক্ত মহাদেব মূর্ত্তি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিল—ইহা এই স্থানের নিকটবর্ত্তী নাগার্জ্জুন পর্ব্বতগুহাস্থ নিদর্শন হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সিদ্ধেশ্বরনাথ নামে খ্যাত বর্ণিত মহাদেবমূর্ত্তি বহুকাল অবধি এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে।

প্রাগুক্ত সিদ্ধেশ্বর চূড়ার সন্নিকটে কতকগুলি বিচিত্র গুহা সহসাই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্থানীয় লোকে কহে যে, উক্ত গুহা নিচয় প্রায়শঃ দূরাগত সন্ন্যাসিগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া থাকে। একদা বুদ্ধদেব যে এক পর্ব্বত শিখরে অবস্থান পুর্ব্বক মগধ রাজ্যের বিষয়ে চিন্তারত হইয়াছিলেন—এইরূপ কথিত আছে; ইহাই যে সেই স্থান তাহা প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অবধারিত হইয়াছে। এই স্থানে সময়ে সময়ে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হয় বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়।

সিদ্ধেশ্বর চূড়ার দক্ষিণাংশের নিম্নদেশে শৈলমালা বেষ্টিত একটী মনোজ্ঞ বৃহৎ সরোবর আছে। এতদঞ্চলস্থ লোকে ইহাকে কিস্তী নামে অভিহিত করে। এই নির্জ্জন পর্ব্বতোপরি শৈলশৃঙ্গমালা ও বিকশিত কুমুদিনী-পরিশোভিত স্ফটিক তুল্য স্বচ্ছ সলিল-পূর্ণ জলাশয়—এই সমুদয়ের একত্র সমাবেশের দৃশ্য এরূপ মনোহর যে তাহা অবলোকন করিলে দর্শকের হৃদয় স্বতঃই বিমুগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু এবংবিধ শান্তিময় সুরম্য স্থান ব্যাঘ্রাদির উৎপাতের রঙ্গভূমিতে পরিণত। ঐ সমস্ত হিংস্র জন্তুর নিষ্ঠুর লীলার নিদর্শন প্রায়শঃই যে তথায় দৃষ্টিপথে পতিত না হয় এরূপ নহে। এই জন্য সাধারণতঃ লোকে সূর্য্যাস্তের পর ঐ স্থানে গমন করিতে সাহসী হয় না।

উল্লিখিত কিস্তী সরোবরের জল ভূমি ভেদকরিয়া পর্ব্বতের নিম্নদেশ হইতে একটী বারিধারা রূপে নির্গত হইয়াছে। এই ক্ষীণকায়া নাতিগভীরা স্রোতস্বতী সর্ব্বজন সমীপে পুণ্যতোয়া পাতালগঙ্গা নামে খ্যাত। ইহার



কর্ণচৌপর গুহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রস্তর নির্ম্মিত স্তূপ (২৮ পৃষ্ঠা)



সুদামা গুহা (২৮ পৃষ্ঠা)

সলিল গয়া জিলার প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত মধ্যাহ্ন কালেও সুশীতল অনুভূত হয়। স্থানীয় লোকে কহে, ইহার সলিল সর্ব্বদাই এইরূপ শীতল থাকে, কখনও তপ্ত হয় না।

পাতাল গঙ্গার স্নান উপলক্ষে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে বরাবর পর্ব্বত প্রান্তে এক মেলা হয়। তৎকালে এই জনমানব পরিত্যক্ত হিংস্র জন্তুর বিচরণ ভূমি বহুজন-সমাগমে কোলাহলে মুখরিত হয় বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

কিস্তী নামে খ্যাত প্রাগুক্ত তড়াগের দক্ষিণ দিকে, ন্যূনকল্পে পাঁচশত ফিট্ দীর্ঘ, একশত হইতে দুইশত ফিট্ পর্য্যন্ত বেধ বিশিষ্ট ও ত্রিশ হইতে পঁয়ত্রিশ ফিট্ উচ্চ এক পাষাণ খণ্ড আছে; তদ্‌গাত্রেই অত্রস্থ চারিটী প্রসিদ্ধ গুহা খনিত। উক্ত পাষাণ খণ্ডের উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী গুহা "কর্ণচৌবর" বা "কর্ণচৌপর" নামে খ্যাত। ইহার মধ্যভাগ এরূপ মসৃণ ও সুচিক্বণ যে, দর্পণ সদৃশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বেও ভারতশিল্পিগণ তাহাদিগের কার্য্যে কিরূপ সুনিপুণ ছিল, ইহা উক্ত গুহার অভ্যন্তরের কার্য্য দৃষ্টে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। কারণ, অতি কঠিন গ্রেনাইট্ শিলাগাত্র এই প্রকার মসৃণ ও চাকৃচিক্যশালী করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে; এবং এইরূপ দুরূহ কার্য্য অধুনা ভারতবর্ষে আর হওয়া সম্ভবপর কি না বলা দুষ্কর।

বর্ণিত গুহার প্রবেশপথের পশ্চিম কোণে মৃত্তিকায় প্রোথিত এক শিলাখণ্ডস্থ উৎকীর্ণ লিপি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে গুহাটী খনিত হইয়া খ্যাতনামা সম্রাট অশোকের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। গুহাদ্বারের পূর্ব্বদিকে কতকগুলি হিন্দু দেবমূর্ত্তি খোদিত আছে। কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা ঐ সমস্ত হিন্দু দেবমূর্ত্তি বৌদ্ধক্ষেত্রে খোদিত হইয়াছিল তাহা নির্দ্ধারণ করা দুষ্কর। সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের পতন হইলে এই স্থান হিন্দুগণের অধিকারভুক্ত হয়, এবং তৎকালেই ঐ সমস্ত মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছিল।

প্রাগুক্ত গুহার উত্তরপশ্চিম কোণে এক শিলা স্তূপ আছে; তাহা কোন মূর্ত্তি বিশেষের পাদপীঠ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার গাত্রস্থ তিন চারিটী কুলুঙ্গির মধ্যে নিম্নদেশস্থ দুইটী কুলুঙ্গিতে খোদিত মূর্ত্তির চিহ্ন লক্ষিত হয়। কিন্তু ইদানীং ঐ গুলি এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে যে, উক্ত মূর্ত্তিদ্বয়ের স্বরূপ নির্ণয় করা কঠিন।

যে দীর্ঘ শৈলখণ্ডের উত্তরদিকে উক্ত কর্ণচৌপর নামে খ্যাত গুহাটী খনিত, তাহার দক্ষিণ দিকের গাত্রদেশে দ্বিখণ্ডে বিভক্ত দুইটী গুহা আছে। ঐ দুইটীর মধ্যের পশ্চিম দিকস্থ গুহা সুদামা নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পশ্চাৎ-ভাগের প্রকোষ্ঠ প্রায় চক্রাকার। সম্মুখদিকের প্রকোষ্ঠে যে এক অগভীর কুলুঙ্গি লক্ষিত হয়, সম্ভবতঃ তাহা তৎসংলগ্ন এক অসম্পূর্ণ গুহার প্রবেশপথ নির্ম্মাণার্থ খোদিত হইয়া থাকিবে। গুহাটীর দ্বারদেশ মিসর দেশীয় দ্বারের অনুরূপ। গুহাদ্বারের পূর্ব্ব-পার্শ্বস্থ পালি অক্ষরে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, এই গুহাও অশোকের নামে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল।

উল্লিখিত সুদামা গুহার পূর্ব্বদিকে লোমশ ঋষির কন্দর নামে যে আর একটী গুহা অবস্থিত, তাহার খনন কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হয় নাই। গুহার অভ্যন্তরদেশে খনন-অস্ত্রের চিহ্ন অদ্যাপি স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়। ইহার ঊর্দ্ধদেশে একটী গভীর চিড় দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, গুহাটীর খনন কালে উক্ত চিড় বাহির হওয়াতে ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য স্থগিত হইয়াছিল। এই গুহার পশ্চাৎ দিকের প্রকোষ্ঠও আবিকল সুদামা গুহার প্রকোষ্ঠের ন্যায় প্রায় গোলাকৃতি, এবং প্রবেশ-পথও মিশর দেশীয় দ্বার সদৃশ। কিন্তু দ্বারের ঊর্দ্ধভাগ ধনুকাকৃতি; কেবল মধ্যভাগ ঈষৎ উন্নত। তন্নিম্নদেশে শ্রেণীবদ্ধ বহুসংখ্যক হস্তিমূর্ত্তি খোদিত আছে।

উক্ত হস্তিমূর্ত্তি সমূহের নিম্নদেশস্থ গুপ্ত নৃপতিগণের শাসন কালীন প্রচলিত অক্ষরে উৎকীর্ণ লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, অনন্তবর্ম্মা নামক মৌখরী বংশীয় মধ্যদেশের (যুক্ত প্রদেশ) জনৈক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী



'লোমশকন্দর" (২৮ পৃষ্ঠা)

নৃপতি কর্ত্তৃক উল্লিখিত গুহা-মধ্যে এক কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই গুহা এত আধুনিক নহে; প্রাগুক্ত সুদামা গুহারই সমকালীন— জেনারল কানিংহেমের এইরূপ মত। কারণ দ্বারদেশের ঊর্দ্ধাংশ ব্যতিরেকে সুদামা গুহার সহিত অপরাপর বিষয়ে লোমশ নামক এই গুহার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহাই নিরীক্ষণ করিয়া তিনি অনুমান করেন যে, খৃষ্টীয় তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শতাব্দীতে উক্ত গুহাদ্বারের ঊর্দ্ধভাগ বর্ত্তমান আকারে পরিণত করিয়া তাহাতে বর্ণিত শ্রেণীবদ্ধ হস্তিমূর্ত্তি ও তন্নিম্নে লিপি-গুলি খোদিত হইয়াছিল।

প্রাগুক্ত দীর্ঘ শৈলখণ্ডের পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী একটী প্রকাণ্ড পাষাণস্তূপে যে গুহাটী খনিত আছে, তাহা "বিশ্বঝোপড়া" বা "বিশ্বামিত্রের কুটীর" নামে প্রসিদ্ধ। ইহার সম্মুখ ভাগের প্রকোষ্ঠটী মাত্র মসৃণ ও সুচিক্কণ; পশ্চাৎ-দিকের প্রকোষ্ঠ তদ্রূপ নহে। বর্ণিত গুহাচতুষ্টয় তদঞ্চলনিবাসী জনসাধারণ কর্ত্তৃক "সাতঘরিয়া" নামে অভিহিত হয়।

এই পর্ব্বত "বরাবর" নামে খ্যাত হওয়ার সম্বন্ধে এবংবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে বিষ্ণুপুরাণের লিখিত ঊষার পিতা দৈত্যরাজ "বাণ" ইহাতে অবস্থান পূর্ব্বক পূর্ব্ব-বর্ণিত সিদ্ধেশ্বর নাথ নামক অত্রস্থ মহাদেবের কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার সেই প্রকার ক্লেশসহিষ্ণুতা ও অসীম ভক্তি দর্শনে মহাদেব ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তদীয় আকাঙ্ক্ষিত বর প্রদান করেন। এই কারণ বশতঃ পর্ব্বতটী "বাণবর" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল; কালক্রমে বাণবর নাম অপভ্রষ্ট হইয়া অধুনা বরাবর নামে অভিহিত হইয়াছে।

বেলা নামক গ্রামের পশ্চিম দিকে ন্যূনাধিক তিন মাইল দূরে "শোণপুর" নামে যে এক ক্ষুদ্র প্রাচীন গ্রাম আছে, ইহাই পুরাণোক্ত দৈত্যরাজ বাণের রাজধানী "শোণিতপুর"—এইরূপ কথিত হয়। এবং উক্ত গ্রামস্থ প্রান্তরের মধ্যবর্ত্তী বিকীর্ণ ইষ্টকরাশি ও একটী প্রাচীরের যৎসামান্য বিধ্বস্ত অংশকে বাণাসুর-দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া স্থানীয়

লোকে নির্দ্দেশ করে। এই বিষয়ের সত্যতা নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর কি না, বলা দুষ্কর।

উক্ত বিকীর্ণ ইষ্টক রাশির মধ্যে একটী প্রাচীন অতি ক্ষুদ্রাকারের ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ আছে। গ্রামস্থ লোকে ইহাকে জনৈক পীরের দরগাহ্ কহে। এই দরগাহ্ কাহার এবং কোন্ সময়ে নির্ম্মিত তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না।

নাগার্জ্জুন পর্ব্বত

ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত "বরাবর" পর্ব্বত শ্রেণীর অন্তর্ব্বর্ত্তী সিদ্ধেশ্বর চূড়া নামক শৃঙ্গের পূর্ব্বদিকে ন্যূনাতিরেক অর্দ্ধ মাইল দূরে, যে দুইটী শৈলমালা দৃষ্টিগোচর হয়, উহা "নাগার্জ্জুন" গিরি নামে খ্যাত; এবং "বরাবর" পর্ব্বত শ্রেণী মধ্যেই পরিগণিত।

উক্ত শৈলমালার মধ্যে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত গিরিশ্রেণীর উত্তরাংশের এক ক্ষুদ্র শিখরে দুইটী গুহা আছে। এতদ্ব্যতিরেকে ইহার দক্ষিণ ভাগে "গোপিকা" নামক যে আর একটী বৃহৎ গুহা লক্ষিত হয়, ইহা সমতল ভূমি হইতে কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ ফিট্ উচ্চ হইবে এবং ইহাতে আরোহণ করিবার জন্য অযত্নে নির্ম্মিত এক প্রস্তর সোপান-শ্রেণী পরিদৃষ্ট হয়। গুহাটীর দ্বারদেশ বৃক্ষলতাদিতে আচ্ছন্ন এবং পূর্ব্বকালের এইস্থান-নিবাসী জনৈক মুসলমান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এক "ইদ্‌গার" প্রাচীরে ইহা এরূপ প্রচ্ছাদিত হইয়াছে যে এক্ষণে স্পষ্টরূপে ইহাকে লক্ষ্য করাই দুষ্কর।

ভুবন বিখ্যাত সম্রাট অশোকের পুত্র নৃপতি দশরথ পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক বর্ণিত গুহা আজীবক সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীদিগকে দান করিয়াছিলেন, এবং তৎসঙ্গে "যাবৎ চন্দ্র দিবাকরৌ" উহাতে বাস করিবার জন্য অনুমতি দান করেন,—গুহাদ্বারের ঊর্দ্ধদেশস্থ শিলালিপিতে এই প্রকারের উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতিরেকে উক্ত গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ আরও

কতকগুলি লিপি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, অনন্তবর্ম্মা নামক মধ্যদেশের (যুক্ত প্রদেশ) হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী কোন নৃপতি এই গুহামধ্যে কাত্যায়নী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইহার সেবা-পূজার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য দেবোত্তর স্বরূপ এক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের পতনকালে এই স্থান যে হিন্দুগণের করায়ত্ত হইয়াছিল এই বিষয় শেষোক্ত লিপি হইতে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।

উল্লিখিত পর্ব্বতের উত্তরদিকে একটী অনতি-উচ্চ শৈলমালার পৃষ্ঠদেশে যে দুইটী গুহা অবস্থিত, তাহার দক্ষিণ দিকে দুইটী উন্নত মঞ্চ আছে। জেনারল কনিংহাম অনুমান করেন যে, পূর্ব্বে তদুপরি এক বৌদ্ধ বিহার ছিল। উক্ত মঞ্চদ্বয়ের ঊর্দ্ধদেশস্থ ভগ্ন প্রস্তর স্তম্ভ সমূহ ও বিকীর্ণ চতুষ্কোণ প্রস্তর-খণ্ড এবং এই স্থানের বর্ত্তমান অধিকারী মুসলমানগণের উক্তিও জেনারল্ কানিংহামের অনুমান সমর্থন করে।

এই স্থানে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ বহুসংখ্যক ইষ্টকরাশি ও কারুকার্য্য বিশিষ্ট ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তৎসমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, কোন এক সময়ে এই স্থান সৌধমালায় পরিপূর্ণ ছিল।

পশ্চিম দিকের এক শিলাবিদার মধ্যে একটী অতি ক্ষুদ্র-দ্বার-বিশিষ্ট গুহা আছে; ঐ দ্বারের পরিসর ২ বা ২½ ফিটের অধিক হইবে না। উক্ত গুহা অপরাপর গুহা নিচয় হইতে দূরে ও পৃথকভাবে অবস্থিত, এবং প্রস্তর-রাশিতে এরূপ প্রচ্ছাদিত যে, সহজে তাহা লক্ষিত হয় না।

বর্ণিত পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত সর্ব্বশেষ গুহাটীর অভ্যন্তরভাগ অতীব মসৃণ ও সুচিক্কণ। ইহার সম্মুখে খিলান করা ছাদ বিশিষ্ট এক দ্বার-মণ্ডপ ও তৎপূর্ব্বভাগে এক কূপ আছে। উক্ত দ্বারমণ্ডপের গাত্রস্থ শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ঐ গুহা "বাপিকা" নামে খ্যাত। গুহাবাসি-গণের জলাভাব নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে কূপসমন্বিত গুহাটী নির্ম্মিত করিয়া সম্ভবতঃ ইহার উল্লিখিত নাম প্রদত্ত হইয়া থাকিবে।

নাগার্জ্জুন নামক বর্ণিত পর্ব্বতমালায় অবস্থিত গুহানিচয় বহুকাল অবধিই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী যোগী ও সন্ন্যাসিগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল বলিয়া পরবর্ত্তী কালের অত্রস্থ শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায়। খৃষ্টীয় তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শতাব্দীতে "শার্দ্দূল বর্ম্মা" ও "অনন্ত বর্ম্মা" নামক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে দীক্ষিত মধ্যদেশের (অধুনা যুক্তপ্রদেশ নামে খ্যাত) নৃপতিদ্বয় কর্ত্তৃক খোদিত এই স্থানের তিনটী-গুহাগাত্রস্থ হিন্দু দেবমূর্ত্তি নিচয় এই বিষয়ের প্রমাণ আরও দৃঢ়ীভূত করে।

কথিত আছে যে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ কালে যোগানন্দ নামক জনৈক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সাধক এই পর্ব্বতে অবস্থান পূর্ব্বক দৈত্যরাজ বাণের ন্যায় বরাবর পর্ব্বতস্থিত সিদ্ধেশ্বরনাথ মহাদেবের তপস্যা করিয়াছিলেন। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রাগুক্ত "বাপিকা" গুহাস্থ নিদর্শন হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধযুগে ভুবন বিখ্যাত নৃপতি কণিষ্কের প্রায় সমসাময়িক, সিদ্ধ নাগার্জ্জুন নামক রসায়ন শাস্ত্রে পারদর্শী জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। উক্ত শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তির সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তিনি দ্রব্য-বিশেষ-সংযোগে তাম্রাদি ধাতুকে স্বুবর্ণে পরিণত করিতে সক্ষম ছিলেন। এতদ্ব্যতিরেকে নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য সম্মিলিত করিয়া এবংবিধ আশ্চর্য্য জীবনপ্রদ ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারগ ছিলেন যে, তাহার প্রভাবে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ ও পুনর্যৌবন লাভ করিয়া শতাধিক বর্ষ জীবিত থাকিত। এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে তৎকর্ত্তৃক বিরচিত "সিদ্ধ নাগার্জ্জুন কক্ষপুট" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। উক্ত স্বনামখ্যাত সিদ্ধ পুরুষ, একদা উল্লিখিত গুহা সমুদয়ের মধ্যস্থ কোন একটীতে বাস করিয়াছিলেন; এইজন্য বর্ণিত শৈলমালা তদীয় নামানুসারে "নাগার্জ্জুন" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে,— এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।



ধরাওত পর্ব্বতপ্রান্তে আজানু প্রোথিত অবলোকিতমূর্তি

(৩৭ পৃষ্ঠা)

ধরাওত

গয়াজিলার অন্তর্গত যে সমস্ত জনপদ প্রাচীন কীর্ত্তিচিহ্নে পরিপূর্ণ, তন্মধ্যে "ধরাওত" নামক পুরাতন গ্রামটীও অন্যতম। এই গ্রাম "বরাবর" পর্ব্বত শ্রেণীর অনতিদূরে উক্ত জিলার অন্তঃপাতী জাহানাবাদ উপ-বিভাগের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। গ্রামটীর দক্ষিণ দিগ্‌বর্ত্তী এক পর্ব্বত-মালার উত্তরদিকের ক্রমনিম্নদেশে যে সমুদয় বিধ্বস্ত নিকেতনাদির চিহ্ন বিদ্যমান আছে, সেই সমস্তই প্রাচীন কালের সুপ্রসিদ্ধ "গুণমতি" নামক বিহারের ভগ্নাবশেষ বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করেন।

উক্ত বিহারের সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, পূর্ব্বকালে মাধব নামক জনৈক বৌদ্ধধর্ম্মদ্বেষী খ্যাতনামা হিন্দু পণ্ডিত এতদঅঞ্চলে বাস করিতেন। তাঁহার দুর্জ্জয় প্রতাপ ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি ঘোর বিদ্বেষের কথা ক্রমশঃ ভারতবর্ষময় প্রচারিত হইলে সেই কথা দক্ষিণভারত-নিবাসী অদ্বিতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত গুণমতি নামক শ্রমণের কর্ণগোচর হয়। উহা শ্রবণ করিয়া উক্ত শ্রমণ এই প্রদেশে আগমনপূর্ব্বক বিচারার্থে মাধবকে আহ্বান করেন।

গুণমতির পাণ্ডিত্যের বিষয় পূর্ব্বাবধিই সর্ব্বত্র খ্যাত ছিল; তাঁহার নাম শ্রবণে মাধবের অন্তঃকরণে বিচারে পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা উদ্রেক হওয়াতে তিনি কোন প্রকারে বিচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকেন। তদুদ্দেশ্যে তিনি উক্ত শ্রমণের অদ্ভুত বেশ

ও মুণ্ডিত মস্তক লক্ষ্য করিয়া অবজ্ঞার সহিত তাঁহাকে বিতাড়িত করিতে প্রয়াস পান।

মাধবের এইরূপ দুরভিসন্ধিজড়িত ধৃষ্টতা লক্ষ্য করিয়া গুণমতি অত্রদেশস্থ নৃপতির নিকট এই বিষয়ের বিচারপ্রার্থী হইলে, রাজাজ্ঞানুসারে মাধব বিচারে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হন; এবং একাদিক্রমে ছয় দিবস পর্য্যন্ত বাদানুবাদান্তে গুণমতি কর্ত্তৃক বিচারে পরাভূত হইয়া তিনি রক্তবমন পূর্ব্বক ইহলীলা সংবরণ করেন। মাধবের সহিত বিচারে গুণমতির বিজয় লাভে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ উক্ত শ্রমণের নামসমন্বিত উল্লিখিত বিহার প্রস্তুত করাইয়া সমারোহে তাহার প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্ণিত গুণমতি নামক তৎকালের প্রসিদ্ধ এই বিহার বহুসংখ্যক উচ্চ চূড়ায় সুশোভিত এবং একটী পর্ব্বতের ক্রমনিম্নদেশের সম্মুখভাগে উচ্চ প্রাচীরবেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত ছিল বলিয়া খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউএনৃতসেঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ আছে।

ধরাওত গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত পর্ব্বতশ্রেণীর ক্রমনিম্ন-দেশস্থ এক বৃহৎ নিকেতনের ধ্বংসাবশেষ খনন কালে জেনারল কনিংহাম্ লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, উহা হিউএনৃতসেঙ্গ কর্ত্তৃক বর্ণিত বিহারেরই অবিকল অনুরূপ। ঐ বিধ্বস্ত নিকেতনের পশ্চাৎ ভাগ পর্ব্বতের সম্মুখ দিকে অবস্থিত এবং উহা প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল।

উক্ত চৈনেয় পরিব্রাজকের বর্ণিত গুণমতি বিহারের সহিত তাহার এবংবিধ সামঞ্জস্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহাই বৌদ্ধযুগের প্রাগুক্ত প্রসিদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অবধারিত হয়। ঐ সমস্ত ভগ্নাবশেষ খনন করিবার কালে তথা হইতে বহুসংখ্যক প্রস্তরমূর্ত্তি উদ্ধৃত হইয়াছিল—এইরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়।

উল্লিখিত পর্ব্বতের পাদদেশে ৬০ ফিট্ দীর্ঘ যে এক বিহারের চিহ্ন লক্ষিত হয়, ইহার পশ্চিম দিকে ন্যূনাতিরেক চারিশত হস্ত দূরে প্রায় পাঁচশত



ধরাওত-পর্ব্বত পাদদেশে শ্রেণীবিন্যস্ত কতিপয় মূর্ত্তি (৩৭ পৃষ্ঠা।)

হস্ত দীর্ঘ আর একটা মঞ্চ আছে। বহুসংখ্যক প্রস্তরমূর্ত্তি একদা তদুপরি অবস্থিত ছিল; পল্লীবাসিগণ তথা হইতে সেই সমুদয় মূর্ত্তি আনয়নপূর্ব্বক গ্রামস্থিত হিন্দু দেবমন্দিরে স্থাপিত করিয়াছে বলিয়া স্থানীয় লোকে কহে।

অত্রস্থ বিহারাদি কালবিবর্ত্তনে বিনষ্ট হওয়ার পরও ঐ সমস্তের যাহা কিছু বিধ্বস্ত অংশ বিদ্যমান ছিল, তাহা গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া উহার ইষ্টকাদি গ্রহণপূর্ব্বক নিজ নিজ গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যবহার করিয়াছে। অধুনা কতকগুলি ভিত্তিখাত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টকরাশি ব্যতীত উল্লিখিত প্রাচীন বিহারাদির আর কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হয় না।

পর্ব্বতশিখরদেশে বৌদ্ধযুগের কতকগুলি গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ, একটী ক্ষুদ্রাকারের ভগ্ন মন্দির এবং এতদ্ব্যতিরিক্ত তিনটী ইষ্টক নির্ম্মিত ভিত্তি দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়। মন্দির দুইটী নবম কিংবা দশম শতাব্দীতে নির্ম্মিত এবং স্তূপটী ন্যূনকল্পে খৃষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দীর বলিয়া জেনারল কনিংহাম অনুমান করেন।

পর্ব্বতের উত্তর প্রান্তে এক প্রকাণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত নরমূর্ত্তি আজানু মৃত্তিকাতে প্রোথিত আছে। ইহার শীর্ষদেশে একখানি ক্ষুদ্রাকারের ধ্যানী বুদ্ধ-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া ইহা বুদ্ধদেবের শিষ্য অবলোকিতের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া অবধারিত হয়। সম্ভবতঃ এই মূর্ত্তি উদ্ধারের জন্য কোনও এক সময়ে চেষ্টা করা হইয়া থাকিবে; কিন্তু কোন কারণ বশতঃ আর উদ্ধৃত না করিয়া মূর্ত্তিটী এই অবস্থাতেই পরিত্যক্ত হইয়াছে—ইহার বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এইরূপ অনুমান করা যায়। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি পর্ব্বতগাত্র-অবলম্বনে বর্ণিত মূর্ত্তির অল্পদূরেই শৈলমালার পাদদেশে স্থাপিত আছে। ঐ সমুদয় মূর্ত্তিও এইস্থান হইতেই উদ্ধৃত হইয়া থাকিবে বলিয়া বোধ হয়।

প্রাগুক্ত পর্ব্বতের উত্তর দিকে "চন্দ্রখুর" (চন্দ্রপুকুর) বা চন্দ্রতাল নামে খ্যাত দুই সহস্র ফিট্ দীর্ঘ পাঁচশত ফিট্ প্রস্থ এক সুবিখ্যাত দীর্ঘিকা আছে। ইহার সম্বন্ধে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

পূর্ব্বকালে চন্দ্রসেন নামক জনৈক নৃপতি এই প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। কোন কারণ বশতঃ তদীয় ভাগিনেয়ের সহিত মনোমালিন্য ঘটিলে উভয়ের মধ্যে তুমূল সংগ্রাম আরম্ভ হয়। রাজা চন্দ্রসেন তাঁহার ভগিনী-তনয়কে সমর প্রাঙ্গণে নিহত করিয়া সংগ্রামে জয় লাভ করেন বটে ; কিন্তু যে অস্ত্রের দ্বারা সহোদরাপুত্রের প্রাণ সংহার করেন, তাহা হস্ত হইতে স্খলিত না হওয়াতে বিষম চিন্তান্বিত অন্তরে দিন যাপন করিতে থাকেন। এমন সময়ে এক দিবস অকস্মাৎ এক তৃষ্ণাতুরা ধেনু রাজার সমীপে উপস্থিত হইলে, রাজা তাহাকে তৃষ্ণায় কাতর অবলোকন করিয়া একটী বারিপূর্ণ পাত্র তাহার সম্মুখে স্থাপন করেন। ঐ গাভী পাত্র নিঃশেষ করিয়া জল পান পূর্ব্বক প্রস্থান করিবা মাত্র রাজার হস্ত হইতে স্বতঃই উক্ত অস্ত্র স্খলিত হয়।

দৈববশতঃ রাজা এই রূপে প্রাগুক্ত মহাবিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করাতে, এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনার স্মারকচিহ্নস্বরূপ এক দীর্ঘিকা খনন করাইতে মনস্থ করেন। তদনুসারে তিনি স্বীয় বাসনা মন্ত্রীর নিকট জ্ঞাপন পূর্ব্বক আদেশ করেন যে, রাজকীয় অশ্বকে বন্ধনবিমুক্ত করিলে যে পরিমাণ ভূমিখণ্ড ঐ তুরঙ্গ পরিক্রমণ করিবে, তৎস্থলেই এক দীর্ঘিকা খনন করিতে হইবে।

রাজার এবংবিধ আদেশ শ্রবণ করিয়া মন্ত্রী উদ্বিগ্ন চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন—যদি অশ্ব সম্ভবাতিরিক্ত ভূমি পরিক্রমণ করে, তবে তাহার কি প্রতিবিধান করা যাইবে ? অনেক চিন্তার পর সুচতুর রাজ-সচিব পর্ব্বতমালা-বেষ্টিত ধরাওতগ্রামের এই স্থান নির্ব্বাচন পূর্ব্বক রাজকীয় তুরঙ্গ বন্ধনবিমুক্ত করেন। কথিত আছে যে, উক্ত তড়াগ তটে যে একটী অতি প্রাচীন মন্দির দৃষ্টিগোচর হয় সেই স্থান হইতেই ধাবনার্থ অশ্ব বিমোচিত হইয়াছিল।

প্রাগুক্ত উপায়ে দীর্ঘিকা খননার্থ স্থান নির্দ্ধারিত হইলে, পরদিন প্রত্যূষে সর্ব্বপ্রথমে রাজা স্বয়ং পাঁচঝুড়ি পরিমাণ মৃত্তিকা তথা হইতে খনন পূর্ব্বক ঐ মৃত্তিকা স্বয়ং বহন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন। তদনন্তর সমস্ত রাজকর্ম্মচারী একাদিক্রমে তদ্রূপ করিতে থাকেন। কেবল এক ব্যক্তি উক্তকার্য্য হইতে

নিরস্ত থাকায়, তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর প্রদান করে যে—আমি ক্ষত্রিয়, অস্ত্র বহন করা আমার ব্যবসায়, মৃত্তিকা বহন করা আমার কর্ম্ম নহে। তাহার এবংবিধ উক্তি শ্রবণে রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া এক লিপি সহিত তাহাকে সিংহল-মহীপের নিকট প্রেরণ করেন।

ঐ ব্যক্তি সিংহলে উপস্থিত হইয়া তৎপ্রদেশস্থ রাজসমীপে নৃপতি চন্দ্র সেনের লিপি প্রদান করিলে, তিনি তাহাকে একটী শিলা-স্তম্ভ প্রদান পূর্ব্বক এইরূপ আদেশ করেন যে, স্তম্ভটী বহন করিয়া নিশাশেষের কুক্কুটরবের পূর্ব্বে রাজা চন্দ্রসেনের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। এই আদেশ সহ একটী পাষাণস্তম্ভ প্রাপ্ত হইয়া ঐ ব্যক্তি সিংহল দ্বীপ হইতে প্রত্যাগমন করিতে থাকে। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য বশতঃ ধরাওতের অল্পদূরে উপস্থিত হওয়া মাত্র অকস্মাৎ ঊষার পূর্ব্বসূচক কুক্কুটরব ঘোষিত হয়, এবং তৎসঙ্গেই উক্ত পাষাণস্তম্ভ তাহার স্কন্ধদেশ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূমিতে পতিত হয়। শত চেষ্টা করিয়াও আর সে উহা উত্তোলন করিতে সক্ষম হয় নাই।

ধরাওতের পূর্ব্বদিকে ন্যূনাতিরেক আট মাইল দূরে, ফল্গু নদীর তীর-দেশস্থ "লাঠ" নামক গ্রামের প্রান্তরে ৫৩॥ ফিট্ দীর্ঘ ও ৩ ফিট ব্যাসের যে এক প্রকাণ্ড পাষাণস্তম্ভ অধুনা পতিত রহিয়াছে, ইহাই সেই স্তম্ভ বলিয়া কথিত আছে। ইহাও জ্ঞাত হওয়া যায় যে, এই গ্রাম মধ্যে উক্ত স্তম্ভ পতিত থাকা বশতঃ গ্রামটীও তাহার নামানুসারে "লাঠ" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ণিত স্তম্ভকে পল্লীবাসিগণ "লাঠ গোঁসাই" বলিয়া ভক্তিভরে পূজা করে।

ধরাওত গ্রাম মধ্যস্থ "চন্দ্রখুর" বা "চন্দ্র তাল" নামে প্রসিদ্ধ সরোবরের উত্তর পূর্ব্ব কোণে যে দুইটী আধুনিক মন্দির বর্ত্তমান, তাহার অল্পদূরবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র মন্দিরের অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। ঐ সমুদয় মূর্ত্তির অধিকাংশই গ্রামমধ্যস্থ পর্ব্বত প্রান্ত হইতে আনীত বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। মূর্ত্তি নিচয়ের মধ্যস্থ কাত্যায়নী দেবীর মূর্ত্তিখানিই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত এবং প্রণিধান যোগ্য। এই হিন্দু শক্তিমূর্ত্তি যে পাষাণখণ্ডে নির্ম্মিত,

তদ্গাত্রে বৌদ্ধধর্ম্মের আদেশবাণীও উৎকীর্ণ রহিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি কালে ইহা যে তন্ত্রানুযায়ী হিন্দুধর্ম্মের সহিত ক্রমশঃ সম্মিলিত হইয়াছিল, উক্ত মূর্ত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিলে সেই বিষয়ে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে।

পূর্ব্বোক্ত দুইটী মন্দিরের মধ্যদেশে বুদ্ধভক্ত অবলোকিতের দ্বাদশভুজ-বিশিষ্ট এক বিশাল প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহার শীর্ষদেশে ক্ষুদ্র এক বুদ্ধমূর্ত্তি এবং দুই পার্শ্বে দুই নারীমূর্ত্তি অবস্থিত। সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক ইহা ভৈরবনাথ নামে অভিহিত হইয়া থকে।



দাপ্‌থু-গ্রাম প্রান্তরের একটী ভগ্নগৃহের অভ্যন্তরদেশ (৪১ পৃষ্ঠা)



দাপ্‌থু-গ্রামের প্রান্তরস্থ একটী প্রাচীন ভগ্নগৃহ (৪১ পৃষ্ঠা)

দাপ্‌থু

"লাঠ" নামক যে গ্রামের বিষয় পূর্ব্ব-প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে; তাহা-হইতে ন্যূনাধিক দুই মাইল দূরে, পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে গমন করিলে "দাপ্‌থু" নামে খ্যাত এক প্রাচীন গ্রামে উপস্থিত হওয়া যায়। উক্ত গ্রামমধ্যস্থ বৃক্ষ-মূলে এবং প্রান্তর প্রভৃতি নানা স্থানে শিবশক্তি, গণেশ ও বুদ্ধ প্রভৃতির নানা আকার প্রকারের বহু সংখ্যক প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

গয়া জিলার অন্তঃপাতী প্রায় সমস্ত স্থানেই বৌদ্ধ ও হিন্দু দেব-মূর্ত্তিসমূহ একত্রে সমাবেশিত দৃষ্টিপথে পতিত হয়। কোন স্থানেও কেবল-মাত্র বৌদ্ধ মূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয় না। ইহাতে সম্ভাবিত হয় যে,—বৌদ্ধধর্ম্মের পতন হইলে যে সমুদয় জনপদে বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তথায় হিন্দু-দেবমূর্ত্তি নিচয় এইরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।

প্রাগুক্ত মূর্ত্তিসমূহ ব্যতিরেকে পল্লীর পার্শ্ববর্ত্তী প্রান্তর-মধ্যে দুইটী অমার্জ্জিত ভাবে নির্ম্মিত প্রস্তর নিকেতনের ভগ্নাবশেষ অবস্থিত। ঐ দুইটী ভগ্নগৃহে ইদানীন্তনকালীন প্রথা অনুসারে নির্ম্মিত নিকেতনাদির ন্যায় কারু-কৌশল কিংবা যাবনিক স্থাপত্যকর্ম্মের কোন লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় না। যে কতিপয় ভগ্নস্তম্ভ এই স্থানে পতিত রহিয়াছে, তদ্গাত্রেও প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী সামান্য কারুকার্য্যই পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে অনুমিত হয় যে, গৃহ দুইটী আধুনিক নহে, প্রাচীনকালে নির্ম্মিত।

এই জনপদে অবস্থিত মূর্ত্তিনিচয়-মধ্যে অধিকাংশই, বর্ণিত দুইটী ভগ্ন নিকেতনের অভ্যন্তরে ও সমীপে স্থাপিত আছে। সেই সমস্তের মধ্যে শঙ্খচক্র-গদা-পদ্মধারি চতুর্ভুজবিশিষ্ট দুইটী প্রকাণ্ড নারায়ণ মূর্ত্তি এবং তৎতুল্য আকৃতির যে এক দ্বিভুজমূর্ত্তি আছে—এই তিনটী মূর্ত্তিই উল্লেখ-যোগ্য। কারণ এই স্থানে অবস্থিত মূর্ত্তিনিচয়ের মধ্যে উক্ত মূর্ত্তিত্রয়ই সর্ব্বাপেক্ষা সুচারুরূপে নির্ম্মিত এবং আকারে বৃহৎ।

তথাকথিত বিষ্ণু-মূর্ত্তিদ্বয়ের শিরস্ত্রাণ তিব্বত দেশীয় বৌদ্ধধর্ম্ম যাজক লামাগণের শিরস্ত্রাণের অনুরূপ। এবংবিধ শিরভূষণে ভূষিত আরও কতিপয় মূর্ত্তি গয়া জিলার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিভুজ বিশিষ্ট যে মূর্ত্তির বিষয় উল্লেখ করা হইল, ইহার বাহুদ্বয় কফোনী পর্য্যন্ত ভগ্ন ; সম্ভবতঃ ইহাও বুদ্ধমূর্ত্তি হইবে। এই মূর্ত্তি প্রাগুক্ত দুইটী প্রস্তর নির্ম্মিত নিকেতনের ভগ্নাবশেষ মধ্যস্থ একটীর পশ্চাৎবর্ত্তী প্রাচীর বেষ্টনী-মধ্যে অবস্থিত। ইহার উভয় পার্শ্বে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রাকারের প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। সেই সমুদয়ের মধ্যস্থ অধিকাংশ মূর্ত্তিই ক্ষয় প্রাপ্ত কিংবা ভগ্ন। উক্ত মূর্ত্তি এবং পূর্ব্বে যে দুইটী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহা আয়তনে প্রায় মানবাকৃতির তুল্য হইবে।

প্রাগুক্ত দুইটী প্রস্তর-নির্ম্মিত নিকেতনের ভগ্নাবশেষ-মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র প্রান্তরের মধ্যে শিরোপরি-ছত্রবিশিষ্ট, পদ্মাসনে আসীন একটী বুদ্ধমূর্ত্তি অবস্থিত। একটী প্রস্তর ফলক খোদিত করিয়া তদ্গাত্রে ইহাকে নির্ম্মিত করা হইয়াছে। উক্ত মূর্ত্তি আয়তনে জানু হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এক হস্তের কিঞ্চিদধিক উচ্চ হইবে। ইহার পশ্চাৎদিকে অল্প দূরে প্রায় এক হস্ত পরিমিত উচ্চ একটী লিঙ্গমূর্ত্তি এক গোলাকৃতি পীঠোপরি স্থাপিত আছে।

পল্লী-মধ্যবর্ত্তী এক সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে অতি সুদৃশ্য চতুর্ভুজ-বিশিষ্ট যে এক প্রস্তর-নির্ম্মিত নারী বিশেষের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, উহা এই জনপদ-মধ্যে বিশেষ একটী দ্রষ্টব্য এবং প্রণিধানযোগ্য পদার্থ। এই মূর্ত্তির কারু-কৌশল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহা সহজেই উপলব্ধি হয় যে,



দাপ্থুর প্রান্তরস্থ ভগ্নগৃহের পাশ্চাৎবর্ত্তী প্রকাণ্ড নারায়ণ মূর্ত্তি (৪২ পৃষ্ঠা)



দাপ্থুর প্রান্তরস্থ একটী প্রাচীন গৃহের ভগ্নাবশেষ (৪১ পৃষ্ঠা)

ইহার নির্ম্মাণকর্ত্তা ভাস্কর বিদ্যায় একজন সুদক্ষ পুরুষ ছিল। বাস্তবিক—এই মূর্ত্তিটীর শিল্পচাতুর্য্য প্রশংসনীয়।

উল্লিখিত মূর্ত্তিকে গ্রামনিবাসী জনসাধারণে 'রাণী-মূর্ত্তি আখ্যা প্রদান করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা কি মূর্ত্তি তাহা অবধারণ করা বিশেষজ্ঞ ব্যতিরেকে অন্যের পক্ষে দুষ্কর। ইহার হস্ত চতুষ্টয়ের মধ্যে দক্ষিণ দিকের এক হস্ত ভগ্ন, অপর হস্তে কোন দ্রব্য নাই। বাম দিকের এক করে গ্রন্থ সদৃশ দ্রব্য বিশেষ, এবং অপর করে একখানি ঘট ধৃত রহিয়াছে। মূর্ত্তিটীর পাদপীঠোপরি দুই পার্শ্বে দুইটী ক্ষুদ্রাবয়ব নারী-মূর্ত্তি নির্ম্মিত আছে।

ইদানীং পল্লীনিবাসী লোকেরা উক্ত মূর্ত্তিকে অনর্থক বস্ত্র পরিধান করাইয়া ইহার কারুকার্য্যের সৌন্দর্য্য বিনষ্ট করিয়াছে। এইরূপে বস্ত্র পরিধান করাইবার উদ্দেশ্য যে কি—তাহা নির্ণয় করা যায় না। কারণ বর্ণিত মূর্ত্তি নগ্ন নহে।

তথা-কথিত রাণী মূর্ত্তির আলোক-চিত্র গ্রহণ করিবার জন্য, তদ্গাত্রস্থ অনাবশ্যক বসনখানি অপসারিত করিবার জন্য সেই স্থানে উপস্থিত ব্যক্তি-গণকে অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু ঐ অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। তাহারা এবংবিধ আপত্তি উত্থাপনপূর্ব্বক এই বিষয়ে অস্বীকৃত হয় যে, গ্রামনিবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যখন বস্ত্র পরিধান করাইয়া ইহার পূজা করিয়াছে, তখন ইহার অঙ্গবাস উন্মোচন করা সঙ্গত নহে। তদ্রূপ করিলে পাপগ্রস্ত হইতে হইবে।

অত্রস্থ ব্যক্তিগণকে অর্থ প্রদানের প্রলোভন প্রদর্শনপূর্ব্বক, নানা-প্রকারে বুঝাইয়া উক্ত বিষয়ে বহু প্রয়াস করা সত্বেও, তাহাদের মত পরি-বর্ত্তনের কোন লক্ষণ পরিদৃষ্ট না হওয়াতে—অশিক্ষিত গ্রাম্য ব্যক্তিগণকে বৃথা বুঝান পণ্ডশ্রম বিবেচনায় মূর্ত্তিটী যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থাতেই ইহার আলোক-চিত্র গ্রহণ করা হয়; এবং তাহা হইতে মুদ্রিত চিত্র এই পুস্তকে প্রদত্ত হইল।

উপরে যে নারী মূর্ত্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সম্মুখবর্ত্তী পল্লী-পথের অপর পার্শ্বে অল্পদূরে প্রান্তরের সমতল এক গোলাকৃতি পাদপীঠোপরি মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ পঞ্চমুখবিশিষ্ট একটী শিলাস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত আছে। উক্ত পাষাণ-স্তম্ভ ন্যূনাধিক এক হস্ত পরিমিত উচ্চ হইবে এবং তদ্গাত্রস্থ মুখ নিচয় সযত্নে নির্ম্মিত।

উল্লিখিত মহাদেব-মূর্ত্তিটী সমধিক প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। এই স্থানে যে সমুদয় মূর্ত্তি প্রভৃতি অবস্থিত, সেই সমুদয়ের তুলনায় ইহা আধুনিক বোধ হয়।

জনৈক পল্লী নিবাসীর বাসগৃহের অলিন্দ-মধ্যে একটী প্রকাণ্ড পাষাণ-ফলকে খোদিত শিব-শক্তির প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। উক্ত প্রস্তর-ফলক ন্যূনকল্পে তিন হস্ত উচ্চ হইবে এবং তদ্গাত্রে নির্ম্মিত মূর্ত্তিদ্বয়ের আয়তনও প্রায় দুই হস্ত পরিমিত হইতে পারে। ইহার তুল্য এত বৃহৎ শিব-শক্তির প্রতিমূর্ত্তি এই প্রদেশস্থ আর কোন স্থানে আছে কিনা, ইহা এতদঞ্চল-নিবাসী কোন ব্যক্তিই বলিতে সক্ষম নহে।

বর্ণিত মূর্ত্তির সম্মুখদেশে নির্ম্মাল্য প্রভৃতি অবলোকন করিয়া অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইলাম যে, মূর্ত্তিটী যাহার গৃহমধ্যে অবস্থিত, তৎকর্ত্তৃক ইহা দৈনন্দিন পূজিত হইয়া থাকে।

গয়া জিলার অন্তঃপাতী যে সমুদয় স্থান প্রাচীন কালের নির্ম্মিত প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রভৃতিতে পরিকীর্ণ, তন্মধ্যে এই গ্রামের তুল্য এত অধিক মূর্ত্তির সমাবেশ অন্যত্র প্রায়ই পরিলক্ষিত হয় না।

পূর্ব্ববর্ণিত দুইটী প্রস্তর নির্ম্মিত ভগ্ন নিকেতন এবং যে মূর্ত্তি নিচয় এই স্থানে অবস্থিত,—তৎসমুদয় কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই সমস্ত বিষয় বহু অনুসন্ধানেও জ্ঞাত হওয়া গেল না। যাহা হউক—এই স্থান যে কোন এক সময়ে একটী সুপ্রসিদ্ধ জনপদ ছিল, ইহা স্থানীয় অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

বর্ত্তমান ধরাওত নামে খ্যাত গ্রাম-মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক "চন্দ্রসেন"

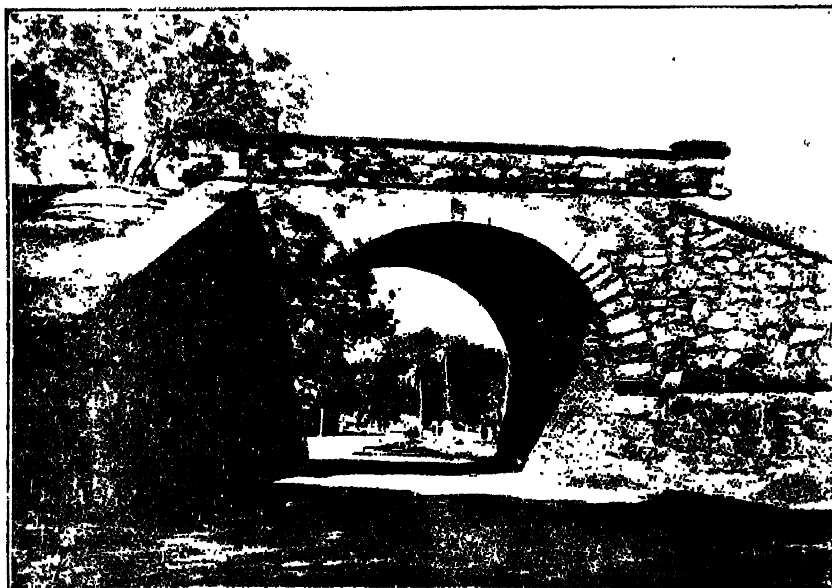


দ পুখুর প্রান্তরস্থিত প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী নারী মূর্ত্তি (৪২ পৃষ্ঠা)



একটী প্রাচীন ভগ্নগৃহের পশ্চাৎবর্ত্তী বৃক্ষ ও কতিপয় মূর্ত্তি (৪২ পৃষ্ঠা)

নামক জনৈক নৃপতি একদা রাজত্ব করিয়াছিলেন—এবংবিধ প্রচলিত এক প্রবাদের বিষয় পূর্ব্ব-প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে যদি তদ্রূপ হইয়া থাকে—তাহা হইলে ধরাওতও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে অবস্থিত মূর্ত্তি প্রভৃতি তদীয় কীর্ত্তি-চিহ্ন হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। সম্ভবতঃ তাঁহার ইতিবৃত্ত বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিহিত হইয়াছে।



শেরঘাটীর মধ্যবর্ত্তী প্রস্তর-নির্ম্মিত সেতু (৪৭ পৃষ্ঠা)



কোল নৃপতিগণ কর্ত্তৃক প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ (৪৮ পৃষ্ঠা)

শেরঘাটী ও গুণেরী

গয়া নগরীর দক্ষিণদিক হইতে দ্বাদশ মাইল দীর্ঘ যে এক রাজপথ আসিয়া গ্র্যাণ্ড ট্রঙ্ক রোড্ নামক ভারতবর্ষের সুপ্রসিদ্ধ রাজবর্ত্মের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানে "সেরঘাটী" নামে খ্যাত প্রাচীন ক্ষুদ্র নগরীটী অবস্থিত। এই জনপদ উক্ত রাজপথদ্বয়ের সংযোগ স্থলে স্থাপিত থাকা হেতু পূর্ব্বে ইহা গয়া জিলার মধ্যে বিখ্যাত বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। অধুনা সাধারণ কতকগুলি পান, সিগারেট্ ও মুদীর দোকান প্রভৃতি ব্যতীত ইহার পূর্ব্বের সেই বাণিজ্য গৌরবের আর কোন নিদর্শনই বর্ত্তমান নাই।

উল্লিখিত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্ নামক যে রাজবর্ত্ম এই ক্ষুদ্র নগরীকে দ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে, সেই স্থানে ইহার উচ্চতানিবন্ধন এই জনপদের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাতায়াতের অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে তাহাতে এক বৃহৎ সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। তন্নিম্নবর্ত্তী পথের দ্বারা এই জনপদের একদিক হইতে অপর দিকে গমনাগমন করিতে হয়।

ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান মহানগরী কলিকাতা ও বম্বের মধ্যে বাষ্পীয় যান প্রচলন হইলে—পাটনা হইতে একটী এবং লক্ষ্মীসরাই হইতে আর একটী এই দুই লৌহবর্ত্ম গয়াতে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত নগরীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী লৌহবর্ত্মের সহিত সংযুক্ত হয়। তৎকালাবধি গয়া হইতে এই প্রদেশের ও তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলসমূহের বাণিজ্যদ্রব্যসম্ভার চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হইতে এবং নানা দেশের

পণ্য দ্রব্যাদি উক্ত নগরে আনীত হইতে আরম্ভ হইলে শেরঘাটীর বাণিজ্য ব্যবসায় বন্ধহইয়া যায়। উক্ত কারণ বশতঃ যে কয়েকজন ইয়োরোপিয়ান এই স্থানে বাস করিত তাহারা এবং স্থানীয় মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ীদিগের মধ্যেও অনেকে এই জনপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করে; এই কারণে একদা বিখ্যাত এই নগরীর সমৃদ্ধি অনেক খর্ব্ব হইয়াছে।

এই স্থান নিবাসী পূর্ব্ববর্ত্তী ইয়োরোপিয়ানগণের পরিত্যক্ত বাস ভবনাদি ও সমাধিক্ষেত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। সমাধি ক্ষেত্রটী সুরক্ষিত এবং গৃহাদির মধ্যেও কতকগুলির অবস্থা মন্দ নহে।

এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, আর্য্যগণ কর্ত্তৃক গয়া অধিকৃত হওয়ার পরও ইহার দক্ষিণাংশ বহুকাল যাবৎ কোল নৃপতিগণের আয়ত্তাধীনে ছিল এবং তৎকালে উপরি বর্ণিত শেরঘাটীই তাহাদিগের রাজধানী ছিল। তাহার প্রমাণ স্বরূপ—যে এক প্রস্তর-নির্ম্মিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এই স্থানে আছে—তাহা এতৎপ্রদেশে কোলগণের রাজত্ব কালে তদ্বংশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া এতদঞ্চল-নিবাসী জনসাধারণে নির্দ্দেশ করে।

উল্লিখিত দুর্গটী কাল-বিবর্ত্তনে অতি জীর্ণ দশাগ্রস্ত হইলেও বৃহৎ আয়তনের চতুষ্কোণ প্রস্তর খণ্ড সমূহে নির্ম্মিত দুর্গ-প্রাকার পর্য্যবেক্ষণ করিলে—কোন এককালে দুর্গটী যে সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য ছিল, তাহা সহজেই অনুভূত হয়। ইহার পূর্ব্বদিকের অংশ এযাবৎ বিধ্বস্ত হয় নাই; অপরাপর দিকস্থ প্রাকারের অধিকাংশই ধ্বংস-কবলে পতিত হইয়াছে। ইহাও জ্ঞাত হওয়া যায় যে, পূর্ব্বে দুর্গাভ্যন্তরে কতিপয় প্রস্তর স্তম্ভ বিদ্যমান ছিল। সম্ভবতঃ তৎসমুদয় দুর্গ মধ্যস্থ কোন ভবনের স্তম্ভ হইবে। অধুনা উক্ত স্তম্ভ নিচয় আর তথায় পরিলক্ষিত হয় না, এবং তৎসম্বন্ধে ইদানীন্তন কোন ব্যক্তিই কোন কথা বলিতে সক্ষম নহে। পরিখা জলবিহীন হইলেও মৃত্তিকা কিংবা আবর্জ্জনা রাশিতে এযাবৎ পরিপূর্ণ হয় নাই। ইহার কোন কোন অংশে এই স্থানের সমীপবর্ত্তী নিবাসিগণ কৃষিকর্ম্ম করে।

বর্ণিত "শেরঘাটী" নামে খ্যাত জনপদ হইতে আট মাইল দূরে,

উত্তর-পশ্চিম কোণে, "গুণেরী" নামক যে এক প্রাচীন গ্রাম অবস্থিত, "গুণেরী" তাহার সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, একদা এই গ্রাম এক সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল এবং প্রাচীন কালের "শ্রীগুণচরিত" নামক সেই সুপ্রসিদ্ধ বিহার এই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইদানীং উক্ত বিহারের কোন নিদর্শনই বর্ত্তমান নাই।

উক্ত গ্রাম-মধ্যে বৃটিশ্‌ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এক গৃহ নির্ম্মিত হইয়া তদভ্যন্তরে বুদ্ধ, শিব-শক্তি ও চতুর্ভুজ নারায়ণ প্রভৃতি নানা দেব দেবীর বিবিধ আকারের বহুসংখ্যক পাষাণ-প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত হইতেছে। সেই সমুদয়ের মধ্যে দুইটী বুদ্ধ-মূর্ত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

উল্লিখিত গৃহের দ্বার-সমীপবর্ত্তী এক অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নদেশে কতকগুলি ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি সমাহৃত আছে। পল্লীনিবাসী লোকেরা বৃক্ষ-মূলে সন্ধ্যা-দীপ প্রদান পূর্ব্বক ঐ সমস্ত ভগ্ন মূর্ত্তির পূজা করে।

তথাকথিত গুণেরী গ্রামের উত্তর প্রান্তে যে এক বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, তাহার তীরদেশে কতিপয় মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তদঞ্চল নিবাসী ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও নিকট হইতেই ঐ সমস্তের সম্বন্ধে যথাযথ কোন কথা অবগত হওয়া যায় না।



উমগা পর্ব্বতের ক্রমনিম্নদেশস্থ প্রস্তর-মন্দির (৫২ পৃষ্ঠা)

উমগা

শেরঘাটীর পঞ্চদশ মাইল পশ্চিম দিকে, গয়া জিলার অন্তর্গত ঔরঙ্গাবাদ উপবিভাগের পূর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তে, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্ নামক সুপ্রসিদ্ধ রাজবর্ত্মের দক্ষিণ দিকে যে এক বিস্তীর্ণ পর্ব্বতমালা পরিলক্ষিত হয়, তন্নিম্নদেশে "উম্‌গা" বা "মঙ্গা" নামক এক প্রাচীন গ্রাম অবস্থিত। কাল বিবর্ত্তনে অধুনা যদিও উহা এক সামান্য পল্লীগ্রামে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু একদা উক্ত গ্রাম যে এই প্রদেশস্থ প্রাচীন কালের ক্ষমতাশালী ভূম্যধিপগণের বাসভূমি এবং সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল তাহার নিদর্শন অদ্যাপি এই স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভৈরবেন্দ্র নাথ নামক এই প্রদেশের সর্ব্বশেষ ভূস্বামী তদীয় বৃদ্ধা পত্নীকে নিঃসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিলে, সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া এতদঞ্চলস্থ প্রজাবর্গ বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়। ভৈরবেন্দ্র নাথের বিধবা স্ত্রী প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও বিদ্রোহ দমনে অক্ষম হইলে, অবশেষে সেই স্থানের পূর্ব্ববর্ত্তী ভূম্যধিপগণের নির্ম্মিত দুর্গ-মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করেন।

যে সময় উম্‌গাতে এইরূপ রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়া দেশময় অশান্তির বন্যা প্রবাহিত হইতেছিল, সেই সময়ে—রাণা ভানু সিংহ নামক উদয়পুরের মহারাণার জনৈক ভ্রাতা জগন্নাথ দেব দর্শনান্তে শ্রীক্ষেত্র পুরী হইতে

প্রত্যাগমন কালে এই জনপদে আসিয়া উপস্থিত হন এবং পথশ্রমে ক্লান্ত হওয়াতে, কিয়দ্দিবস বিশ্রাম করিবার উদ্দেশ্যে সৈন্য সামন্তের সহিত এইস্থানে শিবির স্থাপন করেন।

ভৈরবেন্দ্র নাথের বিধবা পত্নী বিদ্রোহ দমন বিষয়ে ইহা একটী বিশেষ সুযোগ উপস্থিত বিবেচনা করিয়া, রাণা ভানু সিংহকে সকাতরে পুত্র সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হন। উক্ত উপায়হীনা বৃদ্ধার এবংবিধ বিনীত প্রার্থনায় দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তিনি বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ পূর্ব্বক দেশে শান্তি স্থাপন করেন; কিন্তু অতঃপর রাণা ভানু সিংহ স্বীয় জন্মভূমিতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। এই প্রদেশেই অধিকার বিস্তার করিয়া ভৈরবেন্দ্র নাথের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত দুর্গ-মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক দেশ শাসন করিতে থাকেন।

রাণা ভানু সিংহের পর তৎপরবর্ত্তী কয়েক পুরুষ এই জনপদে কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিলেন। অবশেষে কোন কারণ বশতঃ তাঁহাদিগের বংশধরগণ এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া ইহা হইতে ন্যূনাতিরেক সপ্ত ক্রোশ দূরবর্ত্তী অধুনা “দেও” নামে খ্যাত গ্রামে গমন পূর্ব্বক তথায় বাস স্থাপন করেন। তৎকাল অবধিই তাঁহারা “দেওরাজ” নামে জনসমাজে পরিচিত হন।

উমৃগা নামক প্রাগুক্ত গ্রামস্থিত পর্ব্বতমালার দক্ষিণ দিকে ভৈরবেন্দ্র নাথের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রস্তর-দুর্গের যৎসামান্য ধ্বংসাবশিষ্ট অংশ এবং শিলা-সোপান যুক্ত এক বৃহৎ পুষ্করিণী অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। জ্ঞাত হওয়া যায় যে—কোন বিশেষ পর্ব্ব কিংবা উৎসবাদি উপলক্ষে রাণা ভানু সিংহের বংশজ, দেও গ্রামের বর্ত্তমান ভূস্বামিগণ পূর্ব্ব বর্ণিত উমৃগাতে আগমন পূর্ব্বক তাহাদিগের বংশপরম্পরাগত কৌলিক প্রথানুযায়ী কার্য্যাদি সম্পাদন করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত শৈলমালার পশ্চিম দিকের ক্রমনিম্নদেশে প্রায় ষষ্টি ফিট্ উচ্চ একখানি অতি সুদৃশ্য প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির আকাশপটে চিত্রের ন্যায়



উম্‌গা পর্ব্বতোপরি অবস্থিত ভগ্ন গণেশমূর্ত্তি (৫৪ পৃষ্ঠা)

প্রতিষ্ঠিত আছে। কতিপয় খর্জ্জুর-বৃক্ষ সুশোভিত নির্জ্জন শৈলমালার পৃষ্ঠদেশস্থ উক্ত মন্দির—এই স্থানের সমগ্র স্বাভাবিক দৃশ্যকে এরূপ হৃদয়গ্রাহী করিয়াছে যে, সেরূপ মনোমুগ্ধকর সুগম্ভীর ভাবময় দৃশ্য সাধারণতঃ লোকের দৃষ্টিপথে কদাচিৎ পতিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক—এই মনোজ্ঞ দৃশ্য সুনিপুণ চিত্রকরের তুলিকার উপযুক্ত।

উল্লিখিত মন্দির যে সমুদয় পাযাণখণ্ডে প্রস্তুত হইয়াছে, সেই সমুদয় কোনরূপ যোজক পদার্থের দ্বারা সংযুক্ত নহে; লৌহ-কীলকের দ্বারা পরস্পর সংলগ্ন, এবং ইহার মধ্যস্থিত প্রত্যেক বিশাল শিলা-স্তম্ভ এক একটী সম্পূর্ণ পাষাণ খণ্ডে নির্ম্মিত। মন্দিরটী ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ মন্দির সদৃশ নহে; অনেকটা উৎকল দেশস্থ মন্দিরের অনুরূপ। ইহার দ্বারের ঊর্দ্ধদেশে কতিপয় ক্ষুদ্র আরব্য অক্ষর-লিপি এবং "আল্লা" শব্দ উৎকীর্ণ আছে।

হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরের গাত্রে এবংবিধ যাবনিক ভাযায় শব্দ উৎকীর্ণ থাকার সম্বন্ধে কথিত আছে যে—ধর্ম্মান্ধ যবনগণ কর্তৃক মন্দির খানি বিনষ্ট হইবার আশঙ্কায় স্থানীয় মুসলমান নিবাসিগণ ইহার দ্বারদেশে ঐ সমুদয় আরব্য লিপি ও "আল্লা" এই শব্দ খোদিত করিয়াছিল। ইহার কারণ—একদা উক্ত মন্দির স্থানীয় ইস্‌লাম্ ধর্ম্মাবলম্বিগণ কর্তৃকও মস্‌জিদের তুল্য ভক্তিপূর্ণনেত্রে দৃষ্ট হইত; এবং অত্রস্থ মুসলমানগণ প্রায়শঃ ইহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক যাবনিক প্রথানুসারে ঈশ্বর উপাসনা করিত।

মন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ ঐ সমুদয় যাবনিক লিপি কালক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ইদানীং অনেক অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতিরেকে হিন্দুগণও অনেকগুলি অক্ষর বিনষ্ট করিয়াছে বলিয়া কথিত হয়।

উক্ত মন্দিরের প্রবেশদ্বার পর্ব্বতের অভিমুখে। ইহার সম্মুখে পুরীর জগন্নাথদেব-মন্দিরের সম্মুখদেশস্থিত শিলাস্তম্ভের অনুরূপ সম্পূর্ণ এক খণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত একটী পাযাণ-স্তম্ভ স্থাপিত আছে।

বর্ণিত মন্দিরের সম্বন্ধে—ইহার সমীপবর্ত্তী এক প্রস্তর-খণ্ডে উৎকীর্ণ

লিপি হইতে এইরূপ অবগত হওয়া যায় যে, ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে এতৎপ্রদেশের শেষ অধিপতি প্রাগুক্ত ভৈরবেন্দ্র নাথ কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়া, তন্মধ্যে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার দারুময়মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত মূর্ত্তিত্রয় বহুকাল যাবৎ বর্ত্তমান ছিল বলিয়া কথিত হয়; কিন্তু কালবিবর্ত্তনে উহা বিনষ্ট হইলে তৎপরিবর্ত্তে অন্য কোন বিগ্রহ উক্ত মন্দির মধ্যে আর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইদানীং সর্ব্বসাধারণে ইহাকে সূর্য্য-মন্দির নামে অভিহিত করে।

প্রাগুক্ত শিলালিপি হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, অত্রস্থ পর্ব্বত-পৃষ্ঠে, উমগা নামক সুপ্রসিদ্ধ এক সমৃদ্ধিশালী জনপদ একদা অবস্থিত ছিল; এবং ভৈরবেন্দ্র নাথের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ দ্বাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত একাদিক্রমে এই প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্ববর্ণিত অত্রস্থ মন্দিরের উর্দ্ধদেশে পর্ব্বত শিখরে প্রস্তর নির্ম্মিত অষ্ট ভুজ বিশিষ্ট একটী ভগ্নশির গণেশ-মূর্ত্তি অবস্থিত। ইহার মস্তক মূর্ত্তির সমীপেই ভূলুণ্ঠিত ছিল। তাহা দেহোপরি যথাস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক এই পুস্তকে প্রদত্ত আলোক-চিত্রখানি গ্রহণ করা হইয়াছে।

যে গণেশ-মূর্ত্তির বিষয় বর্ণিত হইল, তাহার পূর্ব্বদিকে পর্ব্বতশিখরস্থ এক গহ্বর-মধ্যে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী কালী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই কন্দরের অভ্যন্তরদেশ এরূপ তমসাচ্ছন্ন যে, কৃত্রিম আলোকের সাহায্য ব্যতিরেকে উক্ত মূর্ত্তি পরিষ্কাররূপে লক্ষিত হওয়া অসম্ভব। এই স্থানে কখনও কখনও লোক আগমন করিয়া ছাগ বলিদান পূর্ব্বক ইহার পূজা করিয়া যায় বলিয়া স্থানীয় লোক-মুখে অবগত হওয়া যায়।

উক্ত কালী-মূর্ত্তিখানি যে গহ্বরের মধ্যে অবস্থিত, সেই বিবরের মুখ হইতে অল্পদূরে একটী চতুর্দ্দিকে উন্মুক্ত প্রস্তরনির্ম্মিত ক্ষুদ্র চতুষ্কোণগৃহ আছে। এই গৃহ গ্র্যাণ্ডট্র্যাঙ্ক রোড নামক রাজবর্ত্ম হইতে দৃষ্টি গোচর হয়। কালীপূজা করিবার উদ্দেশ্যে যাহারা এইস্থানে আগমন করে, তাহারা বিশ্রামার্থে এবং ভোগ নৈবেদ্য প্রভৃতি রক্ষার জন্য গৃহটী ব্যবহার করে। সম্ভবতঃ তদুদ্দেশ্যেই ইহা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।



উমগা পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশস্থ শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ (৫৫ পৃষ্ঠা)

উল্লিখিত স্থানের পূর্ব্বদিকে ন্যূনাতিরেক পঞ্চাশৎ হস্ত দূরে একটী প্রস্তরনির্ম্মিত মহাদেব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এই মন্দির যে সমুদয় পাষাণখণ্ডে নির্ম্মিত, তাহা কোনরূপ যোজক পদার্থের দ্বারা পরস্পর সংলগ্ন নহে।

এতদ্ব্যতিরেকে পর্ব্বত-পৃষ্ঠের পূর্ব্ব প্রান্তে আরও কতকগুলি ভগ্ন মূর্ত্তি প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। সেই সমুদয়ই ভৈরবেন্দ্র নাথ এবং তদীয় পূর্ব্ব পুরুষগণের কীর্ত্তিচিহ্ন। এই সমস্ত কীর্ত্তি-মালা তাহাদিগের যশোরাশি অদ্যাপি সর্ব্বজন সমাজে প্রচার করিতেছে।

উল্লিখিত পর্ব্বতোপরি ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ জন্তুর সচরাচর গতিবিধি আছে বলিয়া পর্ব্বত প্রান্তদেশস্থ পল্লী নিবাসী লোকেরা কহে। এই কারণ বশতঃ কোন ব্যক্তিই একাকী ঐ পর্ব্বতের উপর গমন করিতে সম্মত হয় না। এই পর্ব্বতপ্রান্তে বহুকাল অবধি প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে দুই সপ্তাহ ব্যাপী এক মেলা হয় বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়।

লক্ষ্মণ পাল নামক জনৈক নৃপতি, আদিম-নিবাসিগণের সহিত যুদ্ধকালে রণভূমিতে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া মধ্য বিভাগের অন্তর্গত "সরগুজা" অঞ্চলস্থ পর্ব্বত-গাত্রে খোদিত আছে—এইরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়। ক্যাপ্‌টেন্ কিটোর মতে তিনি ভৈরবেন্দ্রনাথের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে তৃতীয়ব্যক্তি লক্ষ্মণপাল।

ফতেপুর ও সম্বেল

উমগার একবিংশতি ক্রোশ পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী "ফতেপুর" নামক জনপদের সন্নিহিত যে কতিপয় নিকেতনাদির ধ্বংসাবশেষ ও একটী পুষ্করিণী এবং তৎতীরদেশে এক শিব-মন্দির পরিলক্ষিত হয়, সেই সমুদয় ভৈরবেন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী ষষ্ঠপুরুষ রাজা সিন্ধুপাল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। এতদ্ব্যতীত উমগার উত্তর পশ্চিম কোণে, ন্যূনাতিরেক দুইক্রোশ দূরবর্ত্তী "সম্বেল" নামক প্রাচীন গ্রাম-মধ্যে অবস্থিত শিব-মন্দিরটীও উক্ত উমগাধিপতি সিন্ধুপাল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত—এইরূপ কথিত হয়।

এই সমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভৈরবেন্দ্র

নাথ ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ একদা সুবিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের প্রবল প্রতাপশালী অধিপতি ছিলেন এবং তাহাদিগের দ্বারা বিবিধ সৎকার্য্য সাধিত হইয়াছিল। কাল-প্রবাহে ঐ সমুদয় মহাপুরুষের কাহিনী কোন এক অজ্ঞাত সাগর-তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছে।

কোচ

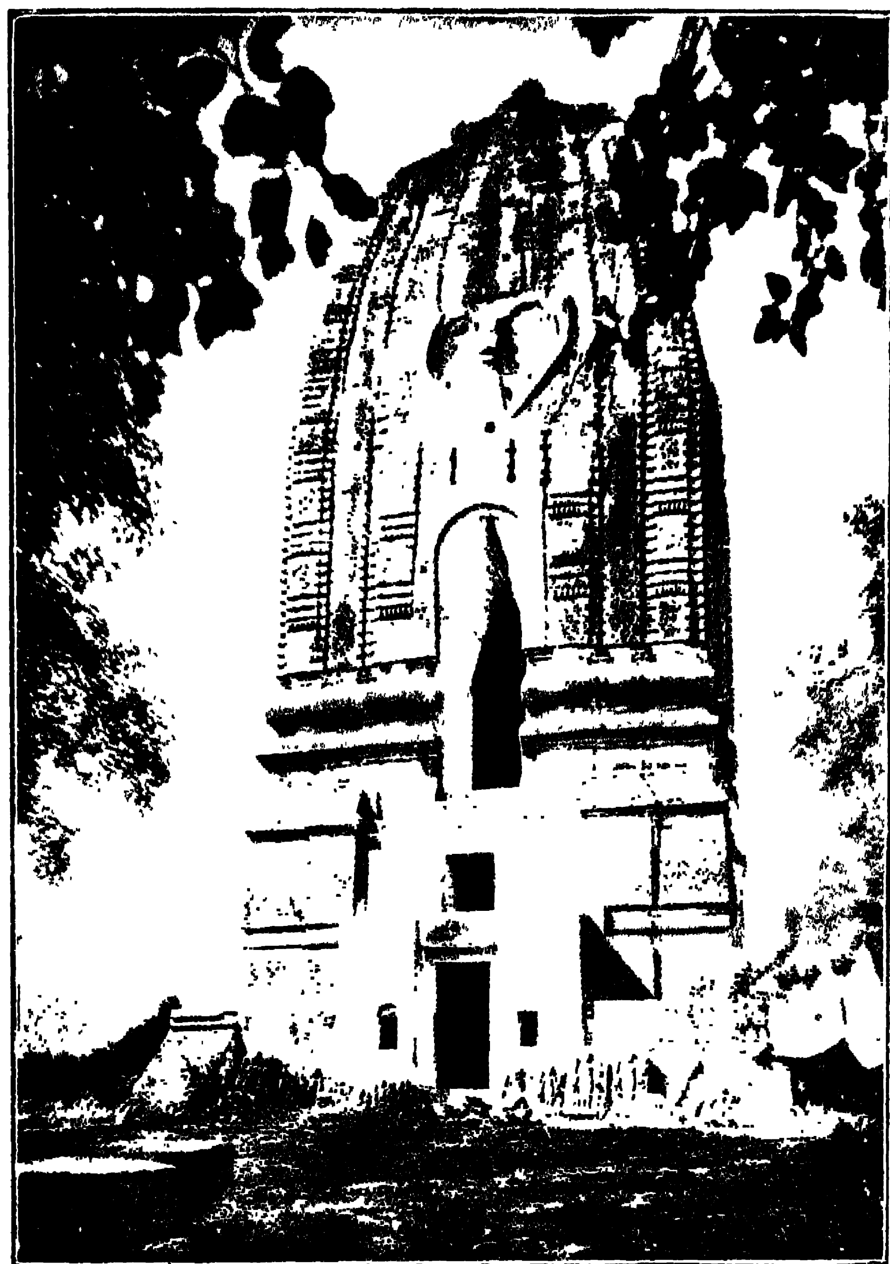
ভৈরবেন্দ্রনাথ ও তদীয় পূর্ব্বপুরুষগণের যে সমস্ত কীর্ত্তিমালা বিবৃত হইয়াছে, এতদ্ব্যতিরেকে—পূর্ব্ব বর্ণিত উমগা গ্রামের সমসূত্রে ন্যূনকল্প পঞ্চদশ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত "কোচ" নামক প্রাচীন গ্রামমধ্যস্থ "কোচেশ্বর" নামে খ্যাত মহাদেবের ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দিরটীও উমগার ভূস্বামী প্রাগুক্ত ভৈরবেন্দ্র নাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত—এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

উল্লিখিত শিব মন্দিরের অভ্যন্তরে "কোচেশ্বর" নামক প্রাগুক্ত মহাদেব-মূর্ত্তি ব্যতীত বিষ্ণুর দশ অবতারের প্রতিমূর্ত্তি বিশিষ্ট একটী পাষাণ-ফলক প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রচলিত দশ অবতারের মূর্ত্তি ও উক্ত প্রস্তর-ফলক-গাত্রে নির্ম্মিত মূর্ত্তি সমূহের মধ্যে এই বিষয়ের বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয় যে, দশ অবতারের অন্তর্গত বুদ্ধমূর্ত্তি ইহাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং "কল্কি" মূর্ত্তির পার্শ্বদেশে একটী নারীমূর্ত্তি ও সম্মুখ ভাগে অশ্ব-মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

পূর্ব্ব বর্ণিত কোচেশ্বর মহাদেব-মন্দিরের সম্মুখ দেশস্থ প্রাঙ্গণে বহু সংখ্যক নানা আকার প্রকারের শ্রেণীবিন্যস্ত প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ঐ সমস্ত মূর্ত্তি গ্রাম মধ্যস্থ নানাস্থান হইতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া এইস্থানে রক্ষিত হইতেছে।

উক্ত মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী নিম্নভূমিতে কতিপয় প্রস্তর নির্ম্মিত ভগ্ন স্তম্ভাদি বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ঐ সমুদয়—পূর্ব্বকালে যে দ্বারমণ্ডপ মন্দিরটীর সম্মুখে অবস্থিত ছিল, তাহারই বিধ্বস্ত অংশ– এইরূপ লোকে কহে।

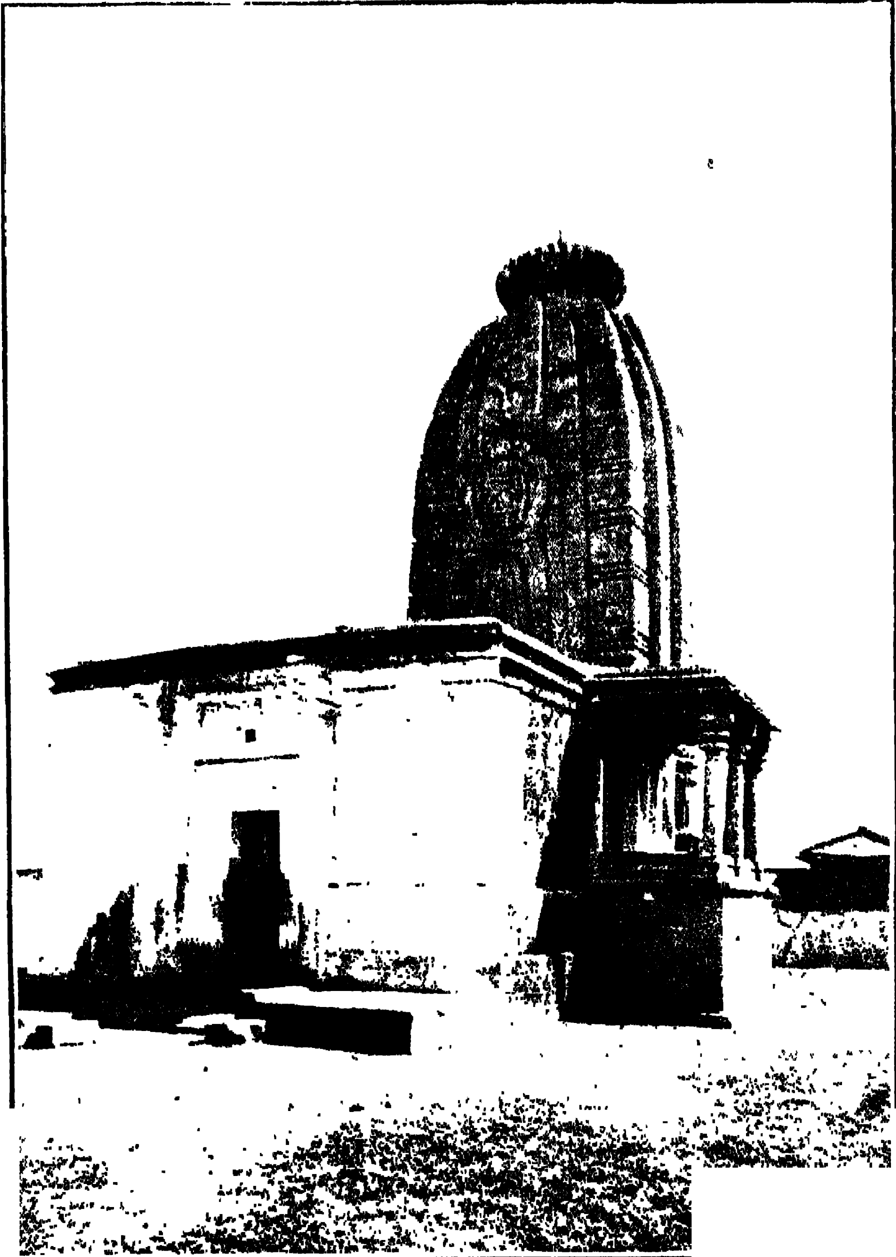
যে কোচেশ্বর-মন্দিরের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতে অল্পদূরে, গ্রামমধ্যবর্ত্তী পথপার্শ্বস্থ এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের নিম্নদেশে চতুর্ভুজ বিশিষ্ট একটী বৃহৎ নারায়ণ-মূর্ত্তি অবস্থিত, এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে কতিপয়



কোচেশ্বর মহাদেবের মন্দির—কোচ গ্রাম (৫৬ পৃষ্ঠা)

ক্ষুদ্রাকারের ভগ্ন প্রস্তর-মূর্ত্তি বিকীর্ণ আছে। পল্লীনিবাসী লোকেরা উক্ত নারায়ণ মূর্ত্তিকে পূজা করে। তাহার নিদর্শন স্বরূপ ইহার গলদেশ পুষ্পমালায় ভূষিত এবং সম্মুখে নির্ম্মাল্য প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। এই মূর্ত্তির পশ্চাৎদিকে কিছুদূর গমন করিলে প্রান্তর মধ্যে স্তূপীকৃত বহুসংখ্যক প্রস্তর নির্ম্মিত ভগ্নমূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

গয়া জিলার অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রায় অধিকাংশ প্রাচীন কীর্ত্তিমালার প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া যেরূপ দুষ্কর, অত্রস্থ মূর্ত্তি প্রভৃতির সম্বন্ধেও সেইরূপ যথাযথ কোন কথা জ্ঞাত হওয়া যায় না। এমন কি—ভৈরবেন্দ্র নাথ কর্ত্তৃক যে, কোচেশ্বর নামক মহাদেবের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহা পর্য্যন্ত স্থানীয় জনসাধারণে অবগত নহে। তাহাদিগের মতে ইহা বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।



দেওগ্রামে প্রতিষ্ঠিত সূর্য্যমন্দির

দেওগ্রামে অবস্থিত সূর্য্য-মন্দির

ইহার পূর্ব্ব-প্রবন্ধে বর্ণিত "উমগা" গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাণা ভানু সিংহের বংশধরগণ "দেও" নামে প্রসিদ্ধ যে প্রাচীন গ্রামে ইদানীং বাস করিতেছেন—ঐ বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই গ্রাম-মধ্যে ন্যূনাধিক এক শত ফিট্ উচ্চ একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত সূর্য্য-মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। উক্ত মন্দিরের গাত্রস্থিত সুচারু কারুকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহার নির্ম্মাতার শিল্পচাতুর্য্য প্রশংসা করিতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ অধুনা মন্দির-গাত্রে অনর্থক চূর্ণপ্রলেপ (White wash) প্রদত্ত হওয়াতে সেই সমস্ত কারুকার্য্য অনেক স্থলে অন্তর্হিত হইয়াছে। কেবল—যে সমস্ত স্থান হইতে চূর্ণ প্রলেপ স্খলিত হইয়াছে, সেই সমস্ত স্থানেই ইহার কারু-কৌশল পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত ইহার সম্মুখে একটী অতি সাধারণ ধরণের দ্বারমণ্ডপ নির্ম্মিত হওয়াতে ইহার সৌন্দর্য্য আরও খর্ব্ব হইয়াছে।

বর্ণিত মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্যে কোন প্রকারের যোজক পদার্থ ব্যবহৃত হয় নাই। ইহার কারুকার্য্য বিশিষ্ট প্রত্যেক বৃহৎ পাষাণ-খণ্ড লৌহ-কীলকের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। এই প্রকারেই উৎকল ও এই প্রদেশস্থ প্রাচীন কালের প্রস্তর-মন্দির নিচয় প্রায়শঃ নির্ম্মিত হইতে পরিলক্ষিত হয়।

উক্ত মন্দির উৎকল দেশস্থ প্রাচীনকালে নির্ম্মিত মন্দিরের অনুরূপ। ইহার চূড়া—একাম্রকানন বা "ভুবনেশ্বর" নামে খ্যাত প্রাচীন জনপদস্থ

সুপ্রসিদ্ধ “লিঙ্গরাজ” মহাদেব-মন্দিরের চূড়া-সদৃশ। অধুনা ভারতবর্ষে এই আকারের এবং প্রাগুক্ত প্রণালীতে মন্দির প্রস্তুত হইতে আর লক্ষিত হয় না।

এই মন্দিরের গাত্রস্থ শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে যে, ইহা— ত্রেতাযুগে চন্দ্রবংশাবতংস খ্যাতনামা মহীপাল ঐল পুরূরবা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ শিলালিপির প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

“শূন্যব্যোম-নভোরসেন্দুকরভৈর্হীনে দ্বিতীয়ে যুগে
মাঘে বাণ-তিথৌ সিতে গুরুদিনে দেবো দিনেশালয়ম্।
প্রারেভে দৃষদাং চয়ৈ রচয়িতুং সৌম্যাদিলায়াং ভবো
যস্যাসীৎ স নরাধিপঃ প্রভুতয়া লোকো বিশোকো ভুবি॥”

উল্লিখিত শিলালিপির সত্যতা-সম্বন্ধে ইয়োরোপিয়ান প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সন্দেহ করেন। মন্দিরটী খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক অনুমিত হয়।

স্থানীয় লোকমুখে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, প্রতিবৎসর কার্ত্তিক ও চৈত্র মাসে এই স্থানে জনাকীর্ণ মেলা হয়, এবং তৎকালে নানাবিধ দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে।



একটী দ্বারের ধ্বংসাবশেষ ও কতিপয় ভগ্ন স্তম্ভ—পালী গ্রাম

পালী

গয়া নগরীর পশ্চিম দিকে টিকারী নামে খ্যাত জনপদ হইতে ন্যূনাতিরেক তিন মাইল দূরে, দক্ষিণে—"পালী" নামক যে এক প্রাচীন গ্রাম আছে তন্মধ্যবর্ত্তী প্রান্তরের এক উচ্চ ভূমিখণ্ডোপরি কতিপয় চতুষ্কোণ প্রস্তর-স্তম্ভ ও একটী দ্বারের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সমুদয়—প্রাচীন কালের জনৈক নৃপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত দুর্গের বিধ্বস্ত অংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কারুকৌশল-বিহীন উক্ত স্তম্ভাদি যেরূপ অমার্জ্জিত ভাবে নির্ম্মিত, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অনুমিত হয় যে—যৎকালে গয়া জিলার কিয়দংশ অশিক্ষিত আদিম নিবাসী "কোল্" গণের আয়ত্তাধীনে ছিল, সম্ভবতঃ ঐ সমুদয় সেই সময়ের কোন কোল্-জাতীয় নৃপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত দুর্গ কিংবা ভবনের ধ্বংসাবশেষ হইবে। উল্লিখিত ভগ্ন স্তম্ভাদির সমীপবর্ত্তী কণ্টকসঙ্কুল নিম্নভূমিতে একটী অতি বৃহৎ শিবলিঙ্গ দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

এই স্থান হইতে অল্পদূরে—পশ্চিমগামী রাজবর্ত্মের পার্শ্বদেশে অশ্বত্থবৃক্ষে জড়িত প্রায় তিন হস্ত উচ্চ এক শিবলিঙ্গ এবং তৎসমীপে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত গোমূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়। যে অশ্বত্থবৃক্ষ দ্বারা উক্ত লিঙ্গমূর্ত্তি বিজড়িত, তাহার মূলদেশের চতুষ্পার্শ্বে কতিপয় ভগ্ন প্রস্তর-মূর্ত্তি বিকীর্ণ রহিয়াছে।

এই গ্রামের দক্ষিণ দিকে, ন্যূনাতিরেক এক ক্রোশ দূরে—আরও একটী স্থান পল্লীনিবাসী লোকেরা নির্দ্দেশ করে। জ্ঞাত হওয়া যায় যে, পূর্ব্বে সেই স্থানে একটী সুবৃহৎ দুর্গের বিধ্বস্ত অংশ অবস্থিত ছিল; কিন্তু কাল-বিবর্ত্তনে উহা সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংসকবলে পতিত হইয়াছে। অধুনা উহার চিহ্নমাত্রও বিদ্যমান নাই।

প্রাগুক্ত "পালী" গ্রাম-মধ্যস্থিত-মূর্ত্তি নিচয় এবং যে কতিপয় ভগ্ন স্তম্ভাদি তথায় পরিলক্ষিত হয়, সেই সমুদয়ের সম্বন্ধে স্থানীয় নিবাসিগণের মধ্যে কেহই প্রকৃত কোন কথা বলিতে সক্ষম নহে। তাহারা এইমাত্র কহে যে, অতি পূর্ব্বে এইস্থানে জনৈক রাজা বাস করিতেন, এবং ঐ সমুদয় তাঁহারই কীর্ত্তিচিহ্ন। এই জনপদের একটী বিশেষত্ব এই যে—ইহাতে হিন্দুধর্ম্মানু-মোদিত মূর্ত্তি নিচয় ব্যতিরেকে, বৌদ্ধধর্ম্মের কোন নিদর্শন বিদ্যমান নাই। তদ্দৃষ্টে—একদা এইস্থান যে, কোন হিন্দু অধিপতির আয়ত্তাধীনে ছিল, তাহা একরূপ নিঃসন্দেহেই প্রতীয়মান হয়। সেই নৃপতির কথা ও রাজ্য নিয়তি-চক্রে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।



অষ্টাদশ ভুজ বিশিষ্ট মূর্ত্তি—কেস্‌পা (৬৪ পৃষ্ঠা)

কেস্‌পা

গয়া নগরীর চতুষ্পার্শ্বে পুরাতন যুগের বহুবিধ কীর্ত্তিমালায় পরিপূর্ণ যে সমুদয় স্থান আছে, তন্মধ্যে "কেস্‌পা" নামে খ্যাত প্রাচীন গ্রামটী অন্যতম। এই গ্রাম "টিকারী" নামক প্রসিদ্ধ জনপদের উত্তর দিকে ন্যূনাতিরেক আট মাইল দূরে অবস্থিত ; এবং পুরাকালে নির্ম্মিত নানা প্রকারের প্রস্তর-মূর্ত্তিতে ইহা সমাকীর্ণ।

উল্লিখিত গ্রাম মধ্যস্থ বর্ত্তমান কালে নির্ম্মিত এক মন্দিরের অভ্যন্তরে, পীতবস্ত্রে আবৃত একটী দেববিশেষের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। জনসাধারণ কর্ত্তৃক এই মূর্ত্তি "তারা দেবী" নামে অভিহিত হয় এবং তদঞ্চল-মধ্যে ইহা একটী সুপ্রসিদ্ধ দেবমূর্ত্তি বলিয়া পরিগণিত। জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ইহার রীতিমত দৈনন্দিন সেবা পূজা হইয়া থাকে।

উল্লিখিত দেব-মূর্ত্তি সর্ব্বদাই এবংবিধ পীতবসনে প্রচ্ছাদিত থাকে বলিয়া লোক-মুখে অবগত হওয়া যায়। ইহার কারণ কেহ নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম নহে।

বস্ত্রাবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক মূর্ত্তিটী প্রদর্শন করাইবার জন্য মন্দিরস্থ পূজারী ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করা হইল; প্রথমতঃ ঐ ব্রাহ্মণ কোন মতেই স্বীকৃত হয় না। কিন্তু অর্থ প্রদানের প্রলোভন প্রদর্শন করিলে, পূজারী ব্রাহ্মণ উক্ত দেবতার আবরণ অপসারিত করিয়া মূর্ত্তিটী দেখাইয়া থাকে, এবং সেই সঙ্গে হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক প্রতিশ্রুত পুরস্কার প্রার্থনা করে।

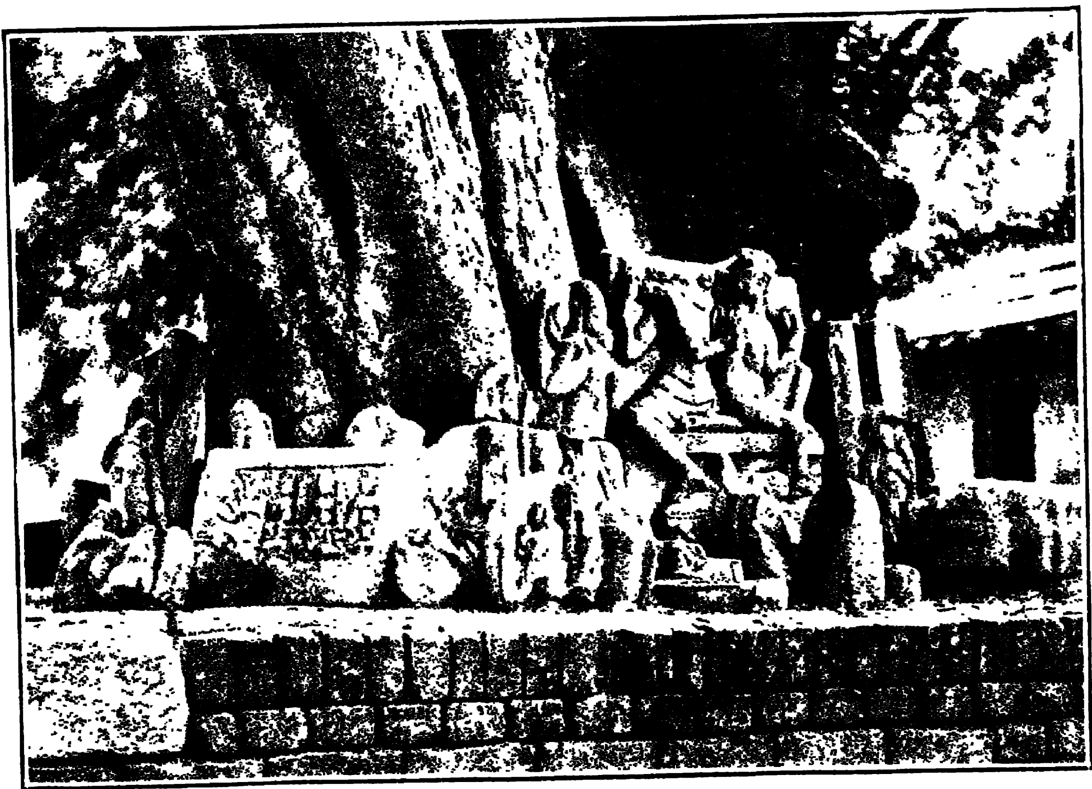
মূর্ত্তিটী চতুর্ভুজ বিশিষ্ট, এবং ইহার আয়তন তিন হস্তের কিঞ্চিদধিক উচ্চ হইতে পারে। এই প্রদেশের লোকেরা অনভিজ্ঞতা বশতঃ নানা মূর্ত্তিকে প্রায়শঃ নানা প্রকার অযথা আখ্যা প্রদান করিলেও ইহা তারাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি হওয়া অসম্ভব নহে।

বর্ণিত তারাদেবী নামে অভিহিত মূর্ত্তির শরণাপন্ন হইলে সর্ব্ববিষয়ে মনস্কামনা সিদ্ধ হয়—এইরূপ সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নানাপ্রকারের ব্যাধিগ্রস্ত বহুলোক রোগ-মুক্তি কামনায় এবং এতদ্ব্যতীত অনেকে অন্যান্য বিষয়ের সিদ্ধি কামনাতেও নানা অঞ্চল হইতে এই স্থানে আগমন করতঃ ছাগ বলিদান পূর্ব্বক উল্লিখিত মূর্ত্তির পূজা করে বলিয়া স্থানীয় নিবাসিগণ কহে এবং ইহা দৃষ্টও হয়।

বর্ণিত দেব-মন্দিরের সম্মুখে অল্পমাত্র দূরে যে এক সুবৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে, তাহার মূলদেশ ইষ্টক-নির্ম্মিত বেদীর দ্বারা চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টিত। ঐ বেদীর পৃষ্ঠদেশে নানা আকার প্রকারের বহুসংখ্যক প্রস্তর-মূর্ত্তি পূঞ্জীকৃত রহিয়াছে। ঐ সমুদয়ের অধিকাংশ মূর্ত্তিই ভগ্ন এবং বিশেষ উল্লেখ যোগ্য নহে। যে একটী শিব-শক্তির প্রতিমূর্ত্তি ঐ সমস্ত মূর্ত্তির মধ্যে সংস্থাপিত আছে—যদিও মহাদেবটীর মস্তক বিহীন, তথাপিও উহাই এই স্থানে সমাহৃত মূর্ত্তি নিচয়ের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য।

তথা কথিত তারাদেবী-মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী বেদীর পৃষ্ঠদেশস্থিত যে সমুদয় মূর্ত্তির বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যস্থ অতি সামান্য একটী ভগ্নমূর্ত্তিও স্থানান্তর করিতে পল্লীনিবাসিগণ কোন মতেই সম্মত হয় না। কেবল যে অত্রস্থ ব্যক্তিগণ এইরূপ করিয়া থাকে তাহা নহে,—গয়া জিলার অন্তর্গত অপরাপর অঞ্চল হইতেও কোন প্রকারের প্রাচীন মূর্ত্তি কিংবা পুরাকালের প্রস্তর-নির্ম্মিত নিকেতনাদির ভগ্ন অংশ তৎপ্রদেশস্থ লোকের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর ; এই বিষয় পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে।

এই স্থান হইতে অল্পদূরে, পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী এক প্রাচীন প্রকাণ্ড বট-বৃক্ষের নিম্নদেশে, একটী বৃহৎ আয়তনের অষ্টাদশ-ভুজ-বিশিষ্ট যজ্ঞোপবীত



রাদেবী মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী বটবৃক্ষের নিম্নদে অবস্থিত কতি ভগ্ন মূর্ত্তি

কস্পা ৬৪



কুবের মূর্ত্তি (৬৫ পৃষ্ঠা)



জনৈক পল্লীবাসীর বাস গৃহের পশ্চাৎ দেশস্থ বুদ্ধমূর্ত্তি (৬৬ পৃষ্ঠা)

ধারী প্রস্তর-নির্ম্মিত পুরুষমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এতদঞ্চল-নিবাসী জনসাধারণ কর্ত্তৃক ইহা "অষ্টাদশভুজা মা" নামে অভিহিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই মূর্ত্তি অষ্টাদশভুজা মা হইতে পারে না; যেহেতু ইহা নারী-মূর্ত্তি নহে। উক্ত পুরুষ মূর্ত্তিকে স্থানীয় লোকে কি কারণ বশতঃ যে এবংবিধ নারী-আখ্যা প্রদান করে, তাহার বিশেষ কোন হেতু সহজে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না।

প্রাগুক্ত অষ্টাদশ ভুজবিশিষ্ট মূর্ত্তির যে আলোক-চিত্র খানি এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ইহাকে বুদ্ধভক্ত অবলোকিতের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া অবধারণ করেন। কিন্তু এতদঞ্চল নিবাসী জনসাধারণের ধারণা যে, ইহা কোন শক্তি দেবী বিশেষের প্রতিমূর্ত্তি। সম্ভবতঃ—এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই তাহারা এই মূর্ত্তির "অষ্টাদশভুজা মা" আখ্যা প্রদান করিয়া থাকিবে।

পূর্ব্ববর্ণিত "তারাদেবী" নামে খ্যাত দেব-মন্দিরের উত্তর পশ্চিম কোণস্থিত বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে, এক মানবের স্কন্ধোপরি আরূঢ় অপর একটী চতুর্ভুজ বিশিষ্ট মানবের প্রকাণ্ড প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি অবস্থিত। পল্লী-নিবাসিগণ কর্ত্তৃক ইহা "কুবের-মূর্ত্তি" নামে অভিহিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা কুবেরের মূর্ত্তি কিনা—এই বিষয়ে সন্দেহ জন্মিলেও, বাস্তবিক ইহা যে উক্ত দেবের প্রতিমূর্ত্তি, তাহার সম্ভাবনাই অধিক। কারণ—যক্ষ-রাজের নাম নিচয়ের মধ্যে "নরবাহন"ও অন্যতম, এবং বর্ণিত মূর্ত্তিও তদ্রূপ।

কুবের নামে অভিহিত মূর্ত্তিটী যে প্রান্তরের মধ্যে অবস্থিত সেই প্রান্তরে উক্ত মূর্ত্তি হইতে ন্যূনাতিরেক পঞ্চাশৎ হস্ত দূরে, প্রায় দুই হস্ত আয়তনের আর একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত-মূর্ত্তি নিপতিত রহিয়াছে। ইহা এবংবিধ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে যে, ইহার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মূর্ত্তিটী যে অতি প্রাচীন তাহা স্পষ্টই উপলব্ধ হয়।

বর্ণিত মূর্ত্তি হইতে প্রায় শত হস্ত দূরে প্রান্তরের মধ্যবর্ত্তী এক পয়ঃ-প্রণালীর অপর পার্শ্বে, একটী বিষ্ণু-মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার সমীপে

কতিপয় বিক্ষিপ্ত ভগ্ন প্রস্তর-মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। উক্ত মন্দির পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অত্রস্থ মূর্ত্তি নিচয়ের ন্যায় সুপ্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না।

পল্লী-মধ্যস্থ জনৈক ব্যক্তির বাসগৃহের পশ্চাৎদিকে যে এক দণ্ডায়মান বুদ্ধ-মূর্ত্তি সংস্থাপিত, তাহা এই জনপদ-মধ্যে একটী সুপ্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্য মূর্ত্তি বলিয়া পরিগণিত। উক্ত মূর্ত্তি একখানি বৃহৎ পাষাণ-খণ্ড খোদিত করিয়া তদ্গাত্রে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার নির্ম্মাণ কার্য্যে এবং যে পাষাণ-খণ্ডে ইহা নির্ম্মিত, তাহার অর্দ্ধগোলাকৃতি ঊর্দ্ধভাগে ও উভয় পার্শ্বদেশস্থ খোদিত কমলমালায় বিশেষ শিল্পনৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয়। মূর্ত্তিটীর আয়তন সাধারণ মানবাকৃতির অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক উচ্চ হইবে। ইহার সন্নিকটে আরও কতিপয় ভগ্নপ্রস্তর-মূর্ত্তি বিকীর্ণ রহিয়াছে।

বর্ণিত বুদ্ধ-মূর্ত্তির সম্মুখে অতি নিকটেই একটী গৃহ নির্ম্মিত হওয়াতে স্থানের সঙ্কীর্ণতা হেতু ইহার সম্মুখ ভাগের আলোক-চিত্র গ্রহণ করিতে সক্ষম হওয়া যায় না। এই কারণবশতঃ পুস্তকে প্রদত্ত উক্ত বুদ্ধ-মূর্ত্তির আলোক-চিত্রখানি এক পার্শ্ব হইতে গৃহীত হইয়াছে।



দুইটী বিষ্ণুমূর্ত্তি---ঘৈঁজন



একটী ভগ্ন প্রাচীরের পার্শ্বদেশে শ্রেণীবিন্যস্ত কতিপয় মূর্ত্তি

ঘৈঁজন

ঘেঁজন

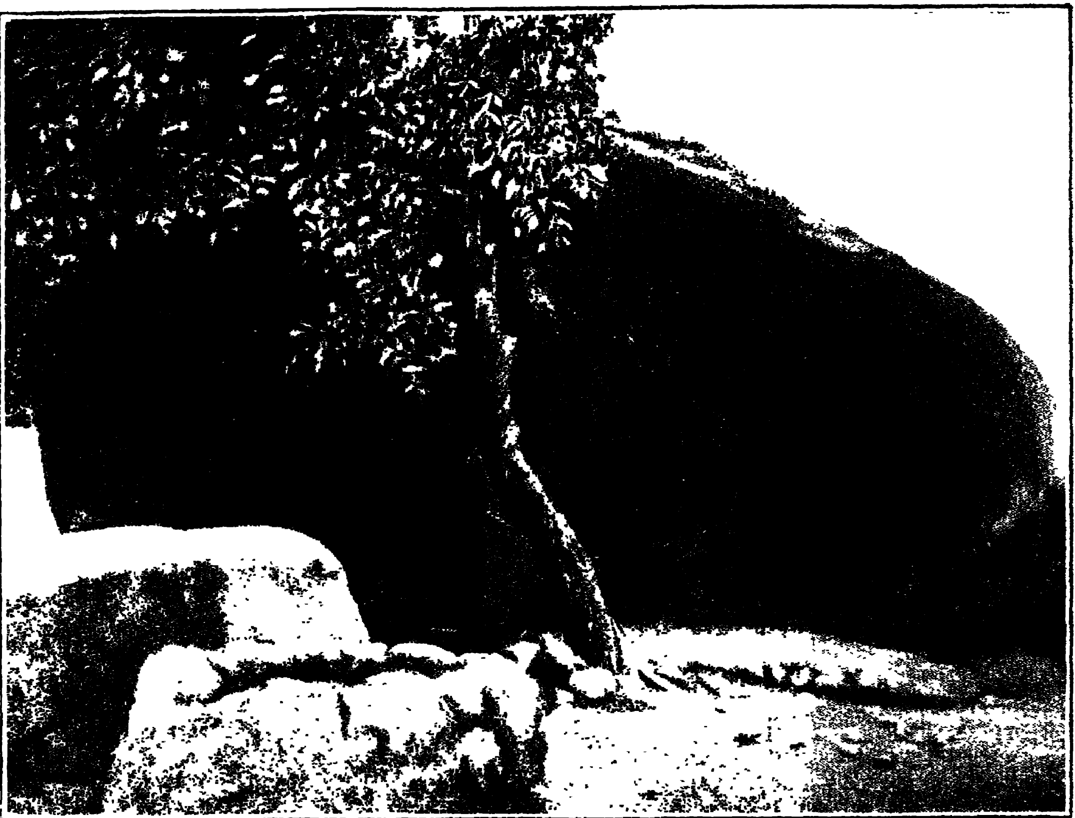
কেস্‌পা নামক পূর্ব্ব বর্ণিত জনপদের উত্তর পূর্ব্ব কোণে, ন্যূনাতিরেক তিন মাইল দূরে—"ঘেঁজন" নামে প্রসিদ্ধ এক প্রাচীন গ্রাম আছে। তন্মধ্যবর্ত্তী প্রান্তরস্থিত এক ইষ্টকনির্ম্মিত ভগ্ন প্রাচীরের পার্শ্বদেশে শ্রেণীবিন্যস্ত নানা আকার প্রকারের বহুসংখ্যক প্রস্তর-মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। উক্ত মূর্ত্তি নিচয়ের মধ্যে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী যে দুইটী চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি অবস্থিত, ঐ মূর্ত্তিদ্বয়ই সর্ব্বাপেক্ষা আকারে বৃহৎ এবং সুচারুরূপে নির্ম্মিত।

গ্রামবাসীদিগের মুখে এইরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়—পূর্ব্বে এই গ্রাম মধ্যে বহুসংখ্যক প্রস্তর-মূর্ত্তি বিদ্যমান ছিল; নানাদেশবাসী পর্য্যটকগণ তৎসমুদয়ের অধিকাংশই গ্রহণ করিয়াছে। তদ্ভিন্ন যে সমস্ত মূর্ত্তি এই জনপদের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ছিল, সেই সমুদয় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া পল্লী-মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র এক গৃহে রক্ষিত হইতেছে। সেই সমুদয়ের মধ্যে পদ্মাসনে আসীন প্রকাণ্ড এক বুদ্ধ মূর্ত্তিই উল্লেখযোগ্য। ইহার আসন-সংলগ্ন পশ্চাৎবর্ত্তী প্রস্তর-ফলকে ক্ষুদ্রাকারের নানাবিধ মূর্ত্তি নির্ম্মিত আছে। এতদ্ব্যতিরেকে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আর যে সমস্ত মূর্ত্তি আছে, সেই সমুদয়ই বিকলাঙ্গ। কোনটী মস্তক বিহীন; কোনটীর বা অঙ্গ বিশেষ বিধ্বস্ত।

গ্রাম মধ্যবর্ত্তী প্রান্তরের দুই এক স্থানে স্তূপীকৃত ইষ্টকরাশি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এতৎসম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, প্রাচীনকালে জনৈক নৃপতি

কর্ত্তৃক যে এক দুর্গ এই স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল, ঐ সমস্ত তাহারই বিধ্বস্ত অংশ।

উক্ত ইষ্টকরাশি এবং পূর্ব্ব বর্ণিত প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ ও তাহার পার্শ্বদেশে অবস্থিত-মূর্ত্তি নিচয়ের সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য যথাযথ কিছুই অবগত হওয়া যায় না। অনুসন্ধান করিলে স্থানীয় লোকেরা এই মাত্র কহে যে,—পূর্ব্ব-কালে কোন এক রাজা এই অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন,—এই সমুদয় তাঁহারই কীর্ত্তি চিহ্ন। এতদধিক তাহারা আর কিছু বলিতে সক্ষম নহে। সেই সমুদয়ের সন্নিবেশ স্থান এবং অন্যান্য লক্ষণ সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঐরূপ ঘটনা সম্ভব-পর বলিয়াই বোধ হয়।



সীতামারী গুহ

সীতামারী

গয়া নগরী এবং তৎপূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী নোয়াদা নামক উক্ত নগরীর উপবিভাগ যে সুপ্রসিদ্ধ রাজবর্ত্মের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত, তাহার দেড় মাইল দক্ষিণে ঐ উপবিভাগের পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী এক প্রান্তর মধ্যে "সীতামারী" নামে খ্যাত একটী প্রকাণ্ড গণ্ডশৈল অবস্থিত। এই প্রদেশে ইহার তুল্য এত বৃহৎ গণ্ড-শৈল আর একটীও নাই। এতদ্ব্যতিরেকে এই স্থানে অপর কোন পাষাণ-স্তূপ কিংবা শৈলমালা দৃষ্টিপথে পতিত হয় না।

উল্লিখিত গণ্ডশৈল-গাত্রে যে এক গুহা খনিত আছে, তদভ্যন্তরদেশ এই পুস্তকে বর্ণিত ' বরাবর" পর্ব্বতস্থিত গুহা নিচয়ের ন্যায় মসৃণীকৃত ; কিন্তু তৎতুল্য চাকৃচিক্যশালী নহে। অত্রস্থ জনসাধারণ মধ্যে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, প্রজারঞ্জনার্থে শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক সীতাদেবী পরিত্যক্ত হইলে, তদীয় বনবাস কালে উপরি বর্ণিত কন্দরমধ্যেই শ্রীরামচন্দ্রের যমজ তনয় "লব" ও "কুশ" প্রসূত হইয়াছিলেন।

প্রাগুক্ত গুহার অভ্যন্তরে ক্ষুদ্রাকারের তিনটী মূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যস্থ কিঞ্চিৎ বৃহৎ মূর্ত্তিটীকে সীতার এবং ক্ষুদ্র দুইটীকে লব ও কুশের মূর্ত্তি বলিয়া লোকে নির্দ্দেশ করে। আবার কেহ কেহ উক্ত ত্রিমূর্ত্তিকে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়াও আখ্যাত করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মূর্ত্তিত্রয়ই পুরুষের ; ইহাতে অনুমিত হয় যে, উক্ত ত্রিমূর্ত্তি অনুচরসহ বুদ্ধদেবের হইবে।

সীতামারীর উত্তর পূর্ব্ব কোণে, এক মাইল দূরে “বারত” নামক প্রসিদ্ধ এক প্রাচীন গ্রাম আছে। ইহার সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, তন্মধ্যেই মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম অবস্থিত ছিল। শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে বর্জ্জন করিলে তিনি এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন; এবং তৎকালে উক্ত মহর্ষির আদেশানুসারে সীতাদেবীর জন্য এই স্থানের বর্ণিত গুহা বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই প্রবন্ধে বর্ণিত আখ্যানের প্রকৃত তথ্য অবধারণ দুষ্কর। কারণ—জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত জনশ্রুতি ব্যতিরেকে এই বিষয়ের অন্য কোন প্রমাণ দৃষ্ট হয় না।

বিহার প্রদেশের অন্তঃপাতী যে কতিপদ জনপদ প্রাচীন কীর্ত্তি-চিহ্ন-বিশিষ্ট পরিলক্ষিত হয়, তন্মধ্যে গয়া জিলা সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ। ইহার তুল্য এত অধিক পুরাতন কীর্ত্তিমালার সমাবেশ আর কোন স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় না। এতদঞ্চলে পথপার্শ্বে, বৃক্ষের নিম্ন দেশে, পর্ব্বত-প্রান্তে, প্রাচীন গ্রাম-মধ্যে ও জনমানব-বিহীন কোন কোন স্থানে বিকীর্ণ প্রস্তর-মূর্ত্তি এবং কোন দুর্গ বা ভবনাদির ধ্বংসাবশেষ প্রায়শঃ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। কাল-বিবর্ত্তনে ঐ সমুদয় প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে অনেকগুলিরই ইতিবৃত্ত বিস্মৃতির তিমিরময় গর্ভে নিহিত হইয়াছে।

শাহাবাদ জিলা



রোহিতাশ্ব দুর্গ বা রোহ্তাস্ গড়ের ভগ্নাবশেষ

রোহিতাশ্ব দুর্গ

ত্রেতাযুগের যে পুণ্যশ্লোক ধর্ম্মপরায়ণ খ্যাতনামা মহীপাল হরিশ্চন্দ্র সত্য ও ধর্ম্মপালনার্থে তদীয় একমাত্র তনয় ও সহধর্ম্মিনীসহ ক্রীতদাসরূপে আত্মোৎসর্গ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই, সেই মহাপুরুষের পুত্র রোহিতাশ্ব কর্ত্তৃক তদীয় নাম সমন্বিত "রোহিতাশ্ব দুর্গ" বা অধুনা "রোহ্‌তাস্‌ গড়" নামক বর্ত্তমান সুপ্রসিদ্ধ দুর্গটী নির্ম্মিত হইয়াছিল—এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

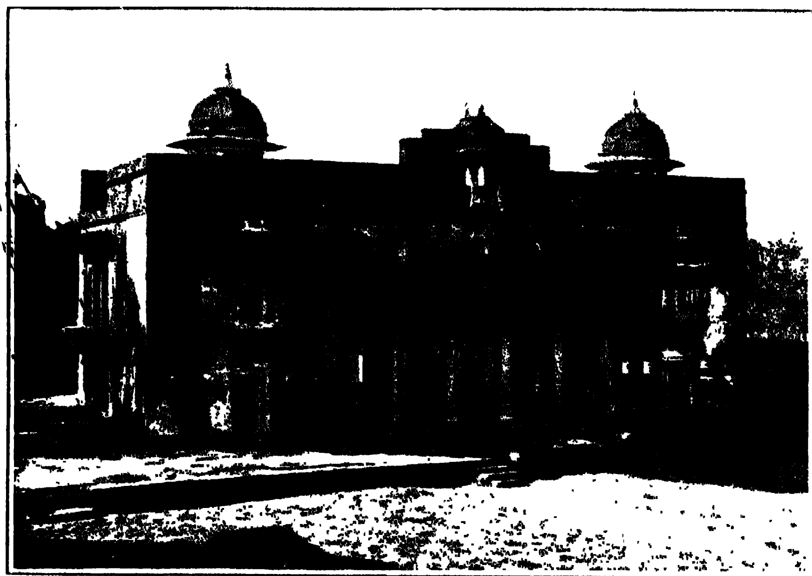
উল্লিখিত দুর্গ শাহাবাদ জিলার অন্তঃপাতী সাস্‌রাম নামক প্রাচীন জনপদের দক্ষিণ প্রান্তদেশস্থ এক উচ্চ পর্ব্বত পৃষ্ঠে অবস্থিত। দুর্গটী পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিক পর্য্যন্ত ৪ মাইল, উত্তর দক্ষিণে ৫ মাইল, এবং ইহার পরিধি ২৮ মাইল বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। দুর্গে উপস্থিত হইতে পর্ব্বত পাদদেশ অবধি কিঞ্চিদধিক ২ মাইল ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে হয়।

ফুলওয়ারী গ্রামস্থিত পর্ব্বতে ও সাস্‌রামের নিকটবর্ত্তী তারাচণ্ডী নামক পর্ব্বতগাত্রে এইরূপ লিপি উৎকীর্ণ আছে বলিয়া কথিত হয় যে, বর্ণিত রোহিতাশ্ব দুর্গ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জাপিল জনপদের ভূম্যধিপ মহানায়ক প্রতাপ ধবলের অধিকার ভুক্ত ছিল। উক্ত দুর্গের বিপরীত দিকে শোণ নদের দক্ষিণতীরবর্ত্তী বর্ত্তমান জাপলা নামে পরিচিত গ্রামটীই পূর্ব্বকালের সেই জাপিল নামক জনপদ বলিয়া অনুমিত হয়।

অধুনা রোহ্‌তাস্‌ নামে খ্যাত এই দুর্গ হইতে যে এক প্রস্তর ফলক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে উৎকীর্ণ লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, মহানায়ক প্রতাপ ধবল কর্ত্তৃক এই স্থানে কতিপয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দুর্গটীর সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত আর বিশেষ কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায় না; ইহার পূর্ব্ব অবস্থা ঘোর অন্ধকারে আবৃত। হুমায়ুন বাদশাহের ভারতবর্ষে রাজত্বকালে যে সময় পাঠানেরা রাষ্ট্রবিপ্লব আরম্ভ করে, সেই সময় উক্ত দুর্গ তদানীন্তন হিন্দু দুর্গাধিপতির হস্তচ্যুত হইয়া পাঠানগণের করগত হয়; তদবধিই ইহার প্রকৃত ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা বাবর বাদশাহ কালকবলে পতিত হইলে তদীয় পুত্র হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎকালে হুমায়ুন ও তাঁহার ভ্রাতার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে মোগল দরবারে নানা বিষয়ে ঘোর বিশৃঙ্খলা ঘটে। হুমায়ুনের রাজকার্য্যে এবংবিধ অব্যবস্থা দৃষ্টে মোগলসৈনিক বিভাগে নিযুক্ত সাস্‌রাম্‌ নিবাসী ফরিদ খাঁ বা শের খাঁ উপনামধারী স্থর্‌ বংশীয় জনৈক উৎসাহী পাঠান-যুবকের মনে উদিত হইল যে, এই সুযোগে ভারতবর্ষে নব প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ সাধনপূর্ব্বক অনায়াসেই পাঠান সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। তদুদ্দেশ্যে শের খাঁ বদ্ধ পরিকর হইয়া হুমায়ুনের অধীনস্থ কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক মোগলদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে মোগল ও পাঠানের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হয়। তৎকালে শের খাঁ যে প্রকার কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক বর্ণিত রোহিতাশ্ব দুর্গ হস্তগত করিয়াছিল,—সেই বিষয় মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ কর্ত্তৃক পারস্য ভাষায় লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাস সমূহে যেরূপ উল্লেখ আছে, তাহার মর্ম্ম নিম্নে বর্ণিত হইল।

হুমায়ুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া শের খাঁ নিশ্চিন্ত মনে যুদ্ধে রত থাকিবার জন্য স্বীয় পরিজনবর্গ ও নানা দেশ হইতে লুণ্ঠিত ধন রত্ন কোন নিরাপদ স্থানে সুরক্ষিত করিবার উপায় চিন্তা করিতে থাকে। এই কার্য্যের জন্য রোহিতাশ্ব গড় তাহার মনঃপূত হয়। কিন্তু চাতুরী ব্যতিরেকে বলপূর্ব্বক



রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত দরবারে আম—(৭৭ পৃষ্ঠা)



রাজঘাট নামক দুর্গ-দ্বার (৭৮ পৃষ্ঠা)

উক্ত দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকার করা যে অসম্ভব ইহাও উপলব্ধি করে। তখন শের খাঁ স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনার্থ প্রকৃত অভিসন্ধি গোপন করিয়া মূল্যবান্ উপঢৌকন সহ দুর্গাধিপতি রাজার সমীপে এই মর্ম্মে বিনীত ভাবে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করে যে, যদি তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ধন সম্পত্তিসহ তাহার পরিজনবর্গকে দুর্গে আশ্রয় প্রদান করিয়া হুমায়ুনের কবল হইতে রক্ষা করেন, তাহা হইলে শের খাঁ, রাজার এই মহত্ত্বের জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আজীবন আবদ্ধ থাকিবে। দুর্গাধিপতির সমীপে এবংবিধ লিপি প্রেরণ সহ তদীয় প্রার্থিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়ার উদ্দেশ্যে শের খাঁ চূড়ামণি নামক জনৈক ব্রাহ্মণ রাজমন্ত্রীকে গোপনে বহু অর্থ প্রদানপূর্ব্বক বশীভূত করে।

প্রথমতঃ দুর্গাধিপতি উক্ত উৎকোচগ্রাহী ব্রাহ্মণ সচিবের বাগ্‌জালে জড়িত হইয়া শের খাঁর আবেদন অনুমোদন করিতে বাধ্য হন বটে, কিন্তু অবশেষে স্বীয় অভিমত প্রত্যাহার করেন। তখন শের খাঁ, চূড়ামণিকে আরও অধিক অর্থ প্রেরণ পূর্ব্বক, যে প্রকারেই হউক তদীয় ঈপ্সিত বিষয়ে পুনরায় রাজার অনুমতি গ্রহণের জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়া পাঠায়; এবং সেই সঙ্গে রাজাকেও ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক এইরূপ এক লিপি প্রেরণ করে যে, যদি তিনি শের খাঁর আবেদন অগ্রাহ্য করেন, তবে হুমায়ুনের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে।

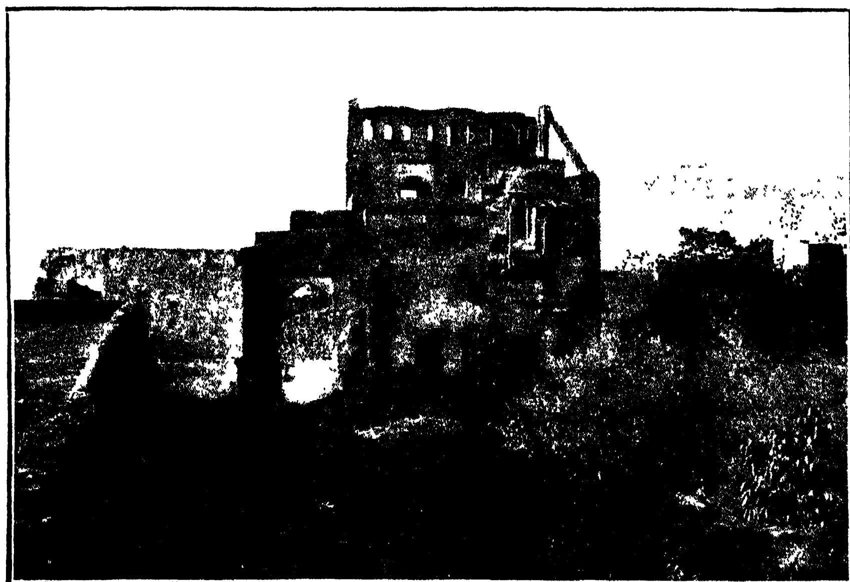
এদিকে ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ সচিবও রাজাকে নানা প্রকার আশঙ্কার কারণ দেখাইয়া বলে যে, আশ্রয় প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ না করা গুরুতর পাপ মধ্যে পরিগণিত, এই জন্য শের খাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করা কর্ত্তব্য নতুবা অপ্রক্ষালনীয় পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবে, তদপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়; অতএব চূড়ামণি আত্মহত্যায় কৃতসঙ্কল্প—এই প্রকার নানা বাক্য কৌশলে শেরখাঁর পরিজন বর্গকে দুর্গে আশ্রয় প্রদানের জন্য রাজাকে পুনঃ পুনঃ দৃঢ়রূপে উপরোধ করিতে থাকে। তখন ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু নৃপতি ব্রহ্মহত্যার পাপভার বহন করিবার ভয়েই হউক, কিংবা তাঁহার ভাগ্যরবি অস্তমিত হওয়াতেই হউক,

কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া শের খাঁর পরিজনবর্গকে দুর্গে আশ্রয় প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন।

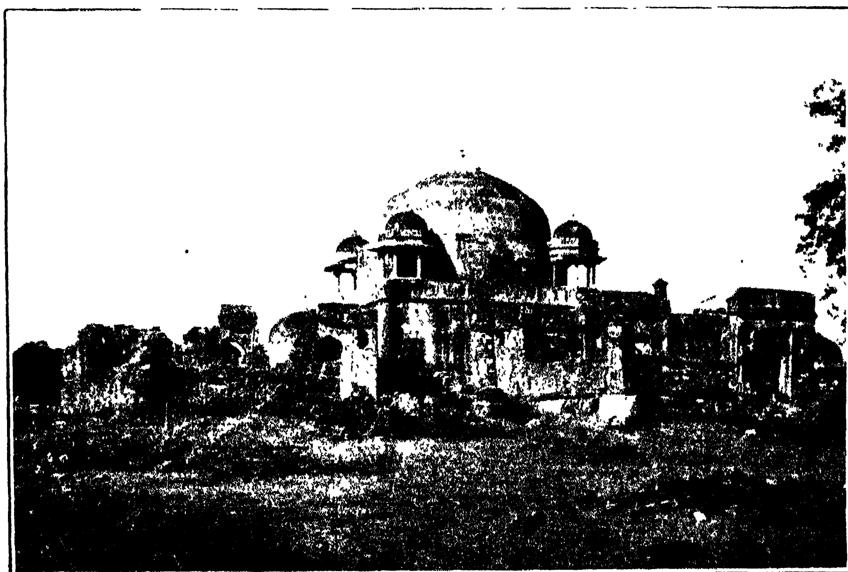
সুচতুর শের খাঁ এইরূপে দুর্গ প্রবেশের অনুমতি প্রাপ্ত হইলে, বহু শত শিবিকাতে স্ত্রীবেশে প্রচ্ছন্ন সশস্ত্র পাঠান সৈনিকগণকে আরোহণ করাইয়া কেবল সম্মুখগামী কয়েকটী শিবিকাতে কতিপয় বৃদ্ধা পাঠান স্ত্রীকে স্থাপন-পূর্ব্বক দুর্গ মধ্যে প্রেরণ করে। দুর্গ-দ্বার-রক্ষিগণ সম্মুখবর্ত্তী কয়েকখানি শিবিকামাত্র পরীক্ষা করিয়া তাহাতে স্ত্রীলোক দৃষ্টে সমস্ত শিবিকা পরীক্ষা করিতে বিরত হয়। এই প্রকার কোন বাধা বিঘ্ন ব্যতিরেকে সমুদয় শিবিকা দুর্গ মধ্যে নীত হইলে, পাঠান সৈনিকগণ তথা হইতে নির্গত হইয়া অকস্মাৎ চতুর্দ্দিক আক্রমণ করে, এবং শিবিকা বাহকগণও দুর্গবাসীদিগের উপর যষ্টি প্রহার করিয়া পাঠান সৈনিকগণের সাহায্য করিতে থাকে।

শের খাঁ দুর্গ আক্রমণের জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল, দুর্গদ্বার উন্মুক্ত পাইয়া সসৈন্যে দুর্গে প্রবেশ পূর্ব্বক নৃশংসভাবে হত্যা ও লুণ্ঠন ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। হতভাগ্য দুর্গাধিপতি যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্বেও যবন-কবল হইতে দুর্গ রক্ষা করিতে অকৃতকার্য্য হইলে দুর্গের পশ্চাৎ দ্বার দিয়া কোনরূপে পলায়নপূর্ব্বক জীবন রক্ষা করেন বলিয়া "তারিখে ফিরিস্তা" ও আর দুই একটী পারস্য ভাষায় লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসে উল্লেখ আছে। কিন্তু—"সৈয়রুউল্ মুতাখ্খরিন্" নামক উক্ত ভাষায় লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে যে, দুর্গাধিপতি দুর্গ মধ্যেই পাঠানগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। অর্থলোভী ব্রাহ্মণের দুষ্কৃতির ফলে ভারতবর্ষের একটী অতি প্রাচীন সুবিখ্যাত দুর্গের এবং হিন্দু দুর্গস্বামীর এবংবিধ শোচনীয় পরিণাম ঘটে।

শের খাঁ এইরূপে দুর্গাধিপতির সৌজন্যের প্রতিদান স্বরূপ কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক বর্ণিত দুর্ভেদ্য রোহিতাশ্ব দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হয়। তখন তন্মধ্যে স্বীয় পরিজনবর্গকে ধনরত্নসহ সুরক্ষিত করিয়া নিরুদ্বেগ-চিত্তে হুমায়ুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়; এবং তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভূত



রোহিতাশ্ব দুর্গমধ্যস্থ একটী প্রাচীন ভগ্ন গৃহ (৭৮ পৃষ্ঠা)



রোহিতাশ্ব দুর্গমধ্যস্থ একটী ভগ্ন মসজিদ্ (৭৯ পৃষ্ঠা

করতঃ ভারত ভূমি হইতে বিদূরিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণপূর্ব্বক শের শাহ নাম ধারণ করে।

কেবল এই একটী কার্য্যের জন্য শের শাহের নাম কলঙ্কিত। নতুবা—পান্থনিবাস নির্ম্মাণ, পরিশ্রান্ত পথিকগণের বিশ্রামার্থ পথপার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী রোপণ ও পিপাসা নিবারণার্থে কূপ খনন প্রভৃতি বহুবিধ সংকার্য্য তৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। তৎসমুদয়ের মধ্যে অধুনা গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড্ নামে পরিচিত যে সুদীর্ঘ রাজবর্ত্ম বঙ্গদেশ ও পঞ্চনদ প্রদেশকে সংযুক্ত করিয়াছে, তাহা ভারতভূমিতে সুপ্রসিদ্ধ।

স্বনামধন্য সম্রাট আক্‌বর্ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রাগুক্ত রোহিতাশ্ব দুর্গ মোগল অধিকারভুক্ত হয়। অধুনা তদভ্যন্তরে যে সমুদয় সৌধমালা প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে, তাহার অধিকাংশই সেই সময়ে নির্ম্মিত।

অম্বরের (অমের) অধিপতি রাজা মানসিংহ শাহানিশাহ আকবর কর্ত্তৃক সুবে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত হইয়া আগমন করিলে, উক্ত রোহিতাশ্ব-দুর্গ সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য অবলোকন করিয়া তাহাতে বাস করিতে মনস্থ করেন। তদুদ্দেশ্যে তিনি ইহার সম্পূর্ণরূপ জীর্ণসংস্কার করাইয়া—তদভ্যন্তরে বাসোপযোগী নিকেতনাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস স্থাপন করেন।

তৎকালে নির্ম্মিত 'দর্‌বার-ই-আম্" নামে খ্যাত প্রকাণ্ড রাজসভাভবন "শিশমহল" নামক অন্তঃপুরস্থ তদীয় শয়নাগার, "পূজাগৃহ" "বারদরী" বা "রঙ্গমহল" ইত্যাদি অট্টালিকারাজি ও কতিপয় বৃহৎ তোরণ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। তৎসমুদয়ের মধ্যে দুই পার্শ্বে দুইটী হস্তিমূর্ত্তি শোভিত যে এক বৃহৎ তোরণ রাজঅন্তঃপুরের প্রবেশপথে অবস্থিত, ইহা "হাথীয়া পুল" নামে প্রসিদ্ধ এবং ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে অম্বররাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া তোরণ দ্বারের ঊর্দ্ধদেশস্থ উৎকীর্ণ লিপি হইতে অবগত হওয়া যায়।

রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত রোহিতাশ্ব দুর্গ-মধ্যস্থ বর্ণিত নিকেতনাদি

সৌন্দর্য্যে যদিও ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ কিংবা দাক্ষিণাত্যের কারুকার্য্যবিশিষ্ট অট্টালিকাদির তুল্য নহে; তথাপি এই সমুদয় ভবন, বিহার প্রদেশে তৎকালনির্ম্মিত নিকেতনাদি হইতে শ্রেষ্ঠতর ও সুপ্রসিদ্ধ।

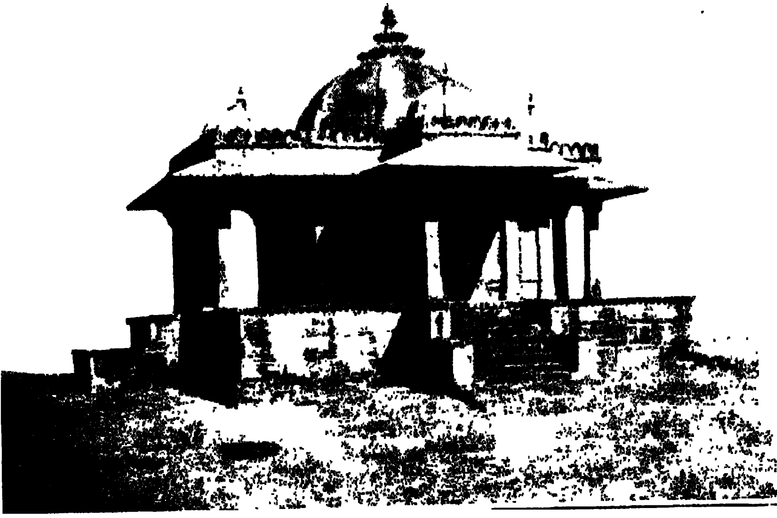
দুর্গের প্রবেশদ্বার নিচয়ের মধ্যে "রাজঘাট" নামক যে সুপ্রসিদ্ধ তোরণ আছে; তাহার দ্বারদেশ হইতে শোণ নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত জঙ্গলাকীর্ণ এক প্রস্তরবর্ত্মের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ইহার সম্বন্ধে এবংবিধ কথিত আছে যে পূর্ব্বকালে রাজ অন্তঃপুর-চারিণী মহিলাগণ নদীতে অবগাহন করিতে এবং রাজা ও রাজমহিষীগণ তরণীযোগে নদীবক্ষে বিচরণ করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত পথে সচরাচর গমনাগমন করিতেন।

দুর্গমধ্যস্থ এক শিলাস্তূপের ঊর্দ্ধদেশে যে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত অতি প্রাচীন মন্দির অবস্থিত, ইহার সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, পূর্ব্বে তন্মধ্যে রোহিতাশ্বের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল; ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক উহা বিধ্বস্ত হইয়াছে। উক্ত মন্দিরের চতুর্দ্দিকে কারুকার্য্য বিশিষ্ট বহুসংখ্যক বিক্ষিপ্ত ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড দৃষ্টিপথে পতিত হয়। মন্দিরে গমন করিবার জন্য শিলাস্তূপের পাদদেশ হইতে ঊর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত প্রস্তর-সোপানশ্রেণী নির্ম্মিত আছে।

উল্লিখিত পাষাণ স্তূপের সমীপবর্ত্তী গুম্বজাকৃতি পঞ্চশিখরবিশিষ্ট এক প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দিরের অভ্যন্তরে নৃপতি হরিশ্চন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল—এবং ইহাও ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। মূর্ত্তি দুইটী এইরূপে বিধ্বস্ত হওয়ার বিষয় সৈয়দ ওলদ হৈদর কর্ত্তৃক উর্দ্দু-ভাষায় বিরচিত বিহার ও উড়িষ্যার ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত হইল।

নৃপতি হরিশ্চন্দ্র ও রোহিতাশ্বের যে মূর্ত্তিদ্বয়ের বিষয় উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা দুর্গনিবাসিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইত—এইরূপ অবগত হওয়া যায়।

অম্বরাধীশ্বর মানসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নিকেতনাদি এবং উল্লিখিত দুইটী মন্দির ব্যতিরেকে আরও যে কতিপয় ভবনাদির ভগ্নাবশেষ দুর্গ-মধ্যে পরিলক্ষিত হয়; ঐ সমুদয় সম্ভবতঃ প্রাগুক্ত মহানায়ক প্রতাপ ধবল ও



হরিশ্চন্দ্র-মন্দির (৭৮ পৃষ্ঠা)



রোহিতাশ্ব দুর্গ-মধ্যস্থ একটী অতি প্রাচীন ভবনের ধ্বংসাবশেষ
(৭৯ পৃষ্ঠা)

তৎপরবর্ত্তী দুর্গাধিপতিগণের সময় নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। উক্ত নিকেতনাদির ভগ্নাবশেষ মধ্যে যে একটী অতি জীর্ণ, ধ্বংশ কবলে পতিত প্রস্তর-ভবন অবস্থিত, তাহাকে রোহিতাশ্বের সময় নির্ম্মিত বলিয়া লোকে নির্দ্দেশ করে। যাহা হউক ইহার সত্যতা নির্দ্ধারণ করা দুষ্কর হইলেও, এই ভগ্ন নিকেতন যে অতি প্রাচীন সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রাচীন কালের প্রস্তর নির্ম্মিত সৌধমালার যে সমস্ত ভগ্নাবশেষ পুরাতন দিল্লীতে কুতুবমিনারের নিকট অবস্থিত, বর্ণিত বিধ্বস্ত নিকেনতটী প্রায় তদনুরূপ। কেবল—ঐ সমুদয় ভগ্ন সৌধমালার ন্যায় ইহাতে শিল্পকৌশল পরিলক্ষিত হয় না।

ইদানীং "রোহ্‌তাস্ গড়" নামে সুপ্রসিদ্ধ পূর্ব্ববর্ণিত দুর্গ শের খাঁর করায়ত্ত থাকিবার সময়—জামে মস্‌জিদ্ অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের ভজনালয় হব্‌শ্ খাঁর মকবরা প্রভৃতি মুসলমানগণের সমাধিমন্দির ও মস্‌জিদ্ তৎকর্ত্তৃক দুর্গাভ্যন্তরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অধুনা ঐ সমুদয়ের অবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক নহে। অতি শোচনীয় দশাগ্রস্ত যে একটী মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ এই স্থানে দৃষ্ট হয়, উহা ঔরঙ্গজেব্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মসজিদের বিধ্বস্ত অংশ বলিয়া কথিত হয়।

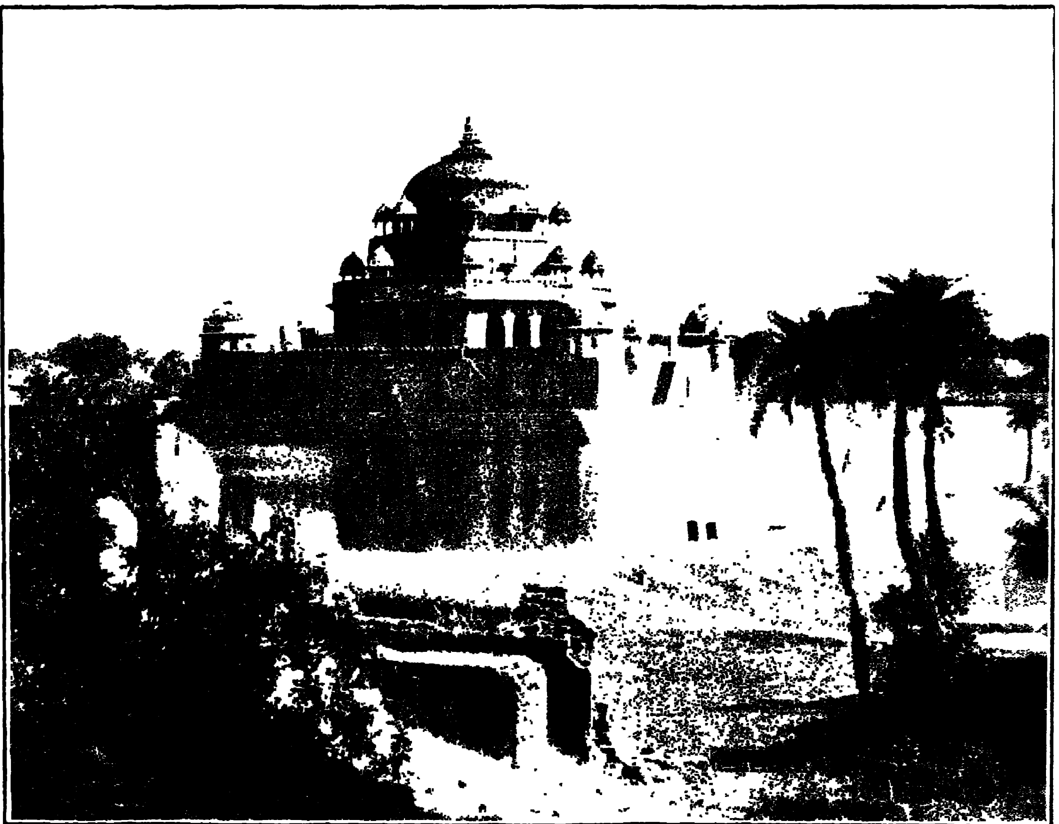
বর্ণিত রোহিতাশ্ব দুর্গ-মধ্যে অম্বরাধিপতি মানসিংহ যে সমুদয় সৌধমালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার অল্পদূরে—পর্ব্বত-পৃষ্ঠের পশ্চিম প্রান্তে, সহস্রাধিক ফিট্ গভীর এক বিবর দৃষ্টিপথে পতিত হয়। জনসাধারণ ইহাকে "দরবেশের কবর" নামে অভিহিত করে। উক্ত গহ্বরের এই আখ্যা প্রাপ্তির সম্বন্ধে এবংবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্ত-পদ জনৈক দরবেশ বর্ণিত কন্দর-মধ্যে তিনবার বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু তিনবারই ঐ দরবেশ অক্ষত দেহে গহ্বর নিম্ন হইতে নির্গত হয়, এই কারণ বশতঃই ইহা "দরবেশের কবর" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

দুর্গের অভ্যন্তরে যে সমস্ত জলাশয় দৃষ্টিপথে পতিত হয়, ঐ সমুদয় রোহিতাশ্বের সময় খনিত হইয়াছিল—এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

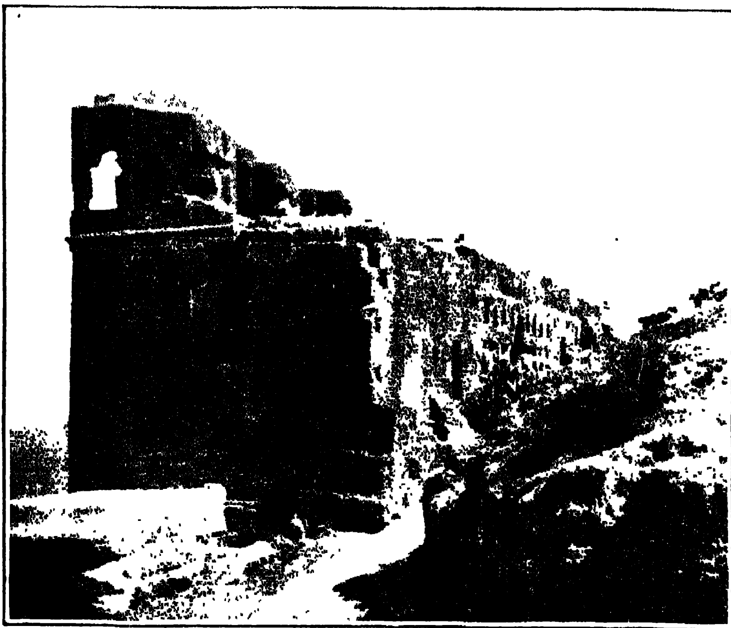
শেরশার মকবরা।

সাস্‌রাম জনপদস্থ এক বৃহৎ সরোবরের মধ্যদেশে শের্ শাহের অতি মনোরম প্রস্তর-নির্ম্মিত সমাধি মন্দিরটি অবস্থিত। এতদঞ্চলে ইহার তুল্য সুদৃশ্য ভবন আর দ্বিতীয় নাই। এই প্রদেশের মধ্যে ইহা অদ্বিতীয় স্থাপত্য শিল্পের আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হয়। এতদ্ব্যতিরেকে শেরশাহের পিতা হুসেন খাঁর সমাধি মন্দির এবং বাসগৃহের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি এই স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। উক্ত ভগ্ন গৃহাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই জনপদ মধ্যে হুসেন খাঁ জনৈক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিল। তদীয় মকবরাটী শের শাহের সমাধি মন্দিরের তুলনায় যদিও সৌন্দর্য্যে কিঞ্চিৎ হীন, তথাপি ইহা এতদঞ্চল মধ্যে বিশেষ একটী স্থপতি কার্য্যের আদর্শ বলিয়া পরিগণিত। বর্ণিত দুইটী সমাধি মন্দিরই সুরক্ষিত।

হুসেন খাঁর মকবরা ও বাসগৃহ



শেরশাহের সমাধি মন্দির সাস্‌রাম



নবরত্ন নামক ভোজরাজ-নিকেতনের ভগ্নাবশেষ—ভোজপুর
(৮৩ পৃষ্ঠা)



নবরত্ন নামক ভোজরাজের বিধ্বস্ত নিকেতন—ভোজপুর (৮৩ পৃষ্ঠা)

ভোজপুর

শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ডুমরাওঁ ষ্টেশনের দুই মাইল উত্তর দিকে "ভোজপুর" নামক এক প্রাচীন গণ্ড গ্রাম আছে। এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, একদা ঐ গ্রাম নৃপতি ভোজের সুবিখ্যাত রাজধানী এবং এক সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। উক্ত গ্রাম-মধ্যে যে কতিপয় নিকেতনাদির ভগ্নাবশেষ অধুনা পরিলক্ষিত হয়, সেই সমুদয় ভোজরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ভবনাদির বিধ্বস্ত অংশ বলিয়া তৎপ্রদেশস্থ জনসাধারণে নির্দ্দেশ করে।

ভারতবর্ষে ভোজ নামে খ্যাত একাধিক নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন—এইরূপ ইতিহাসে উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে দুই জন ভোজরাজ সুপ্রসিদ্ধ। প্রথমতঃ কান্যকুব্জের অধিপতি খ্যাতনামা মহারাজাধিরাজ ভোজের বিষয় উল্লেখ যোগ্য। তদীয় সমসাময়িক ভারতবর্ষের নৃপতিগণের মধ্যে তিনি এক জন প্রবল প্রতাপান্বিত মহীপাল ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি বাহুবলে কাশ্মীর পর্য্যন্ত ভারতের সমস্ত উত্তরাংশে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। তদীয় রাজত্বকাল খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী বলিয়া "পেহবা", "গোয়ালিয়র" ও "দেওগড়ের" শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায়।

উক্ত কান্যকুব্জের অধীশ্বর ভোজরাজের পরই মালবাধিপতি "প্রমার" বা "পোঁয়ার" বংশীয় খ্যাতনামা ভোজরাজ ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। তিনি "ধারা" নগরীতে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক ১০১৮ হইতে ১০৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য

শাসন করিয়াছিলেন, ইতিহাস হইতে এইরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়। কথিত আছে যে, তিনি একজন সুবিখ্যাত বিদ্যোৎসাহী ভূপতি ছিলেন ; তজ্জন্য তাঁহার রাজসভা সর্ব্বদা বিদ্বজ্জনমণ্ডলীতে পূর্ণ থাকিত।

পরম্পরাগত প্রবাদ এই যে, তিনি ভুবনবিখ্যাত প্রবল প্রতাপশালী মহীপাল বিক্রমাদিত্যের রাজসিংহাসন উদ্ধার করিয়া তদুপরি আরোহণ করিতে প্রয়াস পান ; কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। এতৎসম্বন্ধে "দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা" নামক একখানি উপাখ্যান গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল এবং এতদ্ব্যতিরেকে তাঁহার সম্বন্ধে আরও যে কতিপয় সংস্কৃত গ্রন্থ বিরচিত হইযাছিল, সেই সমস্ত অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তদীয় রাজ্য-মধ্যে নানাবিধ উৎপাত ও রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছিল, সেই জন্য তিনি শেষ জীবনে বহু কষ্টে কালযাপন করিয়াছিলেন—ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্ট হয়।

উল্লিখিত "ভোজ" নামে সুপ্রসিদ্ধ মহীপতিদ্বয়ের মধ্যে কোন্ নৃপাল এতৎপ্রদেশে আগমনপূর্ব্বক বর্ত্তমান "ভোজপুর" নামে পরিচিত জনপদ স্থাপিত করিয়াছিলেন—এবং তন্নিবন্ধন উক্ত গ্রাম তদীয় রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহার যথাযথ কোন প্রামাণিক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ভোজপুর নামক উল্লিখিত জনপদ "ধারা" নগরীর অপেক্ষা কান্যকুব্জের নিকটে অবস্থিত। সেই কারণে শেষোক্ত প্রদেশের অধীশ্বর ভোজরাজ কর্ত্তৃক উক্ত জনপদ স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক ; কিন্তু কথিত আছে যে উহা মালবাধিপতি ভোজ কর্ত্তৃকই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এতৎসম্বন্ধে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অধুনা "শাহাবাদ জিলা" নামে পরিচিত প্রদেশ যে সময়ে ভারতের আদিমনিবাসীগণের অধিকারভুক্ত ছিল, সেই সময় মালবাধিপতি ভোজরাজ বহুসংখ্যক রাজপুত সৈনিক সমভিব্যাহারে তদীয় রাজধানী ধারা নগরী হইতে এতদঞ্চলে আগমন করেন। তখন—এতৎপ্রদেশস্থ "চিরো" জাতীয় আদিম-নিবাসিগণের অধিপতি, অপরিচিত জনৈক সেনানায়ককে অগণিত সৈন্যসহ

স্বীয় রাজ্যে উপস্থিত দৃষ্টে, সসৈন্যে ভোজরাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে, উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হয়। এইরূপে কিয়দ্দিবস ব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধের পর, নৃপতি ভোজ,—চিরোরাজকে সমর-প্রাঙ্গনে নিহত করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিলে, এই প্রদেশ স্বীয় অধিকারে আনয়নপূর্ব্বক তদীয় রাজধানী স্বরূপ বর্ত্তমান ভোজপুর নামক গ্রামটী প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎকাল অবধি উক্ত জনপদ ভোজরাজের রাজধানী "ভোজপুর" নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

উল্লিখিত জনশ্রুতি অযথা বলিয়া বোধ হয় না। কারণ—এতদঞ্চল নিবাসী ডুমরাওঁ রাজগণ, উজ্জয়িনীর ভুবনবিখ্যাত স্বনামধন্য মহীপাল বিক্রমাদিত্যের বংশোদ্ভব প্রমার বা পোঁয়ার ক্ষত্রিয় বলিয়া সর্ব্বজনসমাজে পরিচিত।

বর্ণিত ভোজপুর গ্রামে অবস্থিত যে সমুদয় ভগ্ন অট্টালিকাদি নৃপতি ভোজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তন্মধ্যস্থ সুদীর্ঘ ও বৃহৎ এক ভগ্ন নিকেতনকে "নবরত্ন নামক রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বলিয়া তদঞ্চলনিবাসিগণ নির্দ্দেশ করে। জ্ঞাত হওয়া যায় যে, পূর্ব্বে উহা অনেক উচ্চ ছিল, কাল-বিবর্ত্তনে উহার ঊর্দ্ধাংশ ক্রমশঃ বিধ্বস্ত হইয়া অধুনা এবংবিধ খর্ব্বাকৃতি ধারণ করিয়াছে।

উক্ত ভগ্ননিকেতনের সন্নিহিত যে এক বিস্তীর্ণ উচ্চভূমি খণ্ড আছে, তদ্গর্ভে আরও গৃহাদির ভগ্নাবশেষ নিহিত আছে,—এইরূপ সম্ভাবিত হয়। এই স্থানে অবস্থিত ভগ্ন নিকেতনাদির মধ্যে কতকগুলিতে যাবনিক স্থাপত্য শিল্পের চিহ্ন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অনুমিত হয় যে, ঐ সমস্ত গৃহাদি বহু প্রাচীন কালের নির্ম্মিত নহে। উল্লিখিত নিকেতনাদির ভগ্নাবশেষ ব্যতিরেকে এই গ্রাম মধ্যে দুই তিনটী মুসলমানগণের সমাধিও দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

কোন এককালে—ভোজপুর নামে খ্যাত জনপদটী গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। ইদানীং যদিও গঙ্গা এই স্থান হইতে দূরে প্রবাহিত হইতেছে, তথাপি প্রাচীনকালের গঙ্গা প্রবাহের নিদর্শন অদ্যাপি গ্রাম-প্রান্তে বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভারতীয় স্মৃতি
কথা ও চিত্র

এলাহাবাদ জিলা

কৌশাম্বী

রামায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থমালা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, পুরাকালে বৎস্যদেশে “কৌশাম্বী” নামক এক সুপ্রসিদ্ধ নগরী ছিল এবং তাহাতে বহুকাল পর্য্যন্ত হিন্দু ও বৌদ্ধ নৃপতিগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। কালবিবর্ত্তনে কৌশাম্বী নাম বিলুপ্ত হইলেও প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ইদানীং ইহার অবস্থিতিস্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

এলাহাবাদ জিলার অন্তঃপাতী কড়ারী পরগণায় যমুনার উত্তরতীরে “কোসম্ ইনাম্” ও “কোসম্ খিরাজ” নামক পরস্পর সংলগ্ন দুইটী গ্রাম আছে। উক্ত দুই গ্রামস্থ কতিপয় প্রাচীন চিহ্ন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং কৌশাম্বীর সহিত কোসম্ নামের সাদৃশ্য থাকা নিবন্ধন জেনারল কানিংহাম নির্দ্ধারণ করেন যে, এই স্থানেই পুরাকালের সেই সুপ্রসিদ্ধ কৌশাম্বী নগরী অবস্থিত ছিল। খ্যাতনামা ইতিবৃত্তকার মিষ্টর ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ্‌ ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু জেনারল কানিংহামের মতপরিপোষক এইরূপ বহু নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়—যাহাতে তাহার নির্দ্ধারণ সন্দেহ করিবার কোন হেতু দৃষ্ট হয় না। উক্ত নিদর্শননিচয়ের মধ্যস্থ কতকগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

বর্ত্তমান কোসমের নিকট “কড়া” ও “পাভোসা” নামক যে দুইটী গ্রাম অবস্থিত, তন্মধ্যে উক্ত “কড়া” হইতে রাজা যশঃপালের শাসন কালীয় যে এক শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে,

"পাভোসা" কৌশাম্বী মণ্ডলীর অন্তর্গত এবং "কড়া" নামক জনপদের অধিপতির অধীনে ছিল।

উক্ত শিলালিপির প্রতিলিপি—

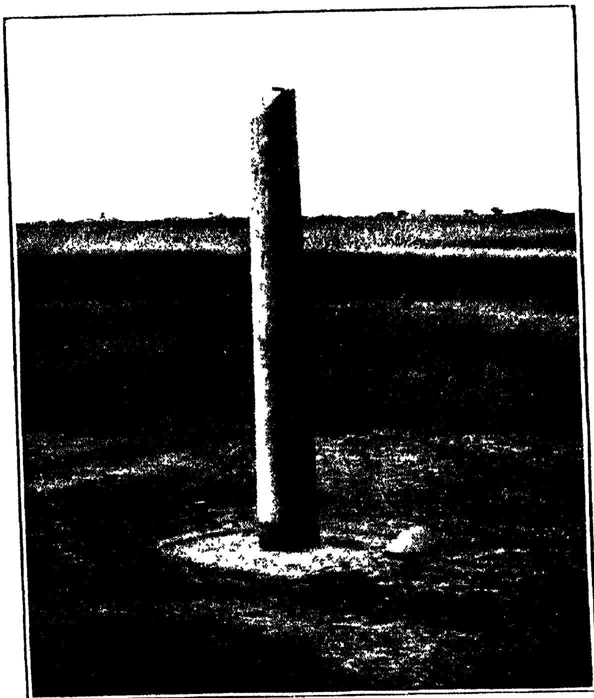
"সংবত ১০৯৩ আষাঢ়—সুদী ১
অদ্যেহ শ্রীমত করে মহারাজাধিরাজ শ্রীযশঃপালঃ
কৌসাংবমণ্ডলে পয়হাসগ্রামে মহাংতমনু সমাদিশতি
যথা পভোসে কীয় মাথুর বিক্রষ্য শাসনত্বং প্রসাদোংকৃত্য
মত্বভাগমোধাকর হিরণ্যপত্য দায়াদিকং মস্বোপন তথামিতি দসবম্বেন
সহধিকং ঢাল দৃতং পোত্রালাভং...দং..."

প্রয়াগ-দুর্গ-মধ্যে ইদানীং যে অশোক-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত আছে, পূর্ব্বে ঐ স্তম্ভ কৌশাম্বীতে ছিল এবং জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ কর্ত্তৃক উহা এই স্থান হইতে অপসারিত হইয়া উক্ত দুর্গের মধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল– এইরূপ কথিত আছে।

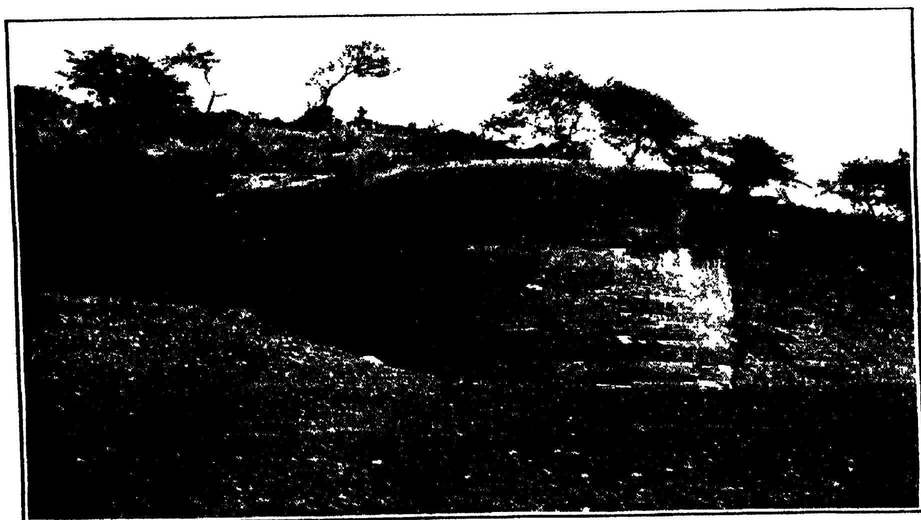
প্রায় ২৪০ বর্ষ খৃষ্টপূর্ব্বে কৌশাম্বী নগরী ভুবনবিখ্যাত সম্রাট্ অশোকের সাময়িক রাজধানী থাকিবার কালে, উল্লিখিত স্তম্ভ তৎকর্ত্তৃক এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সেই সময় কৌশাম্বী নগরী তদীয় স্থায়ী রাজধানী পাটলীপুত্রের তুলনায় মাত্র সমৃদ্ধিতে দ্বিতীয় ছিল।

প্রাগুক্ত শিলাস্তম্ভ-গাত্রে যে লিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহাতে কৌশাম্বীর বিষয় উল্লেখ থাকাতে এই স্থানই যে পুরাকালের সেই সুপ্রসিদ্ধ কৌশাম্বী পুরী, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। উক্ত স্তম্ভের গাত্রস্থ লিপির প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"যে (আ) ন পয়তি কোসংবিয় মহম্ (।) ত...
মঃ সংঘস্ (ই) ত (অ) চিয়ে সংঘংভাখতি
ভিখু ব ভিখুনীয়া (দ) উসানি নংধাপয়িতু
আন (যে) স..."



কৌশাম্বী দুর্গের মধ্যস্থ ভৈরবনাথ বা
রামকিছড়ী নামক প্রস্তর-স্তম্ভ (৮৯ পৃষ্ঠা)



কৌশাম্বী দুর্গের এক অংশ (৯১ পৃষ্ঠা)

মিষ্টর ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ উক্ত লিপির এবংবিধ ব্যাখ্যা করেন ঃ—শ্রদ্ধেয় নৃপতি কৌশাম্বীর কর্ম্মচারিগণের প্রতি নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করেন—সংঘের নিয়ম পরিত্যক্ত হইবে না; ভিক্ষু কিংবা ভিক্ষুণী যে কেহ সংঘের নিয়ম ভঙ্গ করিবে, তৎকাল হইতে তাহাকে শ্বেত বর্ণের বেশ ধারণ করিতে বাধ্য হইতে হইবে এবং ধর্ম্মযাজকগণের জন্য নির্দ্ধারিত স্থানে বাস করিতে পারিবে না।

প্রয়াগ-দুর্গের মধ্যস্থিত প্রস্তর-নির্ম্মিত অশোকস্তম্ভের অনুরূপ একটী ভগ্নমস্তক শিলাস্তম্ভ কৌশাম্বীদুর্গের ধ্বংসাবশেষ-মধ্যে প্রোথিত আছে। ইহাও অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়। গুপ্তবংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকাল অবধি যে সমস্ত তীর্থযাত্রী ও পরিব্রাজক এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকে স্বীয় নাম উক্ত স্তম্ভ-গাত্রে লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ সমস্ত উৎকীর্ণ লিপির মধ্যে জনৈক সোনী বৈষ্ণব কর্ত্তৃক যে লিপি সম্রাট্ আক্‌বরের রাজত্বকালে খোদিত হইয়াছিল, তাহাতে এই স্থানই কৌশাম্বী বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

> "মোগল পাতীসাহ অকবর পাতসাহরাজী শ্রীগণেশ
> সংবত ১৬২১ চৈত্র বদী বারানয় মেঁ কৌসাংবীপুর—নাগনীক
> সোনী...মুখ দর্শন বৈষ্ণবদর্শন...সোনীহু কো দেব-
> ভৈরব অনংদসুত..."

উল্লিখিত লিপি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বর্ত্তমান "কোসম্" গ্রামটীই যে পুরাকালের কৌশাম্বী নামক সেই সুবিখ্যাত নগরী ইহা বিশ্বাস করিতে কোন দ্বিধা থাকিতে পারে না। কথিত আছে যে, এই শিলাস্তম্ভ পূর্ব্বে "ভৈরবনাথ নামে খ্যাত ছিল এবং জনসাধারণ কর্ত্তৃক পূজিত হইত। অধুনা ইহা "রামকি ছড়ী" নামে অভিহিত হয়।

যে সমুদয় শিলালিপির প্রতিলিপি এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সমুদয় "মাধুরী" নামক হিন্দী ভাষায় প্রচারিত মাসিক পত্রিকায় শ্রীযুত ভাগীরথী প্রসাদ কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত হইল।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দিল্লীর পাঠান অধিপতি সুলতান বলবণ

যখন এলাহাবাদের অন্তর্গত বর্ত্তমান কোসমের সমীপবর্ত্তী "কড়া" নামক জনপদ আক্রমণ করেন,—সেই সময় কৌশাম্বী জনৈক রাণীর শাসনাধীন ছিল বলিয়া কথিত হয়। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, কৌশাম্বী কড়ার নিকট অবস্থিত।

দিগম্বর জৈনদিগের নিকট অতি প্রাচীনকাল অবধিই এই স্থান পুরাকালের বৎস্যদেশস্থ কৌশাম্বী পুরী বলিয়া পরিচিত। এই স্থানে তাহাদিগের একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাতে অদ্যাপি নিত্য নৈমিত্তিক সেবা পূজা হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতিরেকে এই স্থানই যে বৎসদেশের অন্তর্গত প্রাচীন কালের সেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৌশাম্বী নগরী—ইহার আরও নিদর্শন আছে; বাহুল্য ভয়ে ঐ সমুদয় উল্লেখ করা হইল না।

রামায়ণ বালকাণ্ডের দ্বাত্রিংশ সর্গ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ব্রহ্মতনয় কুশ নামক জনৈক মহাতপস্বীর "কুশাম্ব," "কুশনাভ," "অমূর্ত্তরজ" ও "বসু" নামক চারিজন পুত্র ছিল। উক্ত "কুশ" নামে খ্যাত পুরুষ ক্ষাত্রধর্ম্ম বিস্তার করণোদ্দেশে তদীয় পুত্র চতুষ্টয়কে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক প্রজাপালন করিতে উপদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে তাঁহারা প্রত্যেকে নানা প্রদেশে এক একটী জনপদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজ্য শাসন করেন। তন্মধ্যে কুশাম্ব কর্ত্তৃক যে জনপদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইহাই "কৌশাম্বীপুরী" নামে খ্যাত।

> "কুশাম্বং কুশনাভঞ্চ অমূর্ত্তরজসংবসুম্।
> দীপ্তিযুক্তান্ মহোৎসাহান্ ক্ষাত্রধর্ম্মচিকীর্ষয়া ॥৩
> তানুবাচ কুশঃ পুত্রান্ ধর্ম্মিষ্ঠান্ সত্যবাদিনঃ।
> ক্রিয়তাং পালনং পুত্রাধর্ম্মং প্রাপ্স্যথ পুষ্কলম্ ॥৪
> কুশস্য বচনং শ্রুত্বা চত্বারো লোকসত্তমাঃ।
> নিবেশঞ্চক্রিরে সর্ব্বে পুরাণাং নৃবরাস্তদা ॥৫
> কুশাম্বস্তু মহাতেজা কৌশাম্বী মকরোৎ পুরীম্।"

বাল্মীকি রামায়ণ। বালকাণ্ড দ্বাত্রিংশসর্গঃ।

বর্ণিত কৌশাম্বীপুরীর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহ প্রাচীনকালে কৌশাম্বী-মণ্ডলী কিংবা বৎস্যদেশ নামে অভিহিত হইত—পুরাণাদি গ্রন্থ হইতে এইরূপ অবগত হওয়া যায়।

বিষ্ণুপুরাণে দৃষ্ট হয় যে, গঙ্গার বন্যাতে হস্তিনাপুর ধ্বংস হইয়া গেলে অর্জ্জুনের বংশধরগণের মধ্যস্থ অষ্টম পুরুষ নিচক্ষু বা নিচক্রুর নেতৃত্বে পাণ্ডবগণ কৌশাম্বীতে আগমন পূর্ব্বক রাজ্য স্থাপন করেন; এবং তৎপরবর্ত্তী চতুর্ব্বিংশতি পুরুষ ক্ষেমক পর্য্যন্ত তাঁহারা একাধিক্রমে এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

"শতানীকাদশ্বমেধদত্তো ভবিতা, তস্মাদপ্যধিসীমকৃষ্ণঃ, অধিসীমকৃষ্ণাৎ নিচক্ষুঃ।
যো গঙ্গয়াপহৃতে হস্তিনাপুরে কৌশাম্ব্যাং নিবৎস্যতি॥"

বিষ্ণুপুরাণ ৪।২১

উক্ত পুরাণ হইতে ইহাও জ্ঞাত হওয়া যায় যে,—নিচক্ষুর বংশধরগণের মধ্যে ক্ষেমক নামক নৃপতিই ঐ বংশের শেষ রাজা ছিলেন। তাঁহার সহিতই কলিতে উক্ত বংশ বিলুপ্ত হয়।

"ব্রহ্মক্ষত্রস্য যো যোনির্বংশো রাজর্ষিসৎকৃতঃ।
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থাংপ্রাপ্স্যতে কলৌ॥৪॥"

(বিষ্ণুপুরাণ ৪।২১)

পূর্ব্ববর্ণিত "নিচক্ষু" বা "নিচক্রু" নামে খ্যাত ভূপতি হস্তিনাপুর হইতে এই প্রদেশে আগমন করিয়া কৌশাম্বী নগরীতে রাজধানী স্থাপন-পূর্ব্বক যে সময় রাজত্ব করিয়াছিলেন, তৎকালে উক্ত নগরী বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল—এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

ইদানীন্তন "কোসম" নামক গ্রাম মধ্যে মৃত্তিকা ও ইষ্টক নির্ম্মিত যে একটী বৃহৎ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়, ইহা পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া জনসাধারণে বলে। উক্ত দুর্গের পরিধি ন্যূনকল্পে ৪½ মাইল; প্রাকারের উচ্চতা প্রায় ৩০।৩৫ ফিট্ হইবে এবং ৫৬২ একর ভূমি ঐ দুর্গের অন্তর্ভুক্ত। এই স্থান হইতে কতকগুলি যজ্ঞীয় উপকরণাদি

উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তৎসমুদয় পাণ্ডববংশধরগণের রাজত্বকালীন বলিয়া তদঞ্চল-নিবাসিগণের বিশ্বাস। উক্ত যজ্ঞভূমি জনসাধারণ কর্তৃক ইদানীং "ভুঞ্জেহেড়া" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

"ললিত বিস্তর" নামক প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বুদ্ধদেব যে দিবস ভূমিষ্ঠ হন, সেই দিবসেই দ্বিতীয় শতানীক-পুত্র কৌশাম্বীর স্বনামখ্যাত নৃপতি উদয়নও জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত গ্রন্থে ইহাও উল্লেখ আছে যে, সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পর কৌশাম্বীতে আগমন পূর্ব্বক কয়েক বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন।

অত্র প্রদেশস্থ ভূপতি উদয়নের রাজত্বকালের ঘটনাবলী প্রধানতঃ অবলম্বন পূর্ব্বকই খৃষ্টীয় প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে "বৃহৎকথা" নামক বিস্তৃত উপাখ্যান গ্রন্থ কবি গুণাঢ্য কর্ত্তৃক পিশাচ ভাষায় বিরচিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থের সারসঙ্কলন করিয়া "কথাসরিৎসাগর" নামক প্রসিদ্ধ উপাখ্যান গ্রন্থ ১০৭০ খৃষ্টাব্দে সোমদেব ভট্ট প্রণয়ন করেন।

ন্যূনাতিরেক দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে উল্লিখিত নৃপতি উদয়ন ও বাসবদত্তার প্রণয়কাহিনীপূর্ণ "স্বপ্নবাসবদত্তা" নামক একখানি নাটক মহাকবি ভাস বিরচণ করেন। এতদ্ব্যতিরেকে এই সম্বন্ধে নানা সময়ে নানা ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিরচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থ সমুদয় বিদ্যমান আছে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সুবন্ধু নামক জনৈক কবি কর্ত্তৃক কৌশাম্বীর অধিপতি উদয়ন বৎস ও বাসবদত্তার প্রণয়-বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক "বাসবদত্তা" নামে খ্যাত একখানি গ্রন্থ প্রণীত হয়।

উল্লিখিত মহীপাল উদয়নবৎস ও সিংহল-রাজদুহিতা "রত্নাবলী" বা "সাগরিকার" প্রণয় সম্বন্ধে "রত্নাবলী" নামক এক বিখ্যাত নাটিকা আছে। এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা শ্রীহর্ষদেব কর্তৃক বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া থাকে; কিন্তু "কাব্যপ্রকাশ" নামক অলঙ্কার গ্রন্থের টীকা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, প্রকৃত পক্ষে শ্রীহর্ষদেব ইহার গ্রন্থকার নহেন; কবি ধাবক কর্ত্তৃক ইহা রচিত। শ্রীহর্ষদেব তাঁহাকে

অর্থ প্রদান পূর্ব্বক বশীভূত করিয়া উক্ত নাটিকা খানি স্বীয় নামে প্রচার করেন।

বৎস্যরাজ উদয়নের প্রণয়ঘটিত বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক বিরচিত "প্রিয়দর্শিকা" নামক প্রসিদ্ধ আর একখানি নাটিকা বর্ত্তমান আছে। ইহাও শ্রীহর্ষদেব কর্ত্তৃক বিরচিত এইরূপ কথিত হয়।

উল্লিখিত গ্রন্থনিচয়ে বৎস্যরাজ উদয়নের যে সমস্ত প্রণয়-কাহিনী বর্ণিত আছে এই কৌশাম্বীপুরীই তাঁহার লীলাভূমি। তদীয় রাজত্বকালে এই প্রদেশে যে এক সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল, ইহা প্রাগুক্ত গ্রন্থ সমুদয়ের বর্ণনা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর চৈনেয় পরিব্রাজক ফাহিয়েন কর্ত্তৃক লিখিত তদীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে বর্ণিত আছে যে, গোচির নামক তৎকাল প্রসিদ্ধ কৌশাম্বীর উদ্যান-মধ্যস্থিত বিহারে একদা বুদ্ধদেব অবস্থান করিয়াছিলেন; এবং উক্ত চৈনেয় পরিব্রাজক কর্ত্তৃক তদঞ্চল পরিদর্শনকালে উল্লিখিত বিহারে হীনযান বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বাস করিতেন। উদ্যানটী সিংহলদেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থে "গোশিখ" নামে উল্লেখ আছে বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়।

পালি ভাষার বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া শ্রুতি-গোচর হয়—কৌশাম্বী নিবাসী "গোশির", "কুক্কুট" ও "পাবরিক" নামক বৈশ্যশ্রেষ্ঠীত্রয় বুদ্ধদেবকে এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন করিবার নিমিত্ত শ্রাবস্তী হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করেন। তৎকালে তাঁহার অবস্থানের জন্য যে বিহার উক্ত তিন ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ সেই বিহারই ফাহিয়েন কর্ত্তৃক গোচির ও সিংহল দেশস্থ বৌদ্ধগ্রন্থে "গোশির" নামে উল্লিখিত হইয়া থাকিবে।

প্রাগুক্ত দুই বিষয় ব্যতিরেকে উল্লিখিত চৈনেয় পরিব্রাজক কর্ত্তৃক কৌশাম্বীর সম্বন্ধে আর কিছু বর্ণিত হয় নাই। ইহাতে কোন কোন ব্যক্তি এইরূপও অনুমান করেন যে, ফাহিয়েন এই স্থানে আগমন না করিয়া কেবল

লোকমুখে অবগত হইয়াই ইহার বিষয় তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

৬৪৪ খৃষ্টাব্দে খ্যাতনামা নৃপতি হর্ষবর্দ্ধনের কান্যকুব্জে রাজত্ব করিবার কালে চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউএনৎসেঙ্গ ভারতবর্ষের নানাদেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক এক ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। তাহাতে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধদেবের জীবদ্দশাতেই কৌশাম্বীর অধিপতি রাজা উদয়ন রক্তচন্দন কাষ্ঠের এক বুদ্ধমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া তদীয় প্রাসাদের মধ্যস্থিত এক প্রস্তর মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। উক্ত মূর্ত্তি অধিকার করিবার জন্য উজ্জয়িনীর অধিপতি রাজা চণ্ডপ্রদ্যোত ও নৃপতি উদয়নের মধ্যে যে তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে,—ইহাও হিউএনৎসেঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্তে দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত বিষয় সমুদয় উক্ত ভ্রমণবৃত্তান্তে বিবৃত আছে।

বর্ণিত রক্তচন্দন কাষ্ঠনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি যে মন্দির-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল, হিউএনৎসেঙ্গ এইস্থানে আগমন করিয়া তাহা দেখিতে পান। ইহার দক্ষিণে প্রাগুক্ত গোশির নামক বৈশ্যের গৃহাদির ভগ্নাবশেষ এবং নগরের অল্প দূরে দক্ষিণদিকে তদীয় পৌত্র নির্ম্মিত বিহার অবস্থিত ছিল। সম্রাট্ অশোক নির্ম্মিত দুইশত ফিট্ উচ্চ এক স্তূপের নিকট যে আর একটী স্তূপ স্থাপিত ছিল, তাহাতেই বসুবন্ধু কর্ত্তৃক "বিদ্যাসিদ্ধিশাস্ত্র" এবং ইহার দক্ষিণ দিগ্‌বর্ত্তী আম্রকাননে অসঙ্গ কর্ত্তৃক "প্রকরণ বাক্যশাস্ত্র" নামক গ্রন্থ বিরচিত হয়।

উক্ত চৈনেয় পরিব্রাজক হিউএনৎসেঙ্গের কৌশাম্বী পরিদর্শনকালে এই স্থানে পঞ্চাশৎ শ্রীসম্পন্ন হিন্দুদেবমন্দির ছিল—কিন্তু দশটীমাত্র জীর্ণদশা গ্রস্ত বৌদ্ধবিহার দৃষ্ট হয় বলিয়া তিনি আক্ষেপের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে অনুভূত হয় যে, তৎকালে এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে অবনতি প্রাপ্ত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান হইতেছিল।

সুপ্রসিদ্ধ নৃপতি হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকাল হইতেই কৌশাম্বী অবনতি-মুখে ধাবিত হইতে আরম্ভ করে বলিয়া অবগত হওয়া যায়। ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে



কৌশাম্বী দুর্গ মধ্যে বটবৃক্ষের নিম্নেস্থিত একটী বুদ্ধ
ও কতিপয় ভগ্নমূর্ত্তি (৯৫ পৃষ্ঠা)



কোসম ই: মে এক ভবনের ধ্বংসাবশেষ

উক্ত নৃপতির কালকবলে পতিত হওয়ার পর অবধি এই প্রদেশের আর কোন পরিষ্কার ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ভুবনবিখ্যাত পাণ্ডববংশধর নৃপতিগণের লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাজধানী যে কৌশাম্বীপুরী একদা বহু হিন্দুদেবমন্দির, বৌদ্ধবিহার, তোরণাদিতে সুশোভিত রাজপ্রাসাদ ও বিপনি প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ এক মহানগরী বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ ছিল; অধুনা একটী বিধ্বস্ত দুর্গ ও যৎসামান্য কয়েকটী নিকেতনাদির ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত ইহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধির আর কোন নিদর্শনই বিদ্যমান নাই। কালের কুটিল বিবর্ত্তনে সমস্তই ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে।

কৌশাম্বীর সেই ভগ্ন দুর্গমধ্যে প্রাগুক্ত সামান্য কয়েকটী নিকেতনাদির নষ্টাবশিষ্ট অংশ ব্যতিরেকে যে কতকগুলি ভগ্ন প্রস্তর মূর্ত্তি ও ইষ্টক রাশি ইহার পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ বিকীর্ণ রহিয়াছে, তন্মধ্যস্থ একটী প্রস্তর নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তিই প্রখ্যাত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ইহার মুখ বিনষ্ট হইয়াছে। মুসলমান শাসনকালে তাহাদিগের দ্বারাই এরূপ হইয়াছে বলিয়া পল্লীনিবাসিগণ বলিয়া থাকে।

এই প্রদেশ যবনগণের অধিকারভুক্ত হইলে অধুনাতন "কোসম্ ইনাম্" নামক গ্রামের মধ্যস্থিত হিন্দু-রাজত্ব কালে নির্ম্মিত দুইটী প্রাচীন ভবনের একটী মুসলমানগণ কর্ত্তৃক মস্‌জিদ্‌রূপে এবং অপরটী ইমামবাড়ারূপে পরিণত হইয়াছে। উক্ত দুইটী গৃহেরই বর্ত্তমান অবস্থা অতি শোচনীয়। ইমাম্-বাড়ার ছাদ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছে। উক্ত দুইটী প্রাচীন ভবনের ভগ্নাবশেষ ব্যতিরেকে আর একটী অতি জীর্ণদশাগ্রস্ত ভগ্নগৃহ এই স্থানে আছে। পল্লীনিবাসী লোকেরা ইহাকে কবর বলিয়া নির্দ্দেশ করে। কিন্তু এই সমাধি কাহার, ইহা বলিতে তাহারা অক্ষম।

কৌশাম্বীর পূর্ব্ববর্ণিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ হইতে ন্যূনাধিক চারি মাইল দূরে—"পাভোসা" নামে খ্যাত একটী পাষাণময় পর্ব্বত আছে। তদগাত্রস্থ এক গুহাতে প্রকাণ্ডকায় এক নাগ বাস করিত বলিয়া চৈনেয় পরিব্রাজক ফাহিয়েন কর্ত্তৃক লিখিত তদীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ আছে।

পাভোসা পর্ব্বত

উল্লিখিত পর্ব্বত-গাত্রে দুইটী গুহা আছে। একটী পর্ব্বতের মধ্যভাগে এবং অপরটী তদূর্দ্ধদেশে। এই উর্দ্ধদেশস্থ গুহাই স্থানীয় লোকে নাগ-গুহা নামে অভিহিত করে। নিম্নদেশস্থ গুহার অভ্যন্তরে কতিপয় মূর্ত্তি এবং গুহা-দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটী প্রস্তর-স্তম্ভ নির্ম্মিত আছে।

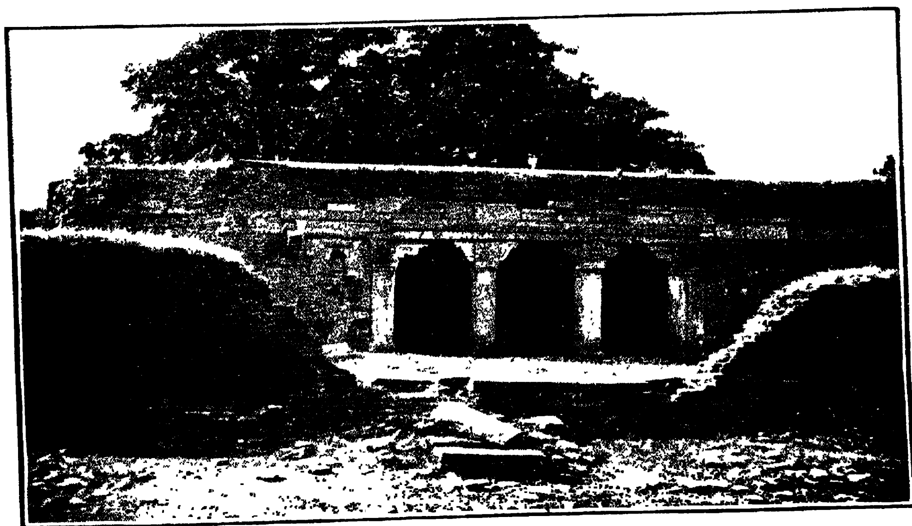
"মহাসাংঘিক বিনয়" নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে যে, নাগ গুহাটী স্বয়ং বুদ্ধদেব প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কিন্তু পর্ব্বত-গাত্রে গুপ্তবংশীয় নৃপতিগণের শাসনকালীয় অক্ষরে উৎকীর্ণ কতিপয় ভাস্করের নাম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উক্ত গুহাদ্বয় গুপ্তবংশীয় মহীপগণের রাজত্বকালে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়। এইরূপও হইতে পারে যে, উর্দ্ধভাগের গুহাটী বুদ্ধদেবের সময়ে এবং তন্নিম্নদেশস্থ গুহাটী গুপ্তবংশীয় নৃপালগণের রাজ্যশাসনকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

চৈনেয় পরিব্রাজক হিউএনৎসেঙ্গ কর্ত্তৃক লিখিত ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, অত্রস্থ যে এক উচ্চস্তূপ-সমীপে বুদ্ধদেব উপবেশন পূর্ব্বক ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন সেই স্তূপ পাভোসা পর্ব্বতের পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী "দেবকুণ্ড" নামে খ্যাত তড়াগের তীরদেশে অবস্থিত ছিল। উক্ত চীনদেশীয় পরিব্রাজকের এই অঞ্চল পরিদর্শন কালে উল্লিখিত স্তূপ-মধ্যে বুদ্ধদেবের নখর ও কেশ রক্ষিত ছিল। অধুনা উক্ত স্তূপের কোন চিহ্নও বর্ত্তমান নাই।

ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বকালে সুলতান আলাউদ্দীনের অনুজ্ঞায় "সৈয়দ হিসাম" নামক কড়ারী-নিবাসী জনৈক যবন কর্ত্তৃক কৌশাম্বী অধিকৃত হয়। তৎকাল অবধি ইহা সৈয়দ বংশীয় মুসলমানগণের অধিকারে রহিয়াছে।



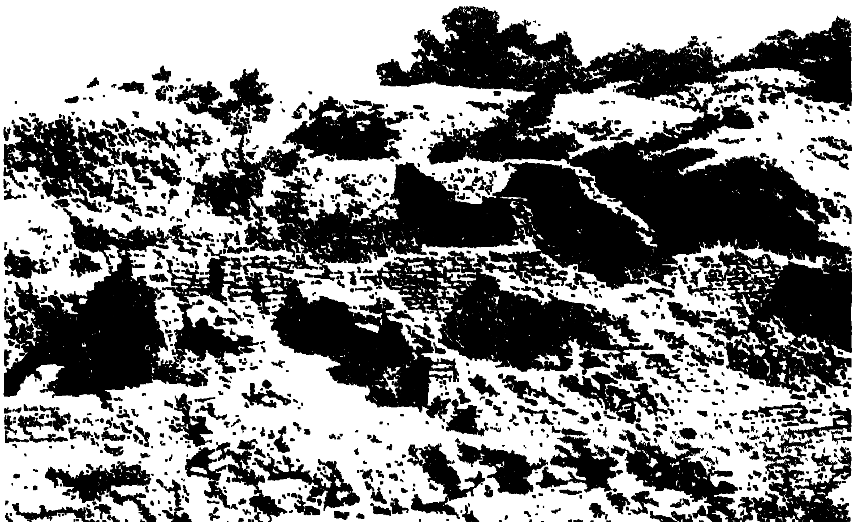
নাগগুহা ও অপর একটী গুহাবিশিষ্ট পাভোসা পর্ব্বতের
এক অংশ (৯৫ পৃষ্ঠা)



মুসলমানগণ কর্ত্তৃক মস্‌জিদরূপে পরিণত একটী প্রাচীন গৃহ
(৯৫ পৃষ্ঠা)



ভূগর্ভস্থ দুর্গের ভগ্নাবশেষ—ভিটা (৯৮ পৃষ্ঠা



ভূগর্ভস্থ দুর্গের এক অংশ—ভিটা (৯৮ পৃষ্ঠা)

বিতভয় পত্তন

বৌদ্ধযুগে যে সমুদয় জনপদ ভারতবর্ষে স্থাপিত হইয়াছিল প্রসিদ্ধ "বিতভয়পত্তন" নগরটী তন্মধ্যে অন্যতম। এই নগরী—খ্যাতনামা মহীপাল উদয়ন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বীরচরিত্র নামক জৈন গ্রন্থে উল্লেখ আছে। এলাহাবাদ শহরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে, একাদশ মাইল দূরে যমুনার তীরবর্ত্তী "ভিটা" ও "দেউরিয়া" নামক দুইটী প্রাচীন গ্রাম ব্যাপিয়া উক্ত জনপদ স্থাপিত ছিল—এইরূপ জেনারল কনিংহাম্ নির্দ্দেশ করেন।

উল্লিখিত জৈন গ্রন্থে ইহাও বর্ণিত আছে বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায় যে, নৃপতি উদয়ন জৈনধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক উক্ত ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক স্বনামধন্য মহাবীরের একটী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলে, ইহার অধিকার লাভের জন্য উজ্জয়িনীর অধিপতি চণ্ডপ্রদ্যোত ও তাঁহার মধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে অনেকে এইরূপ অনুমান করেন—সম্ভবতঃ কৌশাম্বীর রক্তচন্দনকাষ্ঠ-নির্ম্মিত বুদ্ধ-মূর্ত্তি হস্তগত করিবার জন্য উক্ত দুই নৃপতির মধ্যে যে যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে, এই উপাখ্যান তাহার সহিত জড়িত হইয়া থাকিবে। যাহাহউক—কৌশাম্বীর অধিপতি-উদয়ন কর্ত্তৃক "বিতভয়পত্তন" নামক বর্ণিত জনপদটী স্থাপিত হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে। কারণ—এই স্থান কৌশাম্বী হইতে অধিক দূর নহে; নৌকাযোগে সহজেই গমনাগমন করা যায় এবং জনসাধারণ তদ্রূপই করে।

ভিটা নামক প্রাচীন গ্রাম

প্রাগুক্ত "ভিটা" নামক গ্রাম খনন পূর্ব্বক প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী সার, জন মার্শেল ভূগর্ভস্থিত যে দুর্গটি আবিস্কার করিয়াছেন, তন্মধ্যস্থ কতিপয় প্রাচীন নিদর্শন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি নির্দ্ধারণ করেন যে, মৌর্য্য হইতে গুপ্ত বংশীয় পর্য্যন্ত নৃপতিগণ এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতিরেকে মার্শেল সাহেবের মতে প্রাগৈতিহাসিক যুগেও এই স্থানে লোকের বাস ছিল।

কোন অজ্ঞাত কারণ বশতঃ এই অঞ্চল পূর্ব্বোল্লিখিত আর্য্যবংশীয় শাসনকর্ত্তাগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, অসভ্য আদিম নিবাসিগণ ইহা অধিকার করে—এইরূপ অনুমিত হয়। কিংবা ইহাও অসম্ভব নহে যে, ঐ সমস্ত আদিমনিবাসীদিগের সহিত এই প্রদেশের আর্য্যবংশ-সম্ভুত শাসনকর্ত্তাগণের কোন এক সময়ে যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছিল, এবং সেই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহারা এই স্থান হইতে বিজেতা আদিমনিবাসিগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন।

প্রাগুক্ত দুর্গের ন্যূনাধিক একাদশ ফিট্ প্রশস্ত ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাকার মৃত্তিকারাশির দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রাকার-গাত্রে বহুসংখ্যক লৌহ-বাণ-ফলক এবং দুর্গের অভ্যন্তরে সাধারণ প্রস্তর, মৃত্তিকা ও মর্ম্মর-নির্ম্মিত "ক্ষেপনী" (Catapult) বর্ত্তুল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বর্ত্তুল নিচয় সপ্তম কিংবা অষ্টম খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দি হইতে গুপ্তবংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বের শেষকাল পর্য্যন্তের নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়।

দুর্গের অভ্যন্তর—রাজপথ, সংকীর্ণ গলি, সুবিন্যস্ত সৌধমালার ধ্বংসাবশেষ-দ্বারা পরিপূর্ণ। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কথিত হয় যে, ঐ সমুদয় নিকেতনাদির মধ্যে গুপ্তবংশীয় নৃপতিগণের শেষ সময়ে নির্ম্মিত ভবন নিচয় আয়তনে ক্ষুদ্র, তেমন সুদৃঢ় নহে, এবং সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক। তন্নিম্নস্তরে কুষাণ বা গুপ্তবংশীয় নৃপতিগণের প্রথম রাজত্বকালের নির্ম্মিত অধিকাংশ ভবনাদিই তাহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী নিবাসিগণের ইষ্টকাদি-দ্বারা নির্ম্মিত। সর্ব্বনিম্নে মৌর্য্যবংশীয় নৃপালগণের শাসনকালীন নির্ম্মিত নিকেতনাদি দৃষ্টিগোচর হয়

দুর্গাভ্যন্তরস্থিত ভগ্নদ্রব্যাদির প্রত্যেক পুঞ্জীভূত স্তর-রাশির মধ্য হইতে, সেই সেই কালের প্রচলিত মুদ্রা, প্রস্তর-নির্ম্মিত ও দগ্ধীকৃত মৃত্তিকার নানাবিধ মূর্ত্তি এবং তদানীন্তন ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি উদ্ধৃত হইয়াছে।

বর্ণিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ-মধ্যে, তত্রস্থ ভগ্ননিকেতনাদির বৃহদাকারের ইষ্টক রাশি ইতস্ততঃ বিকীর্ণ রহিয়াছে। পল্লীনিবাসিগণ ঐ সমুদয় সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের কুটীরাদির নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যবহার করে।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে—মৌর্য্যবংশীয় মহীপালগণের শাসন কালেরপূর্ব্বে অগ্নি-দগ্ধ ইষ্টকের ব্যবহার অতি বিরল ছিল। কিন্তু কদাচিৎ স্থান বিশেষে সেই সময়ের নির্ম্মিত দগ্ধীকৃত ইষ্টকের প্রাচীরাদি যে দৃষ্টিপথে পতিত না হয় তাহাও নহে।

স্থানীয় লোকমুখে অবগত হওয়া যায় যে, এই দুর্গের মধ্যদেশ হইতে যমুনা পর্য্যন্ত ভূগর্ভে এক বৃহৎ পয়ঃ প্রণালী আছে, এবং দুর্গের নিম্নদেশস্থ এক গহ্বরকে উহার মুখ বলিয়া তাহারা নির্দ্দেশ করে। এখন নাকি উক্ত পয়ঃপ্রণালী রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

যে সমুদয় প্রাচীন দ্রব্যাদি পূর্ব্ববর্ণিত দুর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যনিচয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লোকের নাম ও বাসস্থান জ্ঞাপক ধাতু, গজদন্ত ও প্রস্তর-নির্ম্মিত নামমুদ্রা (Seal) এবং মুদ্রিত মৃত্তিকা-ফলক; উত্তর দেশস্থ কুষাণ সম্রাটগণের, দক্ষিণ প্রদেশস্থ অবন্তী ও অন্ধ্রদেশের অধিপতিগণের এবং কৌশাম্বী ও অযোধ্যার মহীপ সঙ্ঘের প্রচলিত মুদ্রা; তদানীন্তন কালীয় বেশ ভূষায় বিভূষিত সুরঞ্জিত নানাবিধ মৃণ্ময় মূর্ত্তি; তাম্র ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত নানা আকার প্রকারের তৈজসপত্র; স্বর্ণকারগণের কারুকার্য্যে ব্যবহৃত বহুবিধ যন্ত্র; মৃৎপ্রস্তর ও মর্ম্মর-নির্ম্মিত প্রসাধন-পেটিকা; স্বর্ণ রৌপ্য ও মণি-মুক্তা খচিত নানাবিধ অলঙ্কার; এবং এই সমস্তের সঙ্গে প্রস্তর-যুগের আদিম-নিবাসীগণের পাষাণ-নির্ম্মিত কুঠার প্রভৃতি। বর্ণিত দ্রব্য নিচয় অধুনা ভারতীয় কৌতুক সংগ্রহালয় Indian Musium এ রক্ষিত আছে।

এই প্রকারের বহুবিধ দ্রব্যসম্ভার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, একদা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী জনাকীর্ণ এবং সুশিক্ষিত সভ্য আর্য্যজাতি ও অশিক্ষিত অসভ্য আদিম-নিবাসী প্রভৃতি নানাশ্রেণী লোকের বাসভূমি ছিল।

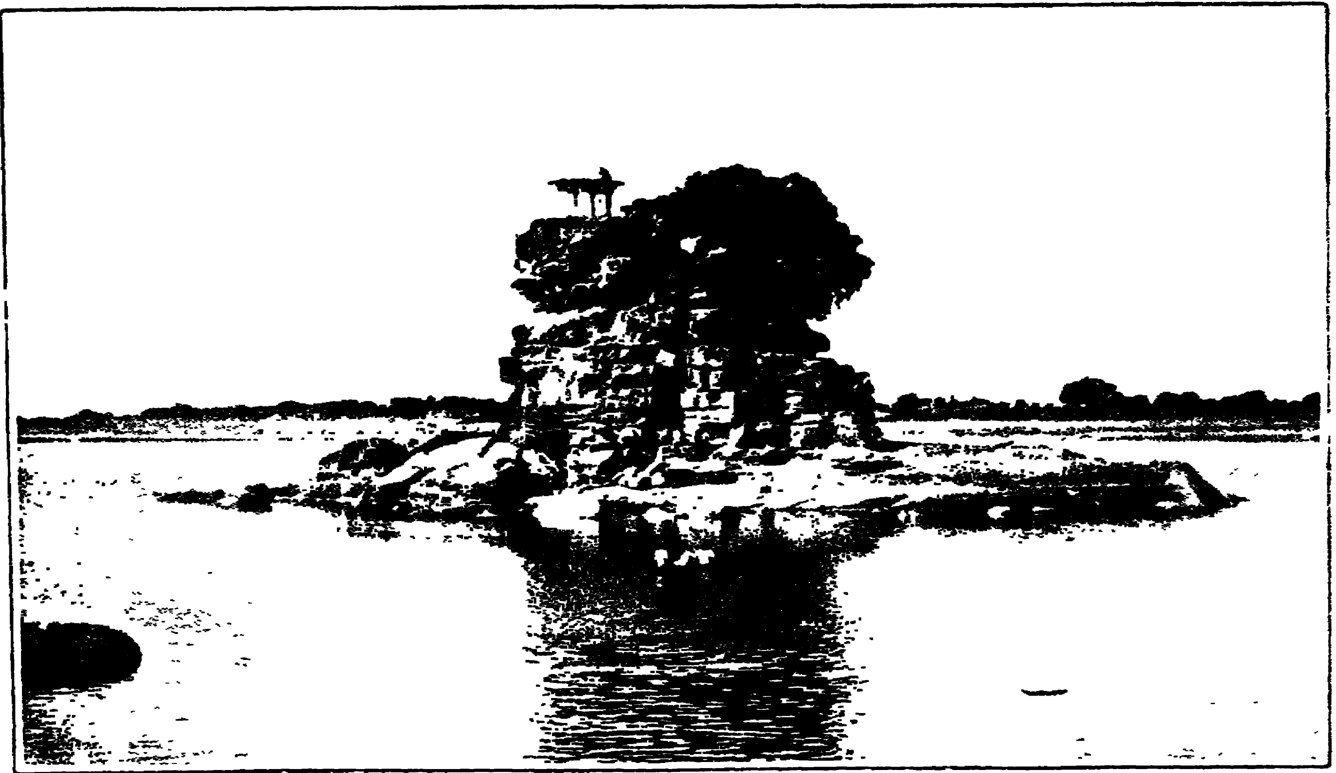
দেউরিয়া

প্রাগুক্ত "ভিটা" গ্রামের অল্প দূরেই "দেউরিয়া" নামক গ্রামে অবস্থিত। গ্রাম দুইটী এক প্রাচীন পথের দ্বারা সংযুক্ত। পথটী অযত্নে থাকা বশতঃ অসমান ও উচ্চনীচ হইলেও তদুপরি মোটরকারে গমনাগমন করিতে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না।

উল্লিখিত দেউরিয়া গ্রাম মধ্যস্থ নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্তিকা স্তূপ ও ভূমির নিম্নদেশ হইতে মৌর্য্য, কুষাণ ও গুপ্ত নৃপতিগণের রাজত্ব কালীন মৃণ্ময় পাত্র, প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রভৃতি ভূমি কর্ষণকালে লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষিত হইয়া বহির্গত হয় বলিয়া স্থানীয় লোকেরা কহে। গ্রাম-মধ্যস্থ বৃক্ষের নিম্নদেশে স্তূপীকৃত প্রস্তর ও দগ্ধীকৃত মৃত্তিকার ভগ্নমূর্ত্তি এবং প্রস্তর-নির্ম্মিত নিকেতনাদির নানা-বিধ ভগ্নখণ্ড প্রায়শঃ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ঐ সমুদয়কে দেবতা বিশেষ ভাবিয়া পল্লীবাসিগণ পূজা করে।

গ্রামের প্রান্তদেশে এক নিম্ব বৃক্ষের মূলে, কতিপয় ভগ্নমূর্ত্তির মধ্যে একটী সুচারুরূপে নির্ম্মিত বুদ্ধ-মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। ইহা জনৈক পল্লী-নিবাসী কর্ত্তৃক মহাদেব বলিয়া পূজিত হইয়া থাকে। ঐ ব্যক্তি বর্ণিত মূর্ত্তিকে এবংবিধ ভক্তিভরে পূজা অর্চ্চনা করে যে, অর্থ প্রদানের প্রলোভন প্রদর্শন করিলে পর্য্যন্ত উহা হস্তান্তর করিতে সম্মত হয় না।

দেউরিয়া গ্রামের চিতাভূমির সমীপে যমুনার মধ্যে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। কোন এক কালে উক্ত দ্বীপ যমুনার সৈকত ভূমির সহিত সংযুক্ত ছিল—নদী গর্ভের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এইরূপ অনুমিত হয়। উক্ত দ্বীপের ঊর্দ্ধভাগে ৬০ ফিট্ উচ্চ যে এক পাষাণ-স্তূপ অবস্থিত, পূর্ব্বে তদুপরি "সুযশদেব" বা "সুযান দেবতা" নামক সুপ্রসিদ্ধ দেব বিশেষের মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া কথিত আছে। অধুনা উক্ত শিলা-স্তূপের ঊর্দ্ধভাগে



যমুনার মধ্যবর্ত্তী সুযানদেব নামক শিলাস্তূপ—দেউরিয়া (১০০ পৃষ্ঠা)

যে ভবন দৃষ্টিগোচর হয়, উহা মোগল শাসনকালে নিৰ্ম্মিত প্রাচীন কালের সেই স্থযান দেব-মন্দির নহে।

১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা শায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক পুরাতন যুগের প্রতিষ্ঠিত উল্লিখিত স্থযান দেবমন্দিরটী বিধ্বস্ত হইয়া সেই স্থানে চতুর্দ্দিক উন্মুক্ত দ্বাদশ ফিট্ ব্যাসের গোলাকার গুম্বজাকৃতির বর্ত্তমান গৃহটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই বিষয় উক্ত ভবনের প্রাচীর গাত্রস্থ পারস্য অক্ষরে উৎকীর্ণ লিপিতে উল্লেখ আছে।

যমুনার এই নির্জ্জন প্রদেশস্থ মনোমুগ্ধকর স্থানে মুক্তবায়ুর মধ্যে নির্ম্মিত গৃহটী সম্ভবতঃ একদা মোগল শাসনকর্ত্তাগণের প্রমোদ-ভবনরূপে ব্যবহৃত হইত, এবং তদুদ্দেশ্যেই উহা নির্ম্মিত হওয়া বিচিত্র নহে।

উল্লিখিত গৃহ, দূর হইতে একটী শুভ্র শিরস্ত্রাণ-স্বরূপ পরিলক্ষিত হয়। এইরূপের এক শ্বেতবর্ণের ভবন বিশিষ্ট প্রাগুক্ত পাষাণস্তূপ সমেত এই জনমানব বিহীন শ্মশান ভূমির পার্শ্ববর্ত্তী কলকল নাদিনী সুনীল সলিলা যমুনার দৃশ্য এরূপ বিরাগ ভাব ব্যঞ্জক যে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে দর্শকের হৃদয় স্বতঃই ঔদাস্য সাগরে নিমজ্জিত হয়। কতিপয় ধীবরও তাহাদিগের নৌকা ব্যতিরেকে সাধারণতঃ এই স্থানে দ্বিতীয় আর কিছুই লক্ষিত হয় না।

ইদানীং "স্থযান" নামে খ্যাত কোন দেবমূর্ত্তি কিংবা তাহার মন্দির এই স্থানে বর্ত্তমান না থাকিলেও পূর্ব্ব বর্ণিত পাষাণ-স্তূপই তৎপ্রদেশস্থ জনসাধারণ কর্ত্তৃক "স্থযান দেব" নামে অভিহিত হয়। উক্ত পাষাণ-স্তূপ-গাত্রে পাঁচটী নরমূর্ত্তি খোদিত আছে। ঐ মূর্ত্তি নিচয়কে পঞ্চপাণ্ডবের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া তদঞ্চল নিবাসী লোকেরা নির্দ্দেশ করে।

কোন সময়ে কাহার দ্বারা উল্লিখিত পঞ্চপাণ্ডব নামে অভিহিত মূর্ত্তি নিচয় প্রাগুক্ত শিলাস্তূপ-গাত্রে খোদিত হইয়াছিল; স্থযান দেবই বা কি, এবং এই দেব ও ইহার মন্দির কোন্ কালে কে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল; এই সমস্ত বিষয় স্থানীয় লোকের নিকট বহু অনুসন্ধান করা সত্ত্বেও সুনিশ্চয়রূপে কিছুই অবগত হইতে সক্ষম হই নাই।

মুসলমান রাজত্ব পতন হইলে পূর্ব্ব বর্ণিত পাষাণ-স্তূপের ঊর্দ্ধভাগে শায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বর্ত্তমান ভবনের মধ্যে স্থানীয় হিন্দুনিবাসীগণ এক-খানি পাষাণ-খণ্ড শিবলিঙ্গ স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক ও চৈত্র মাসে এই গ্রাম-মধ্যে যে মেলা হয়, তৎকালে বহু হিন্দু নরনারী সমবেত হইয়া উক্ত প্রস্তর-খণ্ডের পূজা অর্চ্চনা করে বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

যমুনার তীরবর্ত্তী প্রান্তরের মধ্যে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত ভগ্ন নাগ-মূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়। জনসাধারণে ইহাকে "শিঙ্গারী দেবী" নামে অভিহিত করে। পল্লীনিবাসীগণ কহে—পূর্ব্বে ইহা পঞ্চশির-বিশিষ্ট ছিল। কিন্তু অধুনা ইহার মস্তকনিচয় গ্রাম্য বালকগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। তথা কথিত শিঙ্গারী দেবী মূর্ত্তির সম্মুখ দেশে মস্তক, দক্ষিণ বাহু ও পদদ্বয় বিহীন এক ভগ্নমূর্ত্তি গ্রামস্থ লোকেরা স্থাপন করিয়াছে।

এই জনপদ হইতে অল্প দূরে "মানকুয়র" নামক স্থানে দেউরিয়ার গোস্বামিগণের যে উদ্যান আছে, তন্মধ্যে নৃপতি কুমার গুপ্তের শাসন কালীন নির্ম্মিত তিব্বৎ দেশীয় লামাগণের কিরীটের অনুরূপ শিরভূষণে ভূষিত সুন্দর একটী বুদ্ধ-মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল—এইরূপ শ্রুতিগোচর হয়। জ্ঞাত হওয়া যায় যে, বর্ণিত মূর্ত্তি রাশীকৃত ইষ্টক-স্তূপ মধ্য হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

বিকারে অবস্থিত মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি।

দেউরিয়া গ্রামের অল্প দূরে যমুনার তীরবর্ত্তী "বিকার" নামক স্থানে অবস্থিত ক্ষুদ্র এক শৈলোপরি প্রস্তর-নির্ম্মিত এক মহিষ-মর্দ্দিনী সিংহবাহিনীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। স্থানীয় জনসাধারণ কর্ত্তৃক ইহা "চাঁদকি দেবী" আখ্যা প্রদত্ত হয়। মূর্ত্তিটী দেখিলে স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, ইহা অতি প্রাচীন কালের নির্ম্মিত। উক্ত মূর্ত্তিকে চাঁদকি দেবী নামে অভিহিত করিবার কারণ কি, এবং কতকাল অবধি-ই বা ইহা এই স্থানে অবস্থিত, এই সমুদয় কথা কেহই বলিতে সক্ষম নহে।

বৌদ্ধধর্ম্ম-পতনের পর—হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান কালে তন্ত্রানুযায়ী শক্তি-উপাসনা ভারতবর্ষের নানা স্থানে যখন বহুল প্রচলিত হয়,—সেই সময়, নদীর তীরবর্ত্তী জনমানবহীন এই শৈলমালাকে গোপনে শক্তি উপাসনার বিশেষ



চাঁদকি দেবী নামক মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি—বিকার (১০২ পৃষ্ঠা)

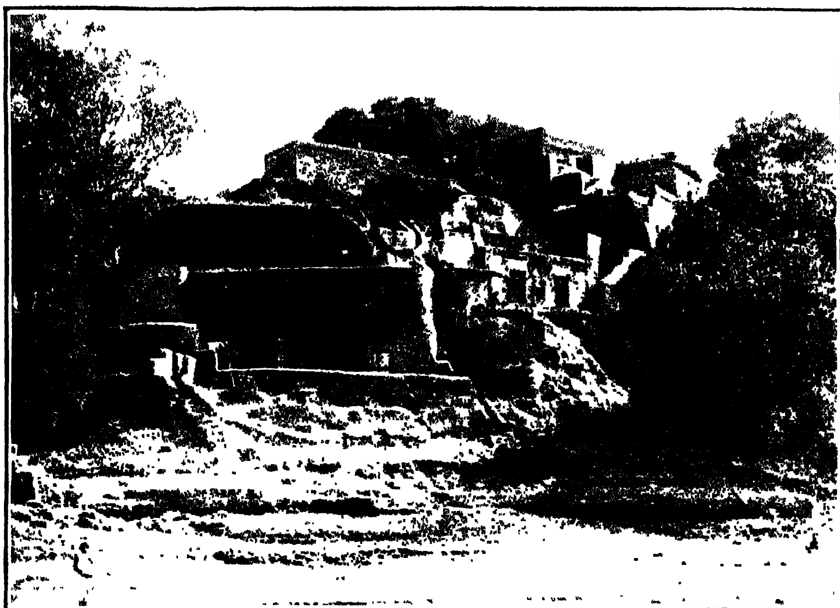


সিঙ্গারী মূর্ত্তি—দেউরিয়া (১০২ পৃষ্ঠা

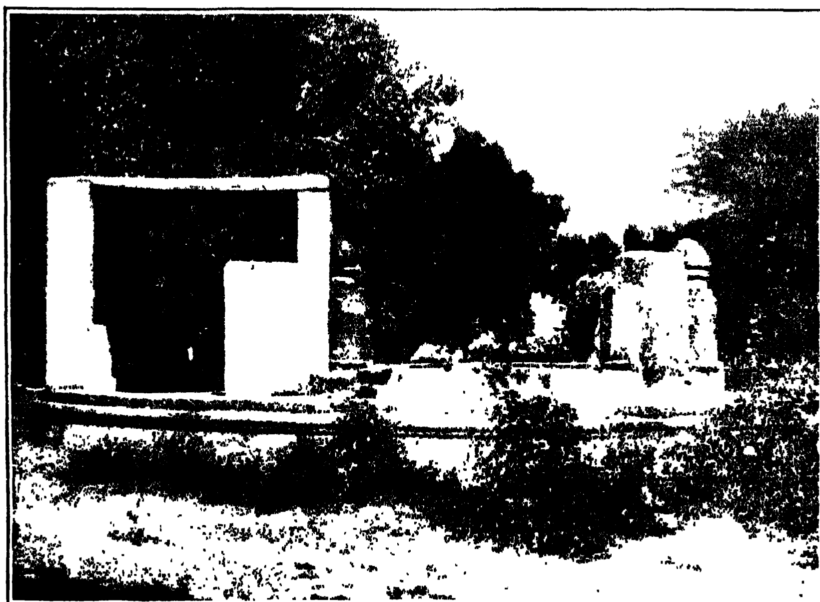
সুবিধাজনক স্থান নিরীক্ষণ করিয়া তৎপৃষ্ঠদেশে উক্ত শক্তি-মূর্ত্তি কোন বীরাচারী শক্তি সাধক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। অধুনা যদিও ইহা অনাদৃত অবস্থায় রহিয়াছে, তথাপি সম্ভবতঃ একদা এই করালবদনীর শোণিত-পিপাসা নিবারণের উদ্দেশ্যে এই স্থানে ছাগাদি বহু প্রাণীর রক্তপাত হইত। এমন কি—নরবলি পর্য্যন্তও যে হয় নাই, ইহাই বা কে বলিতে পারে?

এই স্থান হইতে অল্প দূরে প্রাচীনকালের নির্ম্মিত নানাবিধ প্রস্তর-মূর্ত্তি দেবমন্দির ও নিকেতনাদির ভগ্নাবশেষ-পরিপূর্ণ আরও কতিপয় দ্রষ্টব্য স্থান আছে—এইরূপ শ্রুতিগোচর হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ঐ সমস্ত স্থানে গমন পূর্ব্বক আলোক-চিত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ হই নাই।

কথিত আছে যে, বৌদ্ধযুগে উল্লিখিত স্থানসমূহ নানাশ্রেণীর লোকে পরিপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। ইদানীং তথায় কতিপয় মূর্ত্তি ও ভবনাদির ভগ্নাবশেষ ব্যতিরেকে আর কোন গৌরব-চিহ্নই বর্ত্তমান নাই, যাহা দ্বারা ঐ সমস্ত স্থানের পূর্ব্বসমৃদ্ধি সূচিত হইতে পারে।



প্রতিষ্ঠানপুরের একটী ভগ্ন দুর্গ (১০৭ পৃষ্ঠা)



সমুদ্রকূপ (১০৮ পৃষ্ঠা)

প্রতিষ্ঠানপুর

প্রয়াগ-দুর্গের পূর্ব্বদিক্ হইতে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম স্থলের ঊর্দ্ধদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে গঙ্গার অপর তীরবর্ত্তী দুইটী ভগ্ন দুর্গ বিশিষ্ট "ঝুসী" নামে খ্যাত যে প্রাচীন গ্রাম পরিলক্ষিত হয়, তাহাই ত্রেতাযুগের বুধ-পুত্র চন্দ্র-বংশাবতংস স্বনামধন্যনৃপতি ঐল পুরূরবার রাজধানী সুপ্রসিদ্ধ "প্রতিষ্ঠান পুর" বলিয়া আবহমান কাল অবধি কিংবদন্তী প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এই সম্বন্ধে দেবী ভাগবতে যে শ্লোক আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"সুদ্যুম্নে তু দিবং যাতে রাজ্যং চক্রে পুরূরবাঃ।
সগুণশ্চ সুরূপশ্চ প্রজারঞ্জনতৎপরঃ॥
প্রতিষ্ঠানে পুরে রম্যে রাজ্যং সর্ব্বনমস্কৃতম্।
চকার সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ প্রজারক্ষণতৎপরঃ॥"

দেবী ভাগবত ১।১৩।১-২।

এতদ্ব্যতিরেকে এই বিষয় খিল-হরিবংশে আরও পরিষ্কাররূপে উল্লেখ আছে।

"এবংপ্রভাবো রাজাসীদৈলস্তু নরসত্তম।
দেশে পুণ্যতমে চৈব মহর্ষিভিরভিষ্টুতে॥ ৪৮
রাজ্যং সংকারয়ামাস প্রয়াগে পৃথিবীপতিঃ।
উত্তরে জাহ্নবীতীরে প্রতিষ্ঠানে মহাযশাঃ॥ ৪৯

খিল হরিবংশ ২৬ অধ্যায়।

ভূপতি ঐলপুরূরবা ও অপ্সরা উর্ব্বশীর প্রণয় সম্বন্ধে "বিক্রমোর্ব্বশী" নামক যে সুপ্রসিদ্ধ নাটক কবিগুরু কালিদাস কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে, তাহার রঙ্গভূমি এই প্রতিষ্ঠানপুর। এই স্থান হইতেই মহীপাল "যযাতি" তদীয় জরাগ্রহণে অনিচ্ছুক পুত্রগণকে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন।

তদীয় অভিশপ্ত পুত্রগণ-মধ্যে "দ্রুহ্যু" গঙ্গাসাগর-বিধৌত কপিলা শ্রমের সান্নিধ্যে গমন করিয়া "ত্রিবেগ" নামক নগরী স্থাপন পূর্ব্বক রাজ্য শাসন করেন; কিন্তু পিতৃশাপগ্রস্ত হওয়াতে তিনি রাজোপাধি ধারণ করেন নাই।

পরবর্ত্তী কালে তাঁহার বংশধর খ্যাতনামা ত্রিবেগাধিপতি "প্রতর্দ্দন" বঙ্গদেশের উত্তর পূর্ব্ব কোণে গমনপূর্ব্বক কিরাত রাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তদীয় সুবিশাল রাজ্য করায়ত্ত করেন। বঙ্গদেশস্থ সেই প্রদেশ সর্ব্ব-জন সমাজে "ত্রিপুর রাজ্য" নামে প্রসিদ্ধ। তৎকাল অবধি আজ পর্য্যন্ত উক্ত রাজ্য দ্রুহ্যুর কুলোদ্ভব নৃপতিগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া আসিতেছে। এতৎ সম্বন্ধে কতিপয় শ্লোক ত্রিপুরেশগণের চরিতমালা বিবৃত "রাজরত্নাকর" নামক গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"দ্রুহ্যুর্নিজগণৈঃ সার্দ্ধং প্রতিষ্ঠানাদ্বহির্গতঃ।
স্বর্ধুনী তীরমাসাদ্য সাগরাভিমুখ যযৌ॥ ৪

*   *   *   *   *

স্থাপয়ামাস তত্রৈব ত্রিবেগ নগরীংশুভাম্।
প্রভাববান্ ভূতুত্র রাজ শব্দ তিরোহিতঃ॥ ২১॥

রাজরত্নাকর ষষ্ঠ সর্গ।

অনন্তরং মহাবাহুরাসাদ্য পৈতৃকাসনম্।
স্বতন্ত্রস্ত্রৈপুরং রাজ্যমাক্রান্তুমুপচক্রমে॥ ৪৩

*   *   *   *   *

চতুর্দ্দশদিনান্তেতু ঘোরেসংখ্যে প্রতর্দ্দনঃ।
বিজিগ্যে বহুকষ্টেন কিরাতাধিপতিংনৃপ॥ ৮২॥

রাজরত্নাকর দ্বাদশ সর্গ।

মহীপাল ঐল পুরূরবার কুলোদ্ভব পরবর্ত্তী নৃপতিগণ কত কাল পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠানপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন—এবং কি কারণবশতঃ এই জনপদ তাহাদিগের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল—এই বিষয় সুনিশ্চয় কিছুই অবগত হওয়া যায় না।

কান্যকুব্জের অধিপতি প্রতিহার বা পরিহার বংশের শেষ রাজা ত্রিলোচন পালের প্রদত্ত যে একখানি তাম্রশাসন ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, একদা তিনি এই প্রতিষ্ঠানপুরে আগমন পূর্ব্বক রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ মগধাধিপতি রাজা ভীমযশের সহিত তাঁহার যে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই সংগ্রামে তিনি পরাজিত হইয়া রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলে এতদঞ্চলে আগমন পূর্ব্বক রাজ্য স্থাপন করেন।

এই স্থানে অবস্থিত দুইটী ভগ্নদুর্গের মধ্যে একটী নৃপতি হর্ষগুপ্ত কর্ত্তৃক এবং অপরটী সমুদ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। হর্ষগুপ্তের সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি কিছু না বলিলেও সমুদ্রগুপ্ত যে একটী দুর্গ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ইহা কেহ কেহ স্বীকার করেন না। কিন্তু খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মগধেশ্বর সর্ব্বকলাবিশারদ, রাজনীতিকুশল ও পরাক্রমশালী সমুদ্র গুপ্ত—যিনি ইদানীন্তন কোন কোন ইতিবৃত্তকার কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের "নেপোলিওঁ" আখ্যা প্রদত্ত হন; সেই সুপ্রসিদ্ধ মহীপাল অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সম্রাট্ উপাধি ধারণ করিবার মানসে যে সময় দিগ্বিজয় যাত্রা করেন, সেই সময় তৎকর্ত্তৃক অত্রস্থ দুইটী দুর্গ মধ্যে একটী নির্ম্মিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। যাহা হউক—নৃপতি কুমার গুপ্তের নামাঙ্কিত কতকগুলি মুদ্রা এই স্থান হইতে উদ্ধৃত হওয়াতে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানপুর যে একদা গুপ্ত বংশীয় মহীপালগণের রাজধানী ছিল—ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষের হিন্দু নৃপতিগণ পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ করতঃ হীনবল হইয়া পড়িলে তাঁহাদিগের মধ্যে এবংবিধ গৃহ-বিচ্ছেদ ও শক্তিখর্ব্বতার সুযোগ প্রাপ্তে মুসলমানেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ

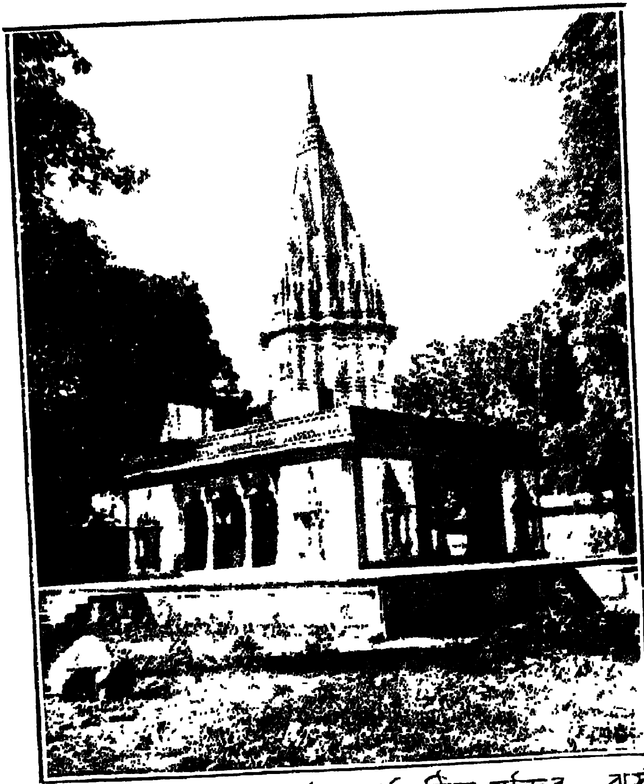
করে। তৎকালে গুর্জ্জরাধিপতি প্রতিষ্ঠানপুরে আগমন পূর্ব্বক আত্মরক্ষার্থে অত্রস্থ দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন—এইরূপ কথিত আছে।

এই জনপদে অবস্থিত প্রাচীন যুগের কীর্ত্তিমালার মধ্যে উল্লিখিত দুইটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ ব্যতিরেকে সমুদ্রগুপ্তের নাম সমন্বিত "সমুদ্র কূপ" নামক এক বৃহৎ কূপ বিদ্যমান আছে। উক্ত কূপের সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ইহার নিম্নদেশ ও সমুদ্র পরস্পর সংযুক্ত। সম্ভবতঃ ইহা সমুদ্র কূপ নামে অভিহিত হওয়াতে অশিক্ষিত জনসাধারণের অন্তঃকরণে এবংবিধ কুসংস্কার জন্মিয়া থাকিবে।

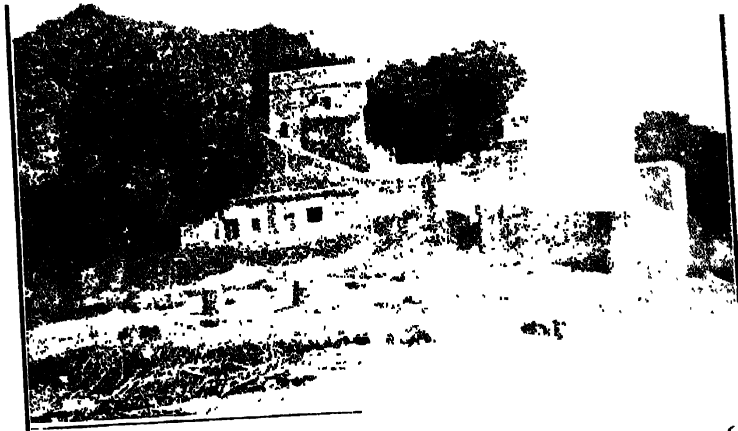
জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ন্যূনাতিরেক পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্বে বাবা সুদর্শন দাস নামক জনৈক সুশিক্ষিত সাধু অযোধ্যা হইতে আগমন পূর্ব্বক এই স্থানে বাস স্থাপন করেন। তৎকালে বর্ণিত কূপ প্রায় মৃত্তিকা পূর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া তিনি ইহা খনন করাইতে প্রবৃত্ত হন। ইহা খনিত হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত কারণবশতঃ সমুদ্রের জল কূপমুখের দ্বারা প্রস্রবণরূপে বিনির্গত হইয়া দেশময় জলপ্লাবন ঘটাইবে এইরূপ আশঙ্কায় স্থানীয় অশিক্ষিত পাণ্ডা প্রভৃতি তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে বিরত রহিতে অনুরোধ করে। কিন্তু তিনি তাহাদিগের কুসংস্কার জনিত কথায় কর্ণপাত না করিয়া উক্ত কূপ খনন পূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে ইহার জীর্ণ সংস্কার করেন।

এই স্থানে যে কতিপয় মন্দির ও মুসলমানগণের সমাধি ভবন আছে, তন্মধ্যে জনৈক তেওয়ারী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটী দ্রষ্টব্য বটে। অত্রস্থ মন্দির প্রভৃতির কোনটীই সৌন্দর্য্যে ইহার সমকক্ষ নহে। উক্ত মন্দির অতি প্রাচীন অনুভূত না হইলেও নিতান্ত আধুনিক বোধ হয় না। ইহা দুই শত বৎসরের কিঞ্চিদধিক প্রাচীন বলিয়া এলাহাবাদের জনৈক ভদ্রলোকের নিকট জ্ঞাত হওয়া যায়। এতদ্ব্যতিরেকে শেখ তকী নামক সুবিখ্যাত ফকিরের যে দরগাহ্ এই স্থানে অবস্থিত, ইহার বিষয় উল্লেখযোগ্য।

সোবহান্-উল-মিল্লত নামক জনৈক মুসলমানের পুত্র সৈয়দ-সদর-উল্-হক্ তকীউদ্দীন্ মোহম্মদ-আবুল্ আক্‌বর্ ১৩২০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।



জনৈক তেওয়ারী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মন্দির—ঝুসী



প্রতিষ্ঠানপুরের দুইটী দুর্গের মধ্যে একটী দুর্গ (১০৭ পৃষ্ঠা)

ঐ ব্যক্তি শুদ্ধাচারী হইয়া সর্ব্বদা একাগ্র চিত্তে ঈশ্বর উপাসনায় কালযাপন করার জন্য আবালবৃদ্ধবণিতা তাঁহাকে একজন সিদ্ধ দরবেশ বলিয়া ভক্তি করিত। ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত দরবেশ পরলোকে গমন করিলে, তদীয় সমাধি-ক্ষেত্রের উপর বর্ত্তমান দরগাহটী নির্ম্মিত হয়। এই দরগাহ একটী পবিত্র স্থান বলিয়া সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক শ্রদ্ধার নেত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

১৭১২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ মোহম্মদ মোঅজ্জম বাহাদুরশাহ কালকবলে পতিত হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র ময়জুদ্দীন স্বীয় ভ্রাতৃগণকে নিহত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক জাহান্দরশাহ নাম ধারণ করেন। এই ঘটনার কিয়দ্দিবসান্তর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ফর্রোখসিয়র বঙ্গদেশ হইতে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকারের জন্য যুদ্ধ যাত্রা করেন। কথিত আছে যে, তৎকালে তিনি উল্লিখিত দরগাহে প্রবেশ করিয়া স্বীয় অভিলাস সিদ্ধি-কামনায় শেখ তকীর উদ্দেশে ভক্তিভরে অভিবাদন পূর্ব্বক দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হন।

ফর্রোখসিয়র আগ্রাতে পৌঁছিলে জাহান্দার শাহ ও তাঁহার মধ্যে তুমুল সংগ্রাম হয়। সেই যুদ্ধে তিনি জাহান্দারশাহকে হনন পূর্ব্বক জয়লাভ করিয়া দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করেন। এই ঘটনাতে শেখ তকীর প্রতি জন-সাধারণের বিশ্বাস ও ভক্তি দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। এমন কি—হিন্দুগণ পর্য্যন্ত কোন বিষয়ের অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাহার দরগাহে গমন করিয়া অভিবাদন করে।

পরম্পরাগত প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, কোন এক কালে হরবং নামক জনৈক বাতিকগ্রস্ত রাজা প্রতিষ্ঠানপুরে রাজত্ব করেন। এই জন্য একদা এই স্থান হরবংপুর বা হরভুমপুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। উক্ত অদ্ভুত প্রকৃতির রাজার দ্বারা এবংবিধ অদ্ভুত নিয়মাবলী নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, দিবাভাগে কেহই কোন কাজ করিতে পারিবে না ; রজনীযোগেই হাট-বাজার, দেবার্চ্চনা, রাজকার্য্য, কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি সম্পাদন করিতে হইবে এবং যৎসামান্য দ্রব্য হইতে রত্ন-কাঞ্চন পর্য্যন্ত এক পরিমাণে ও সমমূল্যে বিক্রয় হইবে। উক্ত

নিয়মাবলী কোনরূপে কাহারও দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম ঘটিলে ঐ ব্যক্তি গুরুতর রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইত।

হরবং নামক বর্ণিত রাজার সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় নিম্নলিখিত এক কৌতুকাবহ কবিতা প্রচলিত আছে।

"অঁধেরী নগরী চৌপট রাজা,
টকসের ভুজা টকসের খাজা।"

জনশ্রুতি হইতে আরও অবগত হওয়া যায়—গোরক্ষনাথ ও তদীয় গুরু-মোক্ষেন্দ্র কর্ত্তৃক রাজা হরবংএর রাজধানী "হরবংপুর" (প্রতিষ্ঠানপুর) বিধ্বস্ত হইয়া সেই স্থানে অবস্থিত দুর্গ দুইটী বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই সম্বন্ধে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হয়—১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আলীমুর্ত্তজা নামক জনৈক ফকিরের মন্ত্রবলে প্রচণ্ডবেগে ভূমিকম্প আগত হইয়া উল্লিখিত দুইটী দুর্গের এবংবিধ শোচনীয় অবস্থা ঘটাইয়াছে।

হিন্দী ভাষায় ঝল্ শব্দের অর্থ দগ্ধ; সম্ভবতঃ ঐ জনপদে প্রাগুক্ত কোন উৎপাত উপস্থিত হওয়াতে "প্রতিষ্ঠানপুর", "ঝল্সী" (দগ্ধীভূত বা দগ্ধা-বিশিষ্ট) নামে পরিণত হয়। কালক্রমে ঝল্সী শব্দ অপভ্রষ্ট হইয়া বর্ত্তমান "ঝুসী" নাম হইয়া থাকিবে।

এলাহাবাদের উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী প্রতাপগড় প্রভৃতি অঞ্চলে যে সমস্ত চন্দ্র-বংশীয় ক্ষত্রীয় রাজপুতগণ অধুনা বাস করিতেছেন, কোন এক কালে প্রতিষ্ঠান-পুরই তাঁহাদিগের বাসভূমি ছিল—এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। এতদ্ব্যতিরেকে ইহাও কথিত আছে যে, ভারতবর্ষের উত্তরপ্রান্তদেশস্থ "অল্‌মুড়া" পর্ব্বত নিবাসী "যোশী ব্রাহ্মণ"গণও বহুকাল পূর্ব্বে এই স্থানে বাস করিতেন, কোন কারণবশতঃ তাঁহারা জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন।

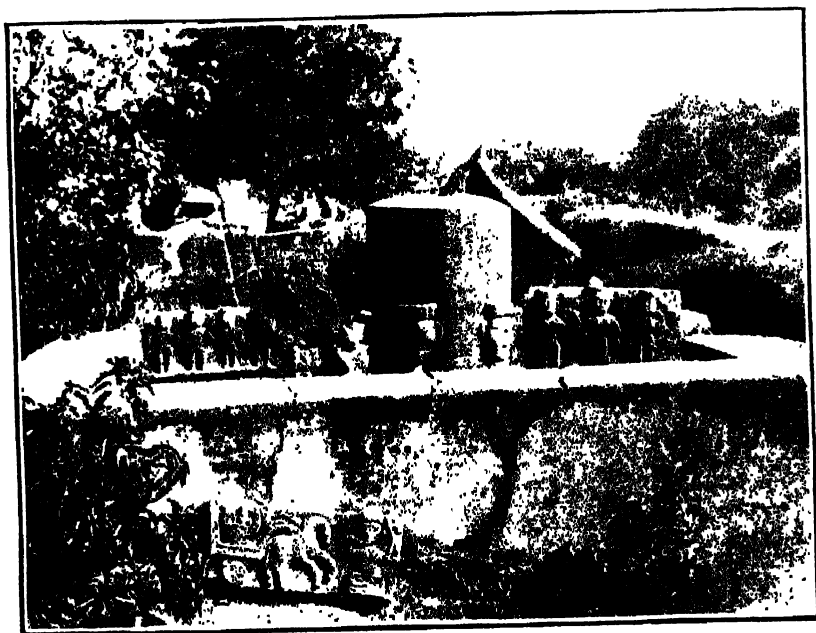
এই সমুদয় নানা কারণ দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, একদা এই অঞ্চলে কোন প্রকারের রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছিল, সে জন্য এই স্থান নিবাসিগণ স্বীয়

জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই বিষয় সুনিশ্চয় রূপে অবগত হওয়া দুষ্কর; কালপ্রবাহে ইহা অন্ধকারে বিলীন হইয়াছে।

এই স্থানে অবস্থিত দুইটী দুর্গপ্রাকার-গাত্রে এবং তাহার নিম্নদেশের ভূমিখণ্ডে কতকগুলি গুহা খনিত আছে। তন্মধ্যে কয়েকটী প্রাচীন ও কয়েকটী আধুনিক। ঐ সমস্ত গুহার মধ্যে সোপানশ্রেণী বিশিষ্ট যে এক গুহা আছে, তদভ্যন্তর অবতরণ করিলে বৃহৎ আকারের একটী মহাবীর হনুমানের প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। জ্ঞাত হওয়া যায় যে, উল্লিখিত গুহা সমুদয়ের নিবাসী সন্ন্যাসীরা উক্ত মূর্ত্তির পূজা করে এবং পূজার উপকরণ সমূহের মধ্যে গঞ্জিকাই প্রধান।



জতুগৃহ বা লক্ষাগড়ের বিধ্বস্ত দুর্গ (১১৩ পৃষ্ঠা)



জতুগৃহ বা লাক্ষাগড় গ্রামস্থ লিঙ্গ ও অন্যান্য মূর্ত্তি (১১৪ পৃষ্ঠা)

জতুগৃহ

এলাহাবাদ জিলার অন্তঃপাতী যে সমুদয় স্থান রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত প্রাচীন জনপদ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, গঙ্গার উত্তর তীরদেশ-স্থিত বর্ত্তমান "কসৌন্ধন" বা "লাক্ষাগড়" নামে খ্যাত প্রাচীন গ্রামটীও তন্মধ্যে পরিগণিত। এই গ্রাম প্রয়াগ নগরীর পূর্ব্বদিকে ন্যূনকল্পে দ্বাদশ ক্রোশ দূরে গঙ্গার উত্তর তীরবর্ত্তী "হাণ্ডীয়া" পরগণার মধ্যে অবস্থিত।

উল্লিখিত গ্রাম-মধ্যে পর্ব্বতপ্রায় উচ্চ ও বৃহৎ যে এক মৃণ্ময়-স্তূপ পরিলক্ষিত হয়, তাহাতেই—মহাভারতে লিখিত যে জতুগৃহে পঞ্চপাণ্ডবকে তাঁহাদিগের মাতার সহিত জীবন্ত দগ্ধ করিয়া প্রাণ বিনাশ করিবার জন্য দুর্নীতি পরায়ণ রাজা দুর্য্যোধন তদীয় যবনমন্ত্রী পুরোচনের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, সেই জতুগৃহ অবস্থিত ছিল বলিয়া তৎপ্রদেশস্থ সর্ব্বসাধারণে নির্দ্দেশ করে।

পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থে এই স্থানে ইহা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, প্রয়াগের উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী প্রদেশই মহাভারত যুগে "বারণাবত" নামে প্রসিদ্ধ ছিল এইরূপ অবগত হওয়া যায়।

প্রাগুক্ত মৃণ্ময়-স্তূপ মধ্যে একটী অতি জীর্ণদশাগ্রস্ত ইষ্টক-নির্ম্মিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ও বিকীর্ণ ইষ্টক রাশি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। জনশ্রুতি অনুসারে তন্মধ্যেই যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করিবার উদ্দেশ্যে দুরাত্মা পুরোচন কর্ত্তৃক জতুগৃহটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। অধুনা

উক্ত মৃণ্ময় স্তূপ-গাত্রে গুহা খনন করিয়া কতিপয় সন্ন্যাসী বাস করিতেছে। এতদ্ব্যতিরেকে এই স্থানে অন্য কোন লোক কিংবা লোকালয় পরিলক্ষিত হয় না।

বৃষ্টির জলধারায় উল্লিখিত স্তূপের মৃত্তিকা বিগলিত হইয়া পড়িলে, তন্মধ্য হইতে প্রাচীন কালের প্রচলিত মুদ্রা ও তৈজস পত্রাদি কখনও কখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া পল্লীবাসী লোকেরা কহে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অনুমিত হয় যে, বৌদ্ধযুগে এই স্থানে লোক বাস করিত ; ঐ সমস্ত দ্রব্য তৎকালের হওয়াই সম্ভব।

অত্রস্থ জনৈক পল্লীনিবাসীর নিকট যে দুইটী মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা পরীক্ষার্থে ভারতীয় কৌতূকসংগ্রহালয় (Indian Museum) এর সহকারী তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুত বিনোদ বিহারী বিদ্যাবিনোদের সমীপে প্রেরিত হয়। তিনি নির্দ্ধারণ করেন যে, দুইটী মুদ্রার মধ্যে একটী খৃষ্ট পূর্ব্ব ১২৫ হইতে ৮০ বৎসরের ছত্রপ উপাধিধারী “হগমায” নামক মথুরাধিপতির শাসনকালীয় প্রচলিত মুদ্রা, এবং উক্ত কৌতূকসংগ্রহালয়ের অপর কর্ম্মচারী শমস্-উল্-উলামা, হাফেজ নজির আহমদ্ খাঁ সাহেব কর্ত্তৃক আর একটী মুদ্রা আকবর্ বাদশাহের আগ্রা হইতে রাজ্য শাসন করিবার কালের বলিয়া অবধারিত হয়।

পূর্ব্ব বর্ণিত মৃত্তিকা-স্তূপ হইতে অল্পদূরে, পল্লীর প্রান্তদেশস্থিত একটী ইষ্টকনির্ম্মিত চতুষ্কোণ বেদীর পৃষ্ঠোপরি ন্যূনাতিরেক দুই হস্ত পরিমাণ উচ্চ একখানি পঞ্চমুখ বিশিষ্ট পাষাণ স্তম্ভ মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ প্রোথিত আছে। জ্ঞাত হওয়া যায় যে, উক্ত স্তম্ভ পল্লীনিবাসিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পূজিত হইয়া থাকে।

পঞ্চমুখ বিশিষ্ট উক্ত পাষাণ-স্তম্ভটী পূর্ব্বে প্রাগুক্ত মৃণ্ময় স্তূপ-মধ্যস্থিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে প্রোথিত ছিল জনৈক গ্রাম-নিবাসী উহা তথা হইতে আনয়ন পূর্ব্বক বর্ত্তমান বেদী নির্ম্মাণ করতঃ তদুপরি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে বলিয়া স্থানীয় লোকে কহে। কিন্তু বহুদিন অতীত হওয়াতে সেই ব্যক্তির নাম কিংবা সময় কেহই বলিতে সক্ষম হয় না।

উল্লিখিত বেদীর চতুষ্পার্শ্বে বিকীর্ণ রথোপরি ভাস্কর প্রভৃতি নানাবিধ মূর্ত্তি খোদিত কতিপয় প্রস্তর-ফলক দৃষ্টিপথে পতিত হয়। সেই সমুদয় বেদীতে সমাবেশ পূর্ব্বক প্রাগুক্ত চতুর্ম্মুখবিশিষ্ট শিলা-স্তম্ভ সমেত যে এক আলোক-চিত্র গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহা অন্যান্য চিত্রের সহিত এই পুস্তকে প্রদত্ত হইল। ঐ সমস্ত প্রস্তর-ফলকও পূর্ব্ববর্ণিত বিধ্বস্ত দুর্গের অভ্যন্তর হইতে আনীত বলিয়া স্থানীয় লোকমুখে অবগত হওয়া যায়।

চতুর্ম্মুখবিশিষ্ট যে পাষাণ-স্তম্ভের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহার বিষয় এবং উক্ত নানাবিধ মূর্ত্তিবিশিষ্ট প্রস্তর-ফলক নিচয়ের সম্বন্ধে কোনরূপ তথ্য অবগত হওয়া যায় না। এই বিষয় ঘোর অন্ধকারে সম্পূর্ণরূপ নিহিত হইয়াছে; এবং কখনও উদ্ঘাটিত হইবে কি না—ইহা বলা দুষ্কর।

এতদঞ্চল নিবাসিগণ কর্ত্তৃক কথিত হয় যে, একদা এই স্থান এক বর্দ্ধিষ্ণু জনপদ ছিল এবং ইহা গঙ্গার তীরদেশে অবস্থিত হেতু এই স্থানে বহুসংখ্যক নাবিকেরা বাস করিত। পূর্ব্বে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে নানা প্রদেশস্থ লোক-সমাগমে এই গ্রামে যে এক মেলা হইত, তাহাতে নানা প্রকারের আমোদ উৎসব ও বহুবিধ দ্রব্য সম্ভার ক্রয় বিক্রয় হইত। এখন আর সেই সমস্ত কিছুই নাই। কালের কুটিল চক্রে সমস্তই অতীত-গর্ভে বিলীন হইয়াছে এবং এক সময়ের এই সমৃদ্ধিশালী পল্লীও ইদানীং শোচনীয় দশায় পরিণত হইয়াছে।

সমাপ্ত